✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৪৯ বর্ষ, ২৯৬ সংখ্যা

বুধবার, ২১ পৌষ ১৩৭৭ (১৬ পৌষ ১৮৯২ শক) Wednesday, January 6, 1971.

ESTD 1878 REGD NO C 1080

মূল্য—২০ পয়সা (20 Paise)

জে.এন.দত্ত এণ্ড সন্স
পোষাক-পরিচ্ছদ, হোসিয়ারী, ষ্টেশনারী, সুন্দর মজবুত লেদার সুটকেস ও খেলা ধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
২১২-এ ও বি, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ · ফোন : ৩৩-৮৭৬৮

পরে হও আরাম
শঙ্খ ও পদ্মা'র গেঞ্জী
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা-৭
শোরুম : হোসিয়ারী হাউস
৩৩১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নির্বাচন—পশ্চিমবঙ্গে কবে? কেন্দ্র মনস্থির করতে পারেননি

অন্যত্র আগে অনুষ্ঠিত হতে পারে

রাজধানীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হবে কি? হলে কবে? —এই প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। স্পষ্টতই কেন্দ্র এবং বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্তভাবে মনস্থির করতে পারেননি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ প্রসঙ্গটি উঠেছিল কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত কোনটিই হয়নি। নির্বাচন কমিশনকেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। রাজনৈতিক এবং সচিব মহলে জল্পনাকল্পনা : এমনও হতে পারে যে, অন্যান্য রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের পালা চুকে গেলে তারপর পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা (এবং বিধানসভা) নির্বাচন হবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হতে গেলে সেখানে অন্যান্য রাজ্য থেকে প্রচুর পুলিশ পাঠানো নিরতিশয় প্রয়োজন।

নয়াদিল্লি থেকে বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন : পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দফতর অবহিত আছেন যে, সারা দেশে যখন নির্বাচন হবে তখন, অর্থাৎ মারচের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ নকশালরা একটি 'লং মারচ'-এর পরিকল্পনা করেছে।

ওই পরিকল্পনার রূপরেখা এইরকম : পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার বনাঞ্চল থেকে একদল সশস্ত্র নকশাল পায়ে হেঁটে হিংসাত্মক অভিযান শুরু করবে। পথে তারা সব থানায় হানা দেবে, অস্ত্র দখল করবে, সমর্থদেহী গ্রামবাসীদের জবরদস্তি তাদের বাহিনীভুক্ত করবে, বিত্তশালীদের খুন করবে, তাদের বাড়িঘর লুঠ করবে।

রাজধানীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন : পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ব্যাপারে কেন্দ্র যে মনস্থির করতে পারেন নি নির্বাচন কমিশন তা জানেন। আর তাই তাঁরা দেশে লোকসভা-নির্বাচনের যে খসড়া সময়-সারণী করেছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের কোন তারিখ চিহ্নিত করেন নি।

এখানকার রাজনৈতিক ও সরকারী

পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

বর্ষবিদায় ক্রোড়পত্র

হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড

সত্তর সাল চলে গেল। সদ্যোবিদায়ী গত বৎসরে ভারতের অর্থনীতি কেমন ছিল? পণ্যের বাজারে উত্থান-পতন ছিল কী রকম? সমকালীন অর্থনৈতিক ধ্যানধারণার মূল সূত্রগুলোই বা কী?

এই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডের অতিরিক্ত ৪০ পৃষ্ঠার এক ক্রোড়পত্রে। এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে ৭ জানুয়ারির হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডের সাধারণ সংখ্যার সঙ্গে।

অতীতের পর্যালোচনা ও সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও রয়েছে এই ক্রোড়পত্রে। শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সুচিন্তিত প্রবন্ধে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধগুলিতে পুরাতন সমস্যাগুলির গ্রন্থিমোচনের চেষ্টা যেমন করা হয়েছে, তেমনি নতুন নতুন সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

এই বিরাট, তথ্যপূর্ণ ও অতিপ্রয়োজনীয় বিশেষ সংখ্যাটির জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। ৭ জানুয়ারির হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডের শেষ শহর সংস্করণ ও পরের দিন ডাক সংস্করণের সঙ্গে থাকছে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি।

সি এম ডি এ প্রকল্পে খিদিরপুরের কাছে মজে যাওয়া আদি গঙ্গার সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। —নিজস্ব চিত্র

প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীযামিনী রায় গুরুতর অসুস্থ

স্টাফ রিপোর্টার

প্রখ্যাতশিল্পী শ্রীযামিনী রায় ব্রঙ্কো নিমুনিয়ায় শয্যাশায়ী। গত সোমবার থেকে তাঁর অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যায়। আটদিন ধরে তিনি ওই রোগে ভুগছেন।

শ্রীরায়ের বর্তমান বয়স পঁচাশি।

আজ রাত্রের তাপমাত্রা কমতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

আজ, বুধবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ : সকালের দিকে কুয়াশা পড়বে। রাত্রে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে।

মঙ্গলবার সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৮০·৭৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক) এবং ৫৫·২২ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক অপেক্ষা ১ সেঃ কম)।

দেশাই-মাসানী বৈঠক

বোমবাই, ৫ জানুয়ারি—আদি কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শ্রীমোরারজী দেশাই এবং স্বতন্ত্র পারটির প্রেসিডেনট শ্রীমাসানি আজ সকালে শ্রীদেশাইর বাড়িতে রুদ্ধ দ্বার ঘরে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে আলোচনা করেন।

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সম্প্রতি যে তিন দলের জোট গঠিত হয়েছে তাতে স্বতন্ত্র পারটির যোগদান সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয় বলে মনে করা হচ্ছে।

শ্রীদেশাই ও শ্রীমাসানি আজকের বৈঠক থেকে প্রফুল্ল মুখে বেরিয়ে আসেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাসানি বলেন 'এখন শুধু বোঝা-পড়ার প্রশ্নটা বাকি। জোটের কিছুই প্রায় বাকি নেই।' —পি টি আই

আসানসোলে ১৪৪ ধারা জারী

আসানসোল, ৫ জানুয়ারি—আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র আসানসোল মহকুমায় শান্তি অবাহত রাখার জন্য আজ রাত্রিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

মহকুমা শাসক শ্রী কে আমেদ এ খবরও দেন যে, আসানসোল মহকুমায় ৬টি বিধানসভা আসনের জন্য ৫৭৮টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের স্থানও আজ প্রকাশ করা হয়েছে। —পি টি আই

ব্যবসায়ী, শিক্ষক সহ চারজন খুন

স্টাফ রিপোরটার

বড়বাজারের এক বড় ব্যবসায়ী সমেত কলকাতা ও শহরতলিতে মঙ্গলবার তিনজন খুন হন। ওই ব্যবসায়ীকে নিয়ে দু মাসে এ শহরে ছয়জন ব্যবসায়ী খুন হলেন। এছাড়া সোমবার রাতে বহরমপুরে একজন শিক্ষকও ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

মঙ্গলবার নিহত ব্যবসায়ীর নাম শ্রীশিবপ্রসাদ বাগড়ি। বয়স ৬০। লালবাজারে পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, শ্রীবাগড়িকে বেলা সওয়া দশটার সময় রাস্তার উপর লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে এবং ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়। তিনি ছিলেন ধাতু ও ইসপাত সরবরাহকারী এবং একটি ছোট কারখানার [illegible] পুলিশের সন্দেহ আততায়ীরা নকশালপন্থী।

পুলিশের আরও খবর : শ্রীবাগড়ির বাড়ি কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রোডে। এদিন তিনি জোড়াসাঁকো থানা এলাকার বামনদাস মুখারজি রোডের একটি তামা ও কাঁচের কারখানায় গিয়েছিলেন। কাজ সেরে সেখান থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার স্ট্রীট এবং বামনদাস মুখারজি রোডের মোড়ে চার পাঁচজন যুবক পিছন থেকে তার মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারে। এরপর তাকে নৃশংসভাবে পরপর ছুরিকাঘাত করা হয়। গরম চাদর দিয়ে ওই যুবকদের মুখ প্রায় ঢাকা ছিল।

আক্রান্ত শ্রীবাগড়ি রক্তাপ্লুত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। লোকজন জড় হয়ে তাঁকে মেডিক্যাল

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ওড়িশা মন্ত্রিসভা থেকে জন কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহার

ভুবনেশ্বর, ৫ জানুয়ারি—আজ জনকংগ্রেস দলের রাজ্য কমিটির এক বৈঠকে ওড়িশার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে দলের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দলের নেতা ও উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে লিখিতভাবে ওই সিদ্ধান্ত জানিয়ে আসেন। জনকংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহৃত হওয়ায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা এখন সংকটের মুখে। শ্রী প্রধান সহ জনকংগ্রেসের চারজন মন্ত্রীও পদত্যাগ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ও স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রী আর এন সিংদেও এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ও জনকংগ্রেস নেতা শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান আজ রাজ্যপাল ডঃ এস এস আনসারির সঙ্গে দেখা করে নিজের নিজের বক্তব্য বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিধানসভায় এখনও তিনি গরিষ্ঠের আস্থাভাজন। শ্রীপ্রধান তাঁর বক্তব্যকে চ্যালেনজ করে বলেন, জনকংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহৃত হওয়ায় শ্রীসিংদেও গরিষ্ঠের সমর্থন হারিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, অবিলম্বে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে লোকসভার সঙ্গে রাজ্য বিধানসভারও নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক।

রাজ্যপাল শ্রীসিংদেও ও শ্রীপ্রধানের সঙ্গে যথাক্রমে ৯০ মিনিট ও ৪৫ মিনিট আলোচনা করার পর তাঁর করণীয় কী—এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কিছু সময় চেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে এ কথাও জানিয়েছেন যে, ১৫ জানুয়ারির আগে যে কোন সময় তিনি বিধানসভার মতামত গ্রহণে প্রস্তুত। এদিকে জনকংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহৃত হওয়া সত্ত্বেও আগের সূচী অনুযায়ী আগামীকাল মন্ত্রিসভার বৈঠক বসছে।

জনকংগ্রেস দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা গিয়েছে যে, জনকংগ্রেস দল ওড়িশার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ত্যাগের যে সিদ্ধান্ত করেছে, তা অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা হবে।

ওড়িশার সহকারী মুখ্যমন্ত্রী

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

নির্বাচনের সময়

অন্যরাজ্য থেকে আরও পুলিশ আনানো হবে

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনের সময় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাজ্য সরকার অন্য রাজ্য থেকে আরও পুলিশ আনবেন।

রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে চূড়ান্ত হিসাব করা হয়নি। তবে ৭ জানুয়ারি জেলা শাসকদের প্রস্তাবিত বৈঠকের পর বোঝা যাবে কত পুলিশের প্রয়োজন হবে।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে এইরূপ আভাস পেয়েছেন যে, এবার যে সব প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ আসবে। সেক্ষেত্রে সকল প্রার্থীর নিরাপত্তার জন্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি শ্রীমৃণালকান্তি রায়কে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন বিভাগের সহকারী মুখ্য নির্বাচনী অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। শ্রীমলয় তালুকদারের মৃত্যুতে ওই পদটি খালি হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী রাজনীতি যেখানে ছিল সেখানেই আছে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতি সাতদিন আগে যেখানে ছিল এখনও সেইখানেই আছে। নব কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেসের জোট হচ্ছে হচ্ছে করেও চূড়ান্ত হচ্ছে না। ছয় পারটি জোটের খুব দ্রুত গতিতে এগোবার সুযোগ থাকলেও নানা কারণে তাঁরা ধীরে এগোচ্ছেন। আট পারটি জোট নিজেদের আলাপ আলোচনায় এখনও অত্যন্ত ব্যস্ত। এবং, আদি কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্যাটারনে এখানেও জনসংঘ ও এস এস পির সঙ্গে জোট বাঁধতে আগ্রহী হবেন কিনা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

নব কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেস আজ বুধবার আবার আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনায় বসবেন। প্রথমে দুই পারটির নেতারাই কাজ যত সহজ বলে মনে করেছিলেন এখন আর ততটা সহজ বলে মনে করছেন না। আসন ভাগাভাগি নিয়ে এখন বেশ একটু গণ্ডগোলই দেখা গিয়েছে।

বাংলা কংগ্রেস অধিকাংশ লোকসভা আসন নব কংগ্রেসকে ছেড়ে দিতে রাজি। কিন্তু তাবলে অধিকাংশ বিধানসভা আসন ছাড়তে রাজি নন। নব কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের বক্তব্য, আমরা এত বড় পারটি, আমরা কেন বিধানসভা আসনেরও অধিকাংশ পাব না?

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

রায়গঞ্জের গ্রামে ডাকাতের গুলিতে তিনজন নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি, ৫ জানুয়ারি—রায়গঞ্জ থানার কুকুরাজান গ্রামে এক দল ডাকাতের হাতে তিনজন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। গত রাত্রে ডাকাত দল গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে এঁদের মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় এক দল ডাকাত গ্রামের একটি বাড়িতে চড়াও হলে সংঘর্ষ বাধে। ডাকাত দল পরে নগদে ও সোনার গহনায় প্রায় আড়াই হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের ধূপগুড়ির সংবাদদাতাও এক তারবার্তায় এই খবর সমর্থন করেন।

শিক্ষক ছুরিকাহত

গতকাল দেবনগর স্কুলের সামনে এক দল অপরিচিত লোকের হাতে শ্রীনিলু মিশ্র নামে একজন শিক্ষক ছুরিকাহত হন। তাঁকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়, এ খবর আমাদের শিলিগুড়ি সংবাদদাতার।

তেলেঙ্গানা সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর সূত্র কার্যতঃ অগ্রাহ্য

হায়দরাবাদ, ৫ জানুয়ারি—তেলেঙ্গানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি গতকাল রাত্রিতে কার্যত সেই সূত্র অগ্রাহ্য করেছে; তবে মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ায় দরজা খোলা রেখেছে।

১৯৭২ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের দাবি মেনে নিতে অনুরোধ করে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির কার্য-নির্বাহক কমিটি একটি খসড়া-প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছে। গতকাল পর্যন্ত তিন দিন ধরে এই প্রস্তাবটি ক্রমাগত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মীমাংসার সূত্রে বলা হয়েছিল যে, তেলেঙ্গানা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত আইনসভার সদস্যগণের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন তাহলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হতে পারে।

প্রজা সমিতির এই খসড়া প্রস্তাবে

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

কলকাতায় পাতাল রেল সম্ভব / রুশী সুপারিশ

স্টাফ রিপোরটার

দেড় মাস অনুসন্ধানের পর রুশ বিশেষজ্ঞরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কলকাতায় পাতাল রেল সম্ভব। ১৪ জানুয়ারি দিল্লিতে রেল মন্ত্রীর হাতে তাঁরা তাঁদের রিপোরটটি পেশ করবেন।

তার আগে ১৩ জানুয়ারি রেল বোরডের সঙ্গে দিল্লিতে তাঁরা বিশদ কথাবার্তা বলে নেবেন। কলকাতায় পাতাল রেল সম্ভব কি না ১৬ নবেমবর থেকে রুশ বিশেষজ্ঞরা তাদের সমীক্ষা শুরু করেছেন।

কলকাতার মাটি পরীক্ষা করে রুশ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—মাটির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তাঁরা যা ভেবে এসেছিলেন আসলে কাজটি তার থেকে অনেক কঠিন। জলা জায়গা এবং বর্ষায় শহরে জল জমে যাওয়ায়ই সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই মাটির উপযোগী করে নির্মাণ কার্য চালানোর জন্য তাঁরা বিশেষ পদ্ধতি বাতলিয়েছেন এবং বলেছেন মাটি খুড়ে কাজ করার সময় খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এতে খরচাও বাড়বে।

কেন্দ্রীয় টিম রুশ বিশেষজ্ঞদের বলেছিলেন কাজ চালানোর সময় কলকাতার রাস্তা বন্ধ করা চলবে না। রুশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন কাজ চলার সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিকল্প রাস্তায় যানবাহন চালানোর ব্যবস্থা করতে পারলেই ভাল হয়। নাহলে মাটির নিচে কাজ চলবে—উপরে ঢাকা দিয়ে রাস্তা চালু রাখতে হবে। এতেও প্রতি কিলোমিটারে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ বেড়ে যাবে। সমস্ত পাতাল রেলের খরচা ধরা হয়েছে প্রতি কিলোমিটারে ছ কোটি টাকা।

এদিকে মেটরোপলিটান ট্রানসপোরট প্রজেকট উত্তর এবং দক্ষিণের মাটি পরীক্ষার কাজ এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য কলকাতারও এই কাজে হাত দিয়েছেন।

এই কেন্দ্রীয় টিম এপরিলে প্রাথমিক এবং ডিসেমবরের মধ্যেই চূড়ান্ত রিপোরট দেবেন বলে মঙ্গলবার আশা প্রকাশ করেন।

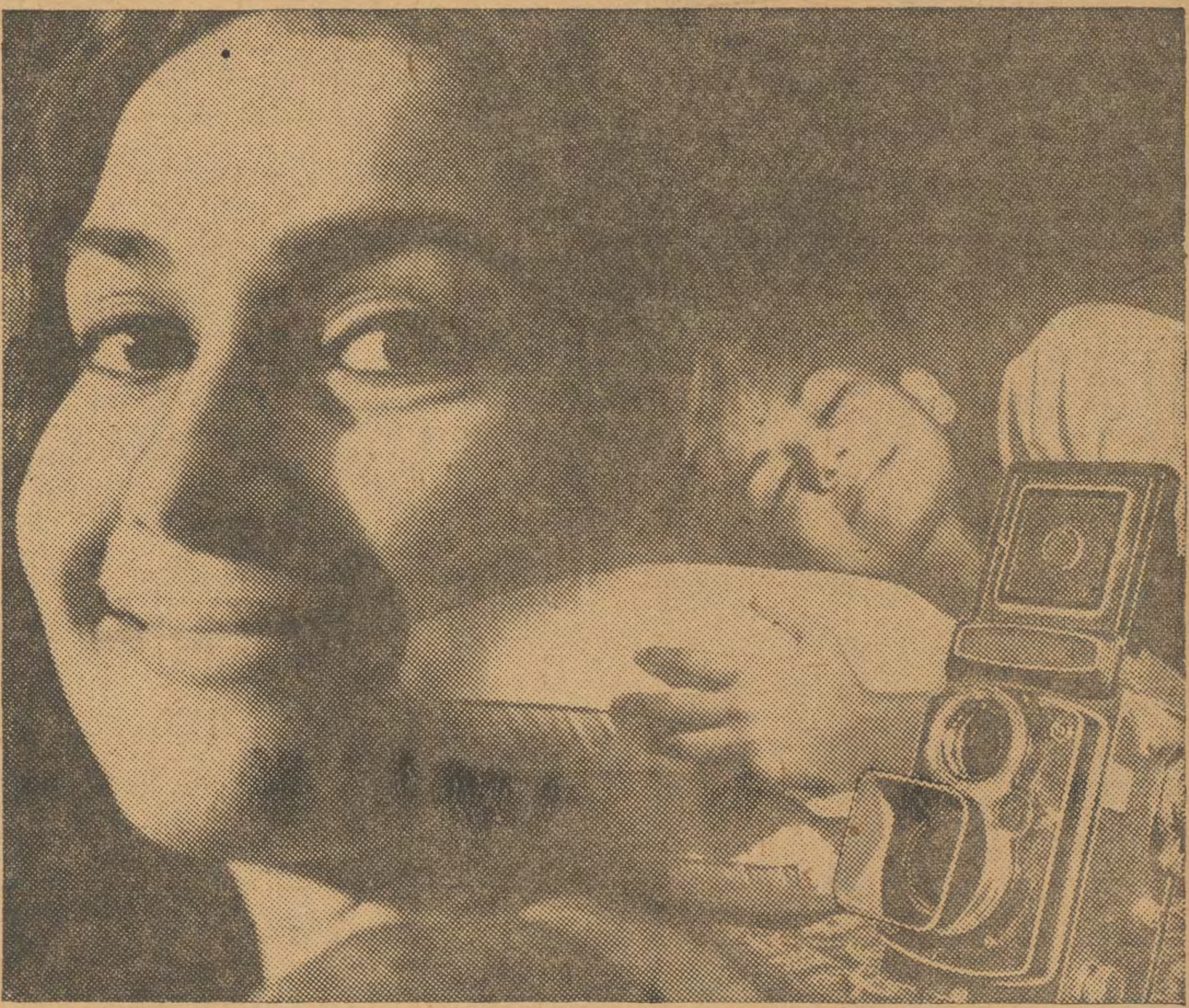

স্বপ্নের কি ফোটো তোলা যায়?

কেন যাবে না? ইন্দু রোল ফিল্ম, ৩৫ মি.মি. ক্যাসেট আর কাগজ দিয়ে আপনি স্বপ্নের মত সুন্দর সব ছবি তুলতে পারেন। কারণ, ইন্দুর পেছনে যে গুণমান নিয়ন্ত্রণের কারিগরি, তা স্বপ্ন দিয়ে তৈরী নয়—একেবারে বাস্তব নিপুণতা:

ইন্দু—ভারতের নিজস্ব

INDU

ফোটো • সিনে • এক্স-রে

হিন্দুস্থান ফোটো ফিল্মস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
ইন্দুনগর, উটাকামণ্ড-৫

FDSHPF 1465BN

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2288 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

কর্মখালি

ডিলিস গড়া মশলার জন্য প্যাকার্স/সেলস গার্ল চাই। পুলিনবাবু, ১৯৫/১ কাশীনাথ দত্ত রোড, বরাহনগর। (সি ৫৭৩১)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

একজন দর্শনশাস্ত্রে অনার্স বা এম এ এবং একজন বি এস-সি শিক্ষক প্রয়োজন। পরমানন্দপুর রমানাথ বিদ্যাপীঠ, পোঃ শীতলা পরমানন্দপুর, জেলা মেদিনীপুর। (৩৯১৭)

পাত্র চাই

নামকরা ব্রিটিশ ফার্মের অফিসারের গ্রাজুয়েট, সুশ্রী লাবণ্যবতী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (৫'-২") ১·৫৭ মিঃ একমাত্র কন্যার জন্য সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত ৩০।৩১ বৎসরের অকাশ্যপ গোত্রীয় পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮০৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৮৭)

বি এ পাঠরতা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (শাণ্ডিল্য) সুন্দরী ফর্সা পাত্রীর (বয়স ২৮) জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। সাক্ষাতেই কথাবার্তা বলিতে চাই। পি গোস্বামী, কেয়ার অফ ভি টি কলেজ, ১৫৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলি-১২, কোলে বাজারের বিপরীতে। (৩৯৮৩ এ)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

কর্পোরেশনের মধ্যে সাউথ সিঁথি রোডের উপর বিশ্বনাথ পার্কের পাশে ২ কাঠা ১২ ছটাক ৬ স্কোঃ ফুঃ কর্ণার প্লট সুলভে সত্বর বিক্রয় হইবে। পি সি জি কর্পোরেশন, ১৫৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলি-১২, কোলে বাজারের বিপরীতে। (৩৯৮৫ এ)

বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

ভাড়া—সম্পূর্ণ আলাদা দুই ঘরের ফ্ল্যাট। ১৬-জে ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯। (সি ৫৫৫৩)

ছোট পরিবারের জন্য দুই কামরার স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট চাই খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট অঞ্চলে। অফিসে ফোন করুন:—২২-৯৬৮১ বেনার্জী। (সি ৫৫৬৭)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

গত শনিবার বিকেলবেলায় ধর্মতলা স্ট্রীটে ফুল সোয়েটার হারিয়েছি, অনুগ্রহপূর্বক ফেরত দিলে পুরস্কৃত করব। ২৭এ & সি আমহার্স্ট স্ট্রীট (ক্রাউন বোর্ডিং)। (সি ৫৭৩৮)

মোটরকার ও লরী

কলিকাতার উত্তম রুটের লেল্যাণ্ড বাস বিক্রয় ৩৭ সীট ১৯৬৭। নূতন ইঞ্জিন টায়ার ব্যাটারি ও ব্রেক। এ কে দত্ত, ৭২বি পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা। ফোনঃ ৪৪-৫৩৯৮। (সি ৫৫৫৫)

পশু-পক্ষী

প্রচুর ডিমের জন্য পিওর বিলাতি ব্রীড লেগহর্ন আর আই আর ব্ল্যাক অস্টারলপ মুরগীর একদিনের সেক্সড স্ট্রেট্রান বাচ্চা বিক্রয় করিতেছি। সিলভার এগ পোলট্রী ফার্ম, ১৬/১ ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-২৬, ফোন—৪৭-০৫১৯। (সি ৫৭০৬)

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে—

গত বছর এই দিনটিতে আমরা তোমাকে হারিয়েছি। তোমার বিয়োগব্যথা আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি। আমাদের আশীর্বাদ করো তোমার আরব্ধ কাজ শেষ করতে পারি। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ। (সি ৫৬০৩)

শোক-সংবাদ

হাওড়া শালকিয়ার শ্রীঅবনীমোহন সরকার গত ১৪ই পৌষ, বুধবার বিকাল ৪-৫০ মিঃ ৬৯ বছর বয়সে নিত্যধামে গমন করেছেন। তিনি ধার্মিক দয়ালু সমাজসেবক ছিলেন। স্ত্রী, দুই কন্যা, দুই জামাতা, পাঁচটি নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। (সি ৫৮১৩)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টর্স ট্রেনিং সেণ্টার
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টর্স ট্রেনিং কোর্সে (উড অ্যাণ্ড মেটাল) ভর্তির জন্য দরখাস্ত প্রিন্সিপ্যালের অফিস, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পোঃ অঃ বটানিক গার্ডেন, হাওড়া-৩ কর্তৃক ৯ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। কোর্সটি ১-২-৭১ হইতে ৩১-৭-৭১ পর্যন্ত ছয় মাস কালের এবং ট্রেনিং সমাপনের পর শিক্ষার্থী মালটিপারপাস স্কুলে ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে নিয়োগের যোগ্য হইবেন। দরখাস্ত নির্ধারিত ফরমে করিতে হইবে; উক্ত ফরম যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা ও বেলা ১টার মধ্যে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অফিস, হাওড়া-৩ ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। দরখাস্তকারিগণকে অবশ্যই (১) স্কুল ফাইন্যাল বা ইহার সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং কোন স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনে বা কোন প্রখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠানে এক বৎসরের ট্রেনিং সাফল্যের সহিত সমাপন করিয়া থাকা চাই; অথবা (২) টেকনিক্যাল স্ট্রীমে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই। দরখাস্তকারিগণের ন্যূনতম বয়স ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে ১৮ বৎসর। শিক্ষার্থিগণকে ট্রেনিং কালে কোন টিউশন-ফী দিতে হইবে না।

১১(৪)আইপিআর/এ/৭১ (৩৮৮৩)

কনসেসনে ভর্তি চলিতেছে

টার্নার, ফিটার, ওয়্যারম্যান, ড্রাফটসম্যানসিপ, রেডিও ও মোটর মেকানিক ইত্যাদি যে কোন একটা কাজ হাতে-কলমে শিখিয়া মাসিক ২০০,—২৫০, টাকা উপার্জন করুন। মাসিক বেতন ১৫, টাকা। ভি টি কলেজ, ১৫৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলি-১২, কোলে বাজারের বিপরীতে। (৩৯৮৬ এ)

মাত্র ৩০, টাকায়

ট্রানজিস্টার রেডিও কী করিয়া তৈয়ারী করিতে হয় অথবা টেলারিং ৩ মাসে শিখিয়া শিক্ষান্তে মাসিক ২০০/২৫০, উপার্জন করুন। এই কনসেসনে মাত্র ৫০ জনকে ভর্তি করা হইবে। রয়েল কলেজ, ১২ ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ। শাখাঃ (১) ৮৭।২ বিধান সরণি (দর্পণার পাশে); (২) ৫ ধর্মতলা স্ট্রীট (প্রবেশপথ মতি শীল স্ট্রীট), দোতলায়; (৩) ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড (খিদিরপুর ব্রীজের পাশে) দোতলায়। (৩৯৮২ এ)

নির্ভুল ইংরাজী বলিতে

ও লিখিতে শিখুন। ব্যবসা/চাকুরী যাই করুন, উন্নতি করিতে হইলে ইংরাজী জানা একান্ত আবশ্যক। মাসিক ১০·৫০। টেলিফোন অপারেটিং ক্লাশেও ভর্তি চলিতেছে। রয়েল কলেজ, ১২ ডঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ, ৩৫-৬২৩০। শাখাঃ (১) ৮৭/২ বিধান সরণি (দর্পণার পাশে); (২) ৫ ধর্মতলা স্ট্রীট (প্রবেশপথ মতি শীল স্ট্রীট), দোতলায়; (৩) ১৪৩ সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড (খিদিরপুর ব্রীজের পাশে)। (৩৯৮৯ এ)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭০—৭১ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন ফ্যাকালটিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তির জন্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণও তাঁহাদের ফলাফল প্রকাশের পর ১০ দিনের মধ্যে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত করিবেন।

(ক) ফ্যাকালটি অফ সায়েন্সঃ (১) পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় দুই বৎসরের এম এসসি কোর্স; (২) গণিতে দুই বৎসরে এম এ/এম এসসি কোর্স। নিজ নিজ বিষয়ে অনার্স গ্র্যাজুয়েটগণ অগ্রাধিকার পাইবেন।

(খ) ফ্যাকালটি অফ আর্টসঃ অর্থশাস্ত্র, ইংরেজি সমাজবিজ্ঞান ও বাংলায় দুই বৎসরের এম এ কোর্স। নিজ নিজ বিষয়ে গ্র্যাজুয়েটগণ (অনার্স বাঞ্ছনীয়) ভর্তির যোগ্য। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সমাজবিজ্ঞান যাহার একটি অংশ এমন বিষয়ে অনুরূপ গ্র্যাজুয়েটগণও যোগ্য।

স্বয়ং আসিয়া নগদ ২, টাকা আদায় দিলে অথবা "দি ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণী"-কে প্রদেয় ২, টাকার রেখিত পোস্টাল অর্ডারসহ নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিটযুক্ত (২০ পয়সা) ১০"×৪" আকারের খাম পাঠাইলে রেজিস্ট্রারের অফিস, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া ঠিকানায় দরখাস্তের নির্ধারিত ফরম ও প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও মার্কশীটের যথাযথভাবে প্রত্যায়িত নকলসহ দরখাস্ত ফরম ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছা চাই। অসম্পূর্ণ দরখাস্ত ভর্তির জন্য বিবেচিত হইবে না।

স্বাঃ বি কে বিশ্বাস
অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
(৩৬১১)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

নন্দী অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ড্রাইভিং ইনস্টিটিউট; ১৯ চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ, কলিকাতা—১৩ ফোন ২৩-৮৯৪৩। ড্রাইভিং কোর্সে জানুয়ারী সেসনে ভর্তি চলিতেছে। ড্রাইভিং-এর সহিত হাতে কাজ শিখিবার সুযোগও দেওয়া হয়। সত্বর আবেদন করুন। (সি ৫৭১৭)

ক্লোয়বেল স্কুল : ১৯৫/১ কাশীনাথ দত্ত রোড, বরাহনগর। নার্সারী থেকে ৮ম শ্রেণী। বাংলা/ইংরেজী মিডিয়াম, ভর্তি চলিতেছে। (সি ৫৭৩০)

চাকুরী অথবা ব্যবসায়ে

উন্নতি করিতে হইলে ইংরাজীতে কী করিয়া কথা বলিতে/লিখিতে হয় শিখুন। অল্প লেখাপড়া জানা থাকিলেও শিখিতে পারিবেন। মাসিক বেতন ৮·৫০। ভি টি কলেজ, ১৫৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে বাজারে বিপরীতে, দোতলায়, শিয়ালদহ। (৩৯৮৪ এ)

তীর্থ ও প্রমোদ-ভ্রমণ

রবীন রায়ের পরিচালনায় লাক্সারী বাসে ৮।১।৭১ শান্তিনিকেতন, ম্যাশানজোড় তৎসহ বীরভূমে পঞ্চসতীতীর্থ ২৫, । ১৫।১।৭১ রাঁচি, নেতারহাট হুণ্ড্রুজোনা রাজরাপ্পা, হাজারিবাগ, বুদ্ধগয়া, গয়াধাম, রাজগীর, নালন্দা, পাওয়াপুরী, বৈদ্যনাথধাম ম্যাশানজোড় ইত্যাদি ৭০, শ্রী মা তীর্থ স্পেশ্যাল, ৬১ ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ—৪। (সি ৫৫৫২)

সর্বভারত তীর্থ দর্শন

(১) বিষ্ণুপুর — জয়রামবাটী — কামারপুকুর আহারাদি সহ—১৫, (২) ফ্রেজারগঞ্জ—১৭,—১০।১, (৩) গঙ্গাসাগর মেলা ১২।১৩ জানুয়ারী—৬৫, ৫৫, ৪৫, বুকিং চলিতেছে, ঘোষ স্পেশ্যাল, ৩৪, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলি-১, ফোন : ২২-৮৬৬৬ (সি ৫৫১৪)

টেণ্ডার

"টালির নালার উন্নতিবিধানের সহিত সম্পর্কিত নিম্নলিখিত স্থানসমূহে ঘাট পুনর্নির্মাণ ও ব্রিক ব্লক পিচিং মারফত টালির নালার সংরক্ষণমূলক কাজের" জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, আরবান ড্রেনেজ ডিভিঃ (আই অ্যাণ্ড ডবলিউ ডি), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সার্ভে বিল্ডিংস, সর্বোচ্চ তল, ৩৫ গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের আই অ্যাণ্ড ডবলিউ ডি-এর ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার এবং প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(২)-তে সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে : (ক) চেঃ ১২৪·০০ হইতে চেঃ ১২৭·০০; (খ) চেঃ ১২৭·০০ হইতে চেঃ ১৩০; (গ) চেঃ ১৪৭·০০ হইতে চেঃ ১৫০·৫০; (ঘ) চেঃ ১৫০·৫০ হইতে চেঃ ১৫৪·০০। বায়বরাদ্দ (প্রতি গ্রুপের জন্য) : ২,৫৬,২৬৭, টাকা। বায়নার পরিমাণ (প্রতি গ্রুপের জন্য) : ৫,১২৫, টাকা। প্রতি গ্রুপের জন্য কাজ শেষ করার সময় : চার মাস। প্রতি গ্রুপের জন্য প্রতি প্রস্থ বাবদ ১০, টাকা আদায় দিলে এবং আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্র এবং এই ধরনের কাজ সম্পাদনে অভিজ্ঞতা ও আবশ্যিক আর্থিক সঙ্গতি, সাজসরঞ্জাম ও অভিজ্ঞ কর্মচারী আছে কি না (বাহিরের ঠিকাদারদের ক্ষেত্রেই কেবল) সে সম্পর্কে পরিচয়পত্র পেশ করিলে সমস্ত কাজের দিন বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শনিবার বেলা ১টা পর্যন্ত) উপরোক্ত অফিসে বিস্তারিত টেণ্ডারের কাগজপত্র (টেণ্ডার ফরম সহ) ৭ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডার ৮ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত ও বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে।

৩৯৪২(২) আই পি আর/এ/৭০ (৩৮৮০)

টেণ্ডার

দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিঃ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
পোঃ অঃ দুর্গাপুর-৪, বর্ধমান

"নূতন ই-বি টাইপ কোয়ার্টার্সের জন্য স্ট্রীট লাইটিং সহ স্টীল পোলের উপর মিডিয়াম প্রেশার ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশন নেট-ওয়ার্ক সংস্থাপন" কাজের জন্য প্রকৃত, অভিজ্ঞ, সঙ্গতিপন্ন এবং এই বিশেষ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ সরকারী তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে কোম্পানির নির্ধারিত ফরমে সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। বায়বরাদ্দ : ২১,০৬০, টাকা; বায়নার পরিমাণ : টাঃ ৫২৬·৫০ পঃ। প্রদত্ত সময় : কাজের অর্ডার দেওয়ার তারিখ হইতে তিন মাস। হাল সময়ের আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র দেখাইলে ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন (শনিবার বাদে) বেলা ১০টা ও বিকাল ৪টার মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের অফিস, দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিঃ ঠিকানায় টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্রের প্রতি কপির জন্য অ্যাকাউণ্টস সেকশনে ১০, টাকা জমা দিতে হইবে। টেণ্ডার ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও বেলা ৩-১৫টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা অন্য যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে।

৩৯৯০(৩)আইপিআর/এ/৭০ (৩৮৮২)

"হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন এলাকার নিকট যানবাহন চলাচলের উন্নতিবিধানের সহিত সম্পর্কিত হাওড়া ট্রাম রোটারির দক্ষিণে ও ক্যালকাটা ট্রাম রোটারির পূর্বদিকে ফাস্ট ট্রাফিক লেন, ড্রেনেজ কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে ও সেগুলি নির্মাণের" জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, হাওড়া স্পেশাল রোডস ডিভিশন, পি ডবলিউ (স্পেশাল রোডস) ডিপার্ট, ৪র্থ তল, ৫৭ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৫ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য, সম্পত্তিপন্ন ও অভিজ্ঞ ঠিকাদার এবং বলবৎ রুল অনুযায়ী পি ডবলিউ ডিএর রেজিস্টার্ড ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(২)তে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। বায়বরাদ্দ : ৩,৮৫,১০৯, টাকা। বায়নার পরিমাণ (২% হিসাবে) : ৭,৭০২, টাকা। শেষ করার জন্য সময় : কাজ শুরু করার অর্ডার দেওয়ার তারিখ হইতে ছয় মাস। টেণ্ডার ৮ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ শুক্রবার বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেই দিনই খোলা হইতে পারে। যে সকল ফার্ম উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার অথবা পি ডবলিউ (স্পেশাল রোডস) ডিরেক্টরেটের ডিজাইন ও প্ল্যানিং সার্কেলের সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ারের সন্তোষবিধানের জন্য এই ধরনের কাজ সম্পাদনের সুপারিশপত্র পেশ করিতে পারিবেন তাঁহাদিগকে টেণ্ডারের কাগজপত্র ইসু করা হইবে। কাগজপত্র যে কোন কাজের দিন অফিস চলাকালে উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে দেখাও যাইতে পারে। অন্যান্য কাগজপত্রসহ নির্ধারিত টেণ্ডার ফরম হালসময় পর্যন্ত বৈধ আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখার পর সমস্ত কাজের দিন বেলা ১১টা ও বিকাল ৪টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১১টা ও বেলা ১টার মধ্যে) প্রতি প্রস্থ বাবদ ১০, টাকা আদায় দিলে উপরোক্ত অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। কোন ক্ষেত্রেই টেণ্ডার খোলার তারিখে টেণ্ডারের ফরম বিক্রয় করা হইবে না। ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণকে অন্য কোন ফার্ম বা ফার্মসমূহে সম বা সাধারণ স্বার্থ আছে কি না তাহা অবশ্যই ঘোষণা করিতে হইবে।

৩৯৮৯(৩)আইপিআর/এ/৭১ (৩৮৮১)

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড
টেণ্ডার নোটিস নং পি-৫/৭১

নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি সরবরাহ ও ডেলিভারির জন্য প্রস্তুতকারকগণ বা তাঁহাদের অনুমোদিত ডিলার/স্টকিস্ট এবং স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রির নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১।	গ্যালভানাইজড স্টীল অয়ার ৭/৩·২৫ মিমি ১১০ কেজি/ স্কোঃ মিমি কোয়ালিটি, ১৫৫২১৪১/১৯৬৮ অনুযায়ী	৩০০ কিমি	প্রতি ড্রাম ১·৬ কিমি দৈর্ঘ্যের অফেরতযোগ্য কাঠের ড্রামে জড়ান হওয়া চাই।

নিম্নবর্ণিতের শিরোনামে যথাযথভাবে "গ্যালভানাইজড স্টীল অয়ার সরবরাহের জন্য টেণ্ডার নোটিস নং পি-৫/৭১—দাখিলের শেষ তারিখ ১৪-১-৭১" কথাগুলি উপরোলিখিত সীলকরা খামে দুই প্রস্থে টেণ্ডার ১৪-১-৭১ তারিখ বিকাল ৫টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং পরবর্তী কাজের দিন বেলা ৩টায় ১, কে এস রায় রোড (৮ম তল) কলিকাতা-১ ঠিকানায় বোর্ডের অফিসে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে খোলা হইবে। টেণ্ডারদাতাদিগকে প্রস্তাবিত জি এস অয়ারের পূর্ণ কারিগরী বিবরণ দিতে হইবে অন্যথায় প্রস্তাব বিবেচিত হইবে না।

টেণ্ডারদাতাদিগকে দরপত্রের সঙ্গে "স্টেট ইলেকট্রিসিটি ফাণ্ড একাউণ্ট নং ১"-এর অনুকূলে আর বি আই চালানে অথবা কলিকাতার কোন সিডিউলড ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক ড্রাফটে টেণ্ডারের মূল্যের ১% বায়না হিসাবে জমা দিতে হইবে। বোর্ডের তালিকাভুক্ত সরবরাহকারিগণ অবশ্য বায়নার টাকা জমা দেওয়া হইতে রেহাই পাইবেন। প্রস্তাব ৬০ দিন পর্যন্ত বৈধও থাকা চাই।

কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার নিম্নবর্ণিতের রহিল।

আর. এন. মিত্র
সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার (এস অ্যাণ্ড পি)
(৩৯৯২ এ)

টেণ্ডার

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি
দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

কদমতলা বাস স্ট্যাণ্ডে ব্যবসা পত্তন এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। যে কোন ব্যক্তি বাৎসরিক প্রদেয় লাইসেন্সের টাকা উল্লেখ করিয়া দরপত্র দিতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী এবং নক্সা নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যে কোন অফিসের সময় প্রদর্শনের জন্য রাখা থাকিবে। সাধারণভাবে লাইসেন্স সর্বোচ্চ দরদাতাকে ৫ বৎসর মেয়াদে বিলি করা হইবে, তবে সর্ববিষয়ে এক্সিকিউটিভ অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। দখল লইবার পূর্বে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অর্ধ-বাৎসরিক ফি ও নিজ ব্যয়ে অঙ্গীকার-পত্র রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে হইবে এবং সিকিউরিটি হিসাবে ১০০০, টাকা জমা রাখিতে হইবে।

দরপত্রের সহিত ৫০০, টাকা আমানত জমার রসিদ যুক্ত করিয়া আগামী ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭১ সালের বেলা ৩টার মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত হইবে।

১৮-১২-৭০

আদেশানুসারে
স্বাঃ শ্রীপিনাকী গাঙ্গুলী
চীফ ইঞ্জিনীয়ার
(৩৯৯৪)

"কলিকাতায় একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর ব্যবস্থা"-এর জন্য টেণ্ডার ফরম ইস্যুর নিমিত্ত চীফ এঞ্জিনিয়ার, বেঙ্গল জোন, ফোর্ট উইলিয়াম, কলিকাতা-২১ কর্তৃক যথোপযুক্ত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত এম ই এস, পি ডবলিউ ডি, সি পি ডবলিউ ডি এবং রেলওয়ে ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে ১৬-১-৭১ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয়ঃ ১৬ লক্ষ টাকা। যে সকল ঠিকাদার এম ই এস-এর তালিকাভুক্ত নন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দরখাস্তের সহিত অন্যান্য বিভাগে তালিকাভুক্তির চিঠির নকল, আয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র এবং বিগত ২ বৎসরে তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত কাজের বিবরণ (যে সকল অফিসারের অধীনে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের পদমর্যাদা ও ঠিকানা উল্লেখে) দাখিল করিতে হইবে। সিই ইজি এমইএস, কলিকাতা-এর নিকট যে সকল ঠিকাদারের স্থায়ী জামিন নাই, তাঁহাদিগকে টেণ্ডারের সহিত বায়না হিসাবে ৪০,০০০, টাকা দিতে হইবে।

(৩৮০৩)

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট
১৯৭০-৭১ সালের টেণ্ডার নোটিস
নং ২৮

"২নং স্কীমে রাস্তাসমূহের কংক্রীট সারফেসিং" কাজের জন্য চেয়ারম্যান, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, ১৯, গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া কর্তৃক দুই প্রস্থে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় : ৪৯,৭১৫, টাকা। বায়নার পরিমাণ ও টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য যথাক্রমে ৯৯৫, টাকা এবং ৫, টাকা।

আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হাল সময়ের সার্টিফিকেট দেখাইলে হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট কর্তৃক অনুমোদিত প্রকৃত ঠিকাদারের নিকটই কেবল ২১-১-৭১ তারিখ বিকাল ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে। ২২-১-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে। (৩৯৯২)

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন
৪, রাজা এস সি মল্লিক রোড, যাদবপুর
কলিকাতা—৩২
টেণ্ডার আহ্বায়ক নোটিস

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন-এর জন্য যাদবপুর, কলিকাতা-৩২-স্থিত মেন বিল্ডিং-এর নিমিত্ত অভ্যন্তরীণ হোয়াইট ওয়াশিং পেণ্টিং ইত্যাদি ইত্যাদি কাজের নিমিত্ত ৫০,০০০, টাকা পর্যন্ত অথবা তদূর্ধ্ব ব্যয়ের কাজ সম্পাদনের জন্য রেজিস্টার্ড সি পি ডবলিউ ডি, রাজ্য পি ডবলিউ ডি, রেলওয়ে অথবা এম ই এস ঠিকাদারগণের নিকট হইতে এবং যে সব ঠিকাদার কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অথবা অন্যান্য সরকারী/আধা-সরকারী সংস্থার নিমিত্ত এই পরিমাণ অর্থের বিল্ডিং কার্যাদি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের অনুমিত ব্যয় ২২,০০০, টাকা এবং জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ৫৫০, টাকা।

টেণ্ডারের কাগজপত্র ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন-এর ডিরেক্টরের অনুকূলে রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারে ৫, টাকা (অ-ফেরতযোগ্য) আদায় দিলে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন-এর ডিরেক্টরের অফিস, ৪, রাজা এস সি মল্লিক রোড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট অফিসের বিপরীত পার্শ্বে, কলিকাতা-৩২ হইতে ৪-১-১৯৭১ তারিখ হইতে ১২-১-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত অফিসের সময়ে ইসু করা হইবে। যে সব ঠিকাদার টেণ্ডার ইসুকারী অফিসারের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিমত তাঁহাদের রেজিস্ট্রেশন, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহাদিগকে টেণ্ডার ইসু করা হইবে।

টেণ্ডার ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন, কলিকাতা-৩২ কর্তৃক ১৬-১-১৯৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ৩-৩০টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

ডিরেক্টর যে কোন অথবা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার বা অংশতঃ গ্রহণ করিবার অথবা কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া সর্বনিম্ন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন।

(৩৯৯০)

ব্যবসায়ী শিক্ষক সহ ৪ জন খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলেজ হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু সেখানে আর কিছুই করার ছিল না। পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীবাগড়ির সঙ্গে প্রচুর টাকা ছিল বলে অনেকে জানান। কিন্তু সে টাকা পাওয়া যায়নি। পুলিশের মুখপাত্র বলেন, শিবপ্রসাদবাবু যে কারখানায় গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁকে পাঁচ শ টাকার একটি ক্রস চেক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শ্রীবাগড়ির কাছে পুলিশ ওই চেকও পাননি।

দিনের বেলায় রাস্তার উপর একজন বৃদ্ধ এভাবে খুন হবার সংবাদে এই এলাকায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দ্রুত গুজব রটে যে, নিহত শ্রীবাগড়ি ছিলেন বাগড়ি মারকেটের অন্যতম মালিক। কিন্তু বিকালে লালবাজারে পুলিশের মুখপাত্র সাংবাদিকদের কাছে বলেন, ওই খবর ঠিক নয়। শ্রীবাগড়ি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ঘটনার পর পুলিশ কুকুরও যায়। কিন্তু রাত পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

নারকেলডাঙ্গায় যুবক খুন

এদিন বেলা সওয়া দুটো নাগাদ নারকেলডাঙ্গায় (ফুলবাগান) একটি পাটকলের কাছে এক যুবক ছুরিকাঘাতে খুন হন। পুলিশ এ সম্পর্কে দুজনকে গ্রেফতার করে।

টালিগঞ্জে যুবকের মৃতদেহ

এদিন সকালে যাদবপুর থানা এলাকায় টালিগঞ্জ কবরখানার কাছে শ্রীখোকন দাস (২২) নামে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এটি একটি খুনের ঘটনা বলে পুলিশের সন্দেহ। এ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

পুলিশসূত্রে বলা হয়েছে, শ্রীখোকন দাস ওরফে 'বুল্লার' বাড়ি নেতাজীনগর। তিনি সি পি এম সমর্থক। এদিন বেলা দশটা নাগাদ রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মাথায় ও দেহের কয়েক স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বহরমপুরে শিক্ষক খুন

বহরমপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সোমবার রাত ৮টায় মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠের বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রীকনককান্তি রায় মাথরাপাড়ায় তাঁর বাড়ির নিকট ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

তিনি একজন সি পি আই (এম) সমর্থক ছিলেন।

নারকেলডাঙ্গায় সংঘর্ষ, পুলিশের গুলি

স্টাফ রিপোর্টার আরও জানাচ্ছেন কলকাতায় মঙ্গলবার বিকাল পৌনে চারটায় নারকেলডাঙ্গায় এক সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ এক রাউনড গুলি চালায়।

পুলিশের মুখপাত্রের অভিযোগ, শীতলাতলা লেনে সি পি আই এম এবং যুব কংগ্রেস সমর্থক বলে বর্ণিত দু দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ আসে। অবস্থা আয়ত্তে আনতে গুলি ছোঁড়ে। এরপর বিবদমান দু পক্ষই ছত্রভঙ্গ হয়ে যান।

এর আগে এদিন বেলা সওয়া দুটা নাগাদ নারকেলডাঙ্গায় মহেশ বারিক লেন এবং শীতলাতলা লেনে সি পি আই এম ও ফরওয়ারড ব্লক সমর্থকরা এক সংঘর্ষে লিপ্ত হন।

পুলিশের অভিযোগ, বোমা এবং ইটপাটকেল পড়ে। পুলিশ এলে ১৭ বছরের এক যুবককে গ্রেফতার করে। একটি পাইপ গানও উদ্ধার করে।

সংঘর্ষ টালায়

এদিন দুপুরে টালা পোস্ট অফিসের কাছে দু দলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে।

পুলিশের অভিযোগ, এ 'লড়াই' চলে নকশালপন্থী এবং সি পি আই এম সমর্থকদের মধ্যে। বোমা এবং ইটপাটকেল পড়েছে অবাধে। পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাঁদের চারজন মেয়ে এবং একজন আট বছরের বালক।

বালিতে যুবক ছুরিকাহত

লিলুয়া থানা এলাকা থেকে এদিন শ্রীজয়প্রকাশ মিশির (২৬) নামে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাহত অবস্থায় হাওড়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীমিশির যখন পাঠকপাড়া দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনজন যুবক তাঁকে আক্রমণ করে বলে পুলিশ জানায়।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে হামলা

মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর কলকাতার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে কয়েক জন যুবক পেটরল বোমা নিয়ে হামলা করে এবং অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের অফিস ও ঘর তছনছ করে। তারা কাগজপত্রে আগুন দেয়, টেলিফোন ভাঙে এবং আসবাবপত্র নষ্ট করে। অধ্যাপকদের অফিসে একটি খুব পুরানো মানচিত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশসূত্রে বলা হয়, হামলাকারীদের সংখ্যা ৪—৫ জন ছিল। ওই সময় কলেজে ক্লাশ চলছিল। কলেজের অধ্যক্ষ জানান, ওই ঘটনার জন্য ৬ এবং ৭ জানুয়ারি কলেজ বন্ধ থাকবে। এটি নকশালপন্থীদের কাজ বলে পুলিশের সন্দেহ।

কনসটেবলের গুলিতে কনসটেবল আহত

মঙ্গলবার বিকালে হাওড়া পুলিশ হাসপাতালে জনৈক কনসটেবলের রিভলবার থেকে হঠাৎ একটি গুলি বেরিয়ে পড়ায় শ্রীসরোজ রায়চৌধুরী (২৬) ও শ্রীরাধাপদ মাইতি (২৬) নামে দুজন কনসটেবল আহত হন। শ্রীরায়চৌধুরীকে হাওড়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়। শ্রীমাইতিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরায়চৌধুরী পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন রোগী। তাঁর ডান পায়ে প্লাসটার বাধা। এদিন বিকালে কনসটেবল শ্রীনিত্যানন্দ পাল ও শ্রীমাইতি শ্রীরায়চৌধুরীকে দেখতে যান। দেখাশুনার পর নাকি রিভলবারের কথা উঠে এবং শ্রীপাল তাঁর রিভলবারটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকেন। এই নাড়াচাড়ার সময় হঠাৎ একটি গুলি বেরিয়ে শ্রীরায়চৌধুরীর পায়ের প্লাসটারটি এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। এবং শ্রীমাইতিকেও সামান্য আহত করে। কারোর আঘাতই তেমন গুরুতর নয় বলে ডঃ এস কে দে জানান।

বালক নিখোঁজ

সিঁথি কালীচরণ ঘোষ রোড এলাকা থেকে মারিয়া শী নামে ৮।৯ বছরের একটি বালক রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে। ছেলেটি বাংলা ওড়িয়া মিশিয়ে কথা বলে। ৫৫।৫৫, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০ থেকে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওই খবর দিয়েছেন। কদিনের গণ্ডগোলের দরুন ছেলেটি কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়ে থাকতেও পারে বলে তাঁর আশা; সেজন্য খোঁজ চেয়েছেন।

বরাহনগর পূর্বাঞ্চল বনধ

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, সি পি আই-এর ডাক এদিন বরাহনগর পূর্বাঞ্চল বনধ পালন করা হয়। বরাহনগর সি পি আই লোক্যাল কমিটির পক্ষে শ্রীশিব ভট্টাচার্য জানান, বাদল দাসের হত্যার প্রতিবাদে এবং বারলপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের অপসারণের দাবিতে বনধ ডাকা হয়। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত দুটি রুটের বাস, দোকানপাট, বাজার বনধ ছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, বনধ আংশিক হয়েছে। ১৪৪ ধারা এখনও বলবৎ রয়েছে।

বোমার আঘাতে আহত

বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে শ্রীমতী অলোকা শিকদার (১৭), শ্রীমতী উমারানী ঘোড়া (২০), শ্রীমতী অমিতারানী দাস (১৫), শ্রীভাজনকুমার ঘোষাল (৮) ও শ্রীমতী উষারানী ঘোড়া (১২) আর জি কর হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন।

হাওড়ায় এ পর্যন্ত ৪০৯ জন নকশালপন্থী গ্রেফতার

হাওড়া পুলিশ গত ছ মাসে হাওড়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৪০৯ জন নকশালপন্থীকে গ্রেফতার এবং ১৪টি গ্রেনেড, ২২৭টি তাজা বোমা, ৪টি রিভলবার, ১৬টি পাইপ গান, ৩০টি কারতুজ এবং ৩১ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে বলে হাওড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীস্বরূপ মুখার্জি জানান।

টেণ্ডার

বিল্ডিং-এর মালমশলা ও পাইপ ফিটিংস সরবরাহের জন্য ডিরেক্টর, জুওলজিক্যাল গার্ডেন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক ১২-১-৭১ তারিখের মধ্যে নগদ বায়নার টাকা সহ সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। বিবরণাদি জু-অফিসে পাওয়া যাইবে। (৩৯১৫)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

স্যানিটারি ও প্লাম্বিং দ্রব্যাদির স্টক পারচেজের নিমিত্ত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

বায়না হিসাবে ২,০৫৫, টাকা ১৯ জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

প্রতি প্রস্থ বাবদ ২, টাকা আদায় দিয়া কলিকাতা-১২ অধীন পি-১৬, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশনস্থিত ট্রাস্টের অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

টেণ্ডারের কাগজপত্র কেবল সেই সকল ঠিকাদারকে ইস্যু করা হইবে, যাঁহারা এই লাইনের কাজে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা উল্লেখে দরখাস্তক্রমে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চীফ এঞ্জিনিয়ারের অনুমতি লাভ করিবেন।

কাজের নাম উপরে লিখিত সীল-করা খামে দুই প্রস্থে টেণ্ডার অবশ্যই ২০ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টার মধ্যে সেক্রেটারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ডি. এস. সি. বোনার্জি
চেয়ারম্যান
(২৯৪০)

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (এগ্রিইরিগেশন), সেণ্ট্রাল ডিভিশন, বর্ধমান— বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, অনিবার্য কারণবশতঃ বর্ধমান জেলায় পাম্প হাউস এবং স্টাফ কোয়ার্টার্স মেরামতের জন্য টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ (২৮-১২-৭০ তারিখের পরিবর্তে) ১১ জানুয়ারী, '৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐদিন বেলা ৩টায় টেণ্ডার খোলা হইবে। ৯ জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডার ফরম ইসু করা হইবে। অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত রহিল।

৩৪(২)আইপিআর/এ/৭১ (৩৯৯৯)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে যে কোন স্থানে ট্রাস্ট স্টোরসে ১৫০ মি মি (৬") ব্যাসের ডবল সকেটকরা স্লুইচ ভাল্ব সরবরাহ ও ডেলিভারির জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

বায়না হিসাবে ৫৪০, টাকা অবশ্যই ১৪-১-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে জমা দিতে হইবে।

প্রতি প্রস্থ বাবদ ২, টাকা আদায় দিয়া পি-১৬, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনসন, কলিকাতা-১২ ঠিকানাস্থ ট্রাস্টের অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

যে সমস্ত ঠিকাদার এই ধরনের কাজে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা উল্লেখে দরখাস্তক্রমে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চীফ এঞ্জিনিয়ারের অনুমতি লাভ করিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে।

কাজের নাম উপরে লিখিত সীলকরা খামে দুই প্রস্থে টেণ্ডার অবশ্যই ১৫-১-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ডি এস সি বোনার্জি,
চেয়ারম্যান।
(২০০৬)

পরলোকে নয়নানন্দ দাশগুপ্ত

স্টাফ রিপোর্টার

প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীনয়নানন্দ দাশগুপ্ত সোমবার রাত্রে পারক-সারকাসে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বছর। তিনি এক মেয়ে, নাতিনাতনি, কয়েক ভাইবোন এবং বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন আগে গত হন।

মঙ্গলবার কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শ্রীদাশগুপ্তের মৃত্যুর খবর জানার পর সাংবাদিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। সাংবাদিক এবং বিশেষ করে রিপোরটারদের কাছে তিনি সাধারণভাবে 'বড়দা' নামে পরিচিত ছিলেন। সদা বিনয়ী ও হাসিখুশি 'বড়দা' সকলের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

ত্রিশ বছরেরও বেশি দিন ধরে তাঁর সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। স্নাতক হওয়ার পর প্রথম জীবনে কিছুদিন তিনি ব্যবসা করেন। তারপর এক ব্যবসায়ীর একান্ত সচিবের কাজ করার পর ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে 'এ্যাডভান্স' পত্রিকায় রিপোরটার হিসাবে যোগ দেন। কলকাতা হাইকোর্টেও রিপোরটারের কাজ করেন। সেই সময় ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মমালার রিপোরট করে বেশ নাম করেন। চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে 'হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড' পত্রিকায় রিপোরটার হিসাবে যোগ দেন। এবং দীর্ঘদিন পর প'য়ষট্টি সালে অবসর গ্রহণ করেন। এই পত্রিকায় বহুদিন ধরে কলকাতা করপোরেশনের নানারকম সংবাদ পরিবেশন করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন।

মঙ্গলবার উত্তর ও মধ্য কলকাতায় অনেক জায়গায় জল পাওয়া যায়নি

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার বিকালে কলকাতার উত্তর এবং মধ্য অঞ্চলের অনেক পাড়ায় একদম পানীয় জল পাওয়া পাওয়া যায়নি।

টালায় ঘণ্টায় কুড়ি লাখ গ্যালন জল সরবরাহকারী একটি বড় পাম্প মেরামতের জন্য জল সরবরাহ কম হবে বলে পৌর সংস্থা জানিয়েছেন। কিন্তু একদম জল বন্ধ হবে এটা কেউ ভাবেনি বলে বিপন্ন হয়েছেন বহু গৃহস্থ। বিকল্প কোনও জরিবর জলেরও ব্যবস্থা রাখেননি পৌর সংস্থা।

তবে রাত্রের মধ্যেই মেরামতের কাজ শেষ হবে এবং বুধবার যথারীতি জল পাওয়া যাবে বলে জল বিভাগের একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার শ্রীশ্যাম পাল রাত্রে জানান।

হুগলিতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

হুগলি জেলা শাসক এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা এখন থেকে ওই জেলায় ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। মঙ্গলবার সরকারি প্রেসনোটে এই খবর জানান হয়।

চিত্তরঞ্জনে ছাত্র গ্রেফতার

আসানসোল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন সোমবার চিত্তরঞ্জন এলাকায় আসানসোলের একটি কলেজের ছাত্র শেখর চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। চিত্তরঞ্জনের দুটি খুন সম্পর্কে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ বলে, শেখর চক্রবর্তী নকশালপন্থী।

সি পি আই (এম) পরিচালিত ইউনিয়নের এক ধর্মঘট ডাকার পর সোমবার আসানসোলের নিকট ঘুসিক মুশিলা কোলিয়ারি এলাকায় দুজন লোক বোমায় আহত হন এবং অন্য তিন জনকে মারধর করে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। পুলিশ আটক ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং তিনটি ঘটনায় তিনজন সি পি এম সমর্থককে গ্রেফতার করে।

বক্রেশ্বর ধামে ব্যবসায়ী আক্রান্ত

দুবরাজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সোমবার বক্রেশ্বর ধামে রানীগঞ্জের জনৈক ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবারের লোকজন কয়েকজন দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হন। পরিবারের দুজন আহত হয়েছেন, একটি ট্যাকসি ক্ষতিগ্রস্ত এবং কিছু জিনিসপত্র লুঠ হয়। দুবরাজপুর পুলিশ দুজন দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করেছে।

পানডুয়ায় বনধ
নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ৫ জানুয়ারি—তিনজন সি পি এম কর্মী ও একজন এস এফ বি কর্মীকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধ আইনে গ্রেফতার ও দুই দলের কর্মীদের মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি চারজের প্রতিবাদে আজ পানডুয়ায় যে বনধ ডাকা হয়েছিল, তা সফল হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

পুলিশ মহল থেকে বিপরীত কথা বলা হয়। অর্থাৎ বনধ একেবারেই সফল হয়নি। দোকানপাট সবই খোলা ছিল। কেবল বাস চলাচল করেনি।

কুমারটুলিতে সি পি এম নকশাল সংঘর্ষ

মঙ্গলবার বিকালে কুমারটুলিতে সি পি এম ও সি পি (এম-এল)-এর সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। এ সম্পর্কে শ্যামপুকুর পুলিশ নয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তাঁদের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে তিনজন কনসটেবল আহত হয়। একটি পুলিশ ট্রাকের উপরও বোমা ছোড়া হয়।

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

টেবিল টেনিস টেসটে জাপান পরাজিত—তবে

আমেদাবাদ, ৫ জানুয়ারি—তৃতীয় টেবিল টেনিস টেসটে আজ ভারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জয়পালকে ৫—৪ খেলায় পরাজিত করেছে। তবে এই জয়ে ভারতের গৌরব নেই। কেননা, জাপানের টি গিসি শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনটি ম্যাচ খেলতে পারেননি, তিনটি ম্যাচই ছেড়ে দিয়েছেন। যে ৬টি ম্যাচ খেলা হয়েছে তাতে জাপান ৪টি ম্যাচ জিতেছে। আজকের টেসট খেলা হয় গুজরাট স্পোরটস ক্লাবে।—পি টি আই

সি ই এস সি—ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতা

সি ই এস সি স্পোরটস ক্লাবের বার্ষিক ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতা ওয়াই এম সি এতে ৬ ও ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

সাতের নামতা — গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

নক আউট ক্রিকেট

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার ময়দানে সিনিয়র সি এ বি নক আউট ক্রিকেটের দ্বিতীয় রাউনডে দুইটি খেলা আরম্ভ হয়েছে।

ওয়াই এম সি এ মাঠে এলবারট স্পোরটিং ও ইসটারন রেলের খেলায় এলবারট প্রথমে ব্যাট করে ১৪৩ রানে ইনিংস শেষ করে। ইউ ব্যানারজি ৬৫, এ মল্লিক ৫৭ ও কে বিশবাস ১৬ রানে ৩টি করে উইকেট পান। ইসটারন রেল এর উত্তরে বিনা উইকেটে ৭৪ রান সংগ্রহ করে। পি নন্দী ৫২ ও অর মুখার্জি ১৪ রানে নট আউট আছেন।

রাজস্থান মাঠে ইয়ং বেঙ্গল ও রাজস্থানের খেলায় ইয়ং বেঙ্গল প্রথমে ব্যাট করে ১৬৩ রানে ইনিংস শেষ করে। আর চক্রবর্তী ৩৬, ডি রায় ২৭ ও অর ঘোষ ২০ রান করেন। আর রায় ৪২ রানে ৪ উইকেট পান। রাজস্থান এই রানের উত্তরে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেটে ৪৫ রান করে। সুজিত বসু ২১ নট আউট ও এম সি রাজাগোপাল ২৫ রানে ২ উইকেট পান।

বুধবারের ক্রিকেট খেলা

সিনিয়র নক আউট

এলবারট স্পোরটিং : ইসটারন রেল (দ্বিতীয় দিন); ইয়ং বেঙ্গল : রাজস্থান (দ্বিতীয় দিন); হাওড়া ইউনিয়ন : একসেলসিয়ারস; মিলন সমিতি : হাওড়া স্পোরটিং (দ্বিতীয় দিন)।

জুনিয়র নক আউট

ক্যালঃ পুলিশ : জোড়াবাগান
ন্যাশনাল এ সি : মোহনলাল

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই টুথপেস্ট—নিম।

নিম টুথপেস্ট শুধু আপনার দাঁত পরিষ্কারই করে না। নিমের হিতকর বিশেষ দ্রব্যগুণ দাঁত শক্ত করে, মাড়িকে রোগের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচায়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে শ্বাস-প্রশ্বাসে এনে দেয় মিষ্টি সুবাস।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী।

IPB/NTP/1-70 81

ইসট বেঙ্গলও রোভারস সেমিফাইনালে

সালগাওকার মোহন বাগানের সঙ্গে খেলবে

বোমবাই, ৫ জানুয়ারি—প্রায় ত্রিশ গজ দূর থেকে পিন্টু চৌধুরীর দর্শনীয় সটের একটি গোলে টাটা স্পোরটস ক্লাবকে পরাজিত করে গত বারের বিজয়ী ইসট বেঙ্গলও আজ রোভারস কাপের সেমি ফাইনালে উঠেছে। গতকাল সেমিফাইনালে উঠেছে মোহনবাগান। সেমিফাইনালে ইসট বেঙ্গলকে হয় গোয়ার ডেমপো স্পোরটস ক্লাবের সঙ্গে না হয় মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্রর সঙ্গে খেলতে হবে।

ইসট বেঙ্গল ও টাটা স্পোরটস ক্লাবের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার আগে অপর কোয়ারটার ফাইনালে গোয়ার সালগাওকার স্পোরটস ক্লাব মীমাংসাসূচক পেনালটি কিকের নূতন নিয়মে জলন্ধরের বরডার সিকিউরিটি ফোরসকে ৩—২ গোলে পরাজিত করে সেমিফাইনালে ওঠে। সালগাওকার ক্লাব এখন সেমিফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

সালগাওকার ও বরডার সিকিউরিটির প্রথম দিনের খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। আজ অতিরিক্ত সময় খেলানো সত্ত্বেও গোল না হওয়ায় মীমাংসাসূচক পেনালটি কিকের নিয়ম প্রয়োগ করা হয়। পাঁচটি পেনালটি থেকে সালগাওকার তিনটি ও বরডার সিকিউরিটি দুটি গোল করে।

দ্বিতীয় খেলায় গতবারের রোভারস বিজয়ী এবং কলকাতার চ্যাম্পিয়ন ইসট বেঙ্গলের সঙ্গে টাটা স্পোরটস দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যদিও ইসট বেঙ্গলের প্রাধান্য সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল না। এবং গোলের সুযোগে ইসট বেঙ্গলের ছিল অনেক বেশী। ৮১ মিনিটের সময় অর্থাৎ খেলা শেষ হবার ৯ মিনিট আগে ত্রিশ গজ দূর থেকে করা পিন্টু চৌধুরীর সুতীব্র সবট পোসটে লেগে গোলে ঢোকায় খেলার জয়পরাজয় নিষ্পত্তি হয়। টাটার গোলরক্ষক আন্দিয়া, যিনি আজ খুব ভাল খেলেছেন তিনি বল প্রতিরোধের কোন সুযোগ পান না।

ওই গোলের আগে ইসট বেঙ্গলের হাবিব, শান্ত মিত্র এবং অশোক চ্যাটার্জি গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। শান্তর সবট পোসটে লেগে বাইরে যায়।

ইসট বেঙ্গল—থঙ্গরাজ; শান্ত মিত্র, সুধীর কর্মকার, নাইম ও এস ভট্টাচার্য (কে গুহ); পি সিংহ ও পিন্টু চৌধুরী; পি দে, হাবিব, অশোক চ্যাটার্জি ও শ্যাম থাপা।

টাটা স্পোরটস—আন্দিয়া; ভারগিস, টি পেরেরা, আলমিডা ও গামরে; ভ্যালেরিয়ান ও ই গোমেস; কে হোসেন, এস ডিক্রুজ, মারতো প্রেসিয়াম ও টনি মারটিন।

রেফারি—ইক্রাম-উল-হক।

সুনীল গাভাসকার

সুনীল গাভাসকারের ৩২৭ রান বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে রেকর্ড

পুনা, ৫ জানুয়ারি—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের পশ্চিমাঞ্চলের সেমিফাইনালে বোমবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুনীল গাভাসকার আজ দক্ষিণ গুজরাটের বিরুদ্ধে ৩২৭ রান করে ১২ বছরের পুরনো রেকরড ভেঙ্গে দিয়েছেন।

১২ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অজিত ওয়াদেকার ৩২৪ রান করে যে রেকরড করেছিলেন সুনীল গাভাসকার আজ তা ভেঙ্গে দিলেন। শুধু তাই নয়, প্রকাশ নায়েক ও গাভাসকারের দ্বিতীয় উইকেট জুটির ৩৪০ রানও নতুন রেকরড। দ্বিতীয় উইকেটে এই রেকরডের অধিকারী ছিলেন ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়ন্তীলাল ও মহেশ্বর সিং। দু' বছর আগে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা দ্বিতীয় উইকেটে ২৭৬ রান করেছিলেন।

দক্ষিণ গুজরাটের প্রথম ইনিংসের ২১৯ রানের উত্তরে বোমবাই বিশ্ববিদ্যালয় ৩ উইকেটে ৪৯৫ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় দক্ষিণ গুজরাট বিনা উইকেটে ১১ রান তুলেছে। খেলার একদিন বাকি।

সুনীল গাভাসকার ৩২৭ রানের মধ্যে একটি ওভার বাউনডারি ও ৫৪টি বাউনডারি মেরেছেন।

আরও বলবার কথা, গাভাসকার এর আগে গুজরাটের বিরুদ্ধে ২২৬ এবং ভূপালের বিরুদ্ধে ৯৯ রান করেছেন। নায়েক গুজরাটের বিরুদ্ধে নট আউট ১০০ ও ভূপালের বিরুদ্ধে ১৫৪ রান করেছেন। নায়েকের উপর্যুপরি তৃতীয় সেনচুরি। —পি টি আই

স্কুল ক্রিকেট

ক্লিনটনের অপরাজিত ৮৯ রান

জামসেদপুর, ৫ জানুয়ারি—ইংলিশ স্কুল বয়েজ ক্রিকেট দল বনাম পূর্বাঞ্চল স্কুল দলের তিনদিনব্যাপী ক্রিকেট খেলার দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের ১০৬ রানের উত্তরে ইংলিশ স্কুল বয়েজ ৭ উইকেটে ২০৪ রানে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। পূর্বাঞ্চল স্কুল বয়েজ দল চা পানের বিরতির পর ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না হারিয়ে ১৪ রান তোলে। দেখান। —পি টি আই

মহমেডান স্পোরটিং ৫-০ গোলে বিজয়ী

দিল্লি অফিস

৫ জানুয়ারি—আজ ডুরানড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় কলকাতার মহমেডান স্পোরটিং সহজেই দিল্লির প্রেসিডেনট এসটেটকে ৫—০ গোলে হারিয়ে প্রি-কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। প্রথমার্ধে মহমেডান ৩—০ গোলে এগিয়ে ছিল।

শুরু থেকেই মহমেডান স্পোরটিং তীব্র আক্রমণ শুরু করে। প্রেসিডেনট এসটেটের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা বিপক্ষের আক্রমণের বেগ সামাল দিতে না পেরে কায়িক শক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও মহমেডান প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে যায়। দাদাভুল্লা একক প্রচেষ্টায় প্রথম গোল করার পর সেনটার ফরোয়ারড খলজি উপর্যুপরি দুটি গোল করেন ৩—০। এর পর একটি সহজ গোলের সুযোগ হারানোর ফলে খিলজির হ্যাট-ট্রিকের সুযোগ হাতছাড়া হয়।

এরপর এনটনি এমবরোজের কাছ থেকে বল পেয়ে বিমান লাহিড়ী চতুর্থ গোল করেন ৪—০। খেলার শেষ দিকে লেফট আউট সরদার খাঁ দর্শনীয় সটে দলের পঞ্চম বা শেষ গোল করে সকলের প্রশংসাভাজন হন ৫—০।

বুধবারের খেলা

বি এন আর : এ জি ও আর সি (বাঙ্গালোর)

বিশ্ব কাপ হকি

ভারতের ২৩ জন খেলোয়াড় মনোনীত

চণ্ডীগড়, ৫ জানুয়ারি—লাহোরের বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষ সমর্থনের জন্যে খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটি প্রাথমিকভাবে ২৩ জন খেলোয়াড়কে মনোনীত করেছে। ১২ জানুয়ারি থেকে জলন্ধরে এক শিক্ষা শিবির পরিচালিত হবে ও তারপর চূড়ান্তভাবে ১৮ জন খেলোয়াড়কে বিশ্ব কাপ খেলার জন্যে নির্বাচিত করা হবে। ব্যাংককের এশিয়ান গেমস হকিতে ভারতের পক্ষে যে ১৮ জন খেলোয়াড় খেলেছিলেন তাঁদের সকলকেই এই মনোনীত দলে রাখা হয়েছে।

গোলঃ—সি পেরেরা (বোমবাই), চারলস (পানজাব), সতীন্দ্র পাল (রেলওয়ে)।

ফুল ব্যাকঃ—বিনোদ কুমার (পানজাব), মেজর সিং (পানজাব), ডি সালদানা (বোমবাই) মুখবেন সিং (রেলওয়ে)।

হাফ ব্যাকঃ—কৃষ্ণমূর্তি (মাদরাজ), অজিত পাল (পানজাব), বলবীর সিং (সারভিস), এ এস ঘুম্যান (সারভিস), হারমিক সিং (পানজাব), মুস্তাফা (সারভিস) ও উত্তিয়া (সারভিস)।

ফরোয়ারডঃ—গণেশ (সারভিস) বলবীর সিং (রেলওয়ে), রাজিন্দর (বিশ্ববিদ্যালয়) অশোক কুমার (বাংলা), গোবিন্দ (বাংলা), কুলবন্ত সিং (পানজাব), মদনলাল (সারভিস), হরচরণ সিং (পানজাব) ও সাহিব নুর (ভূপাল)।

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতা

জব্বলপুর, ৫ জানুয়ারি—ভারতীয় ব্যাডমিনটন এসোসিয়েশনের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ৮ ফেবরুয়ারি থেকে ১৮ ফেবরুয়ারি জব্বলপুরে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতার খেলা হবে। মধ্যপ্রদেশ ব্যাডমিনটন এসোসিয়েশনের সম্পাদক এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বোমবাইতে ও গোরক্ষপুরে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক খেলা হবে। এই সব খেলায় জাপান, ইনদোনেশিয়া, থাইল্যানড ও মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করবেন।

বারডস স্পোরটস ক্লাবের টেবল টেনিস

বারডস স্পোরটস ক্লাবের টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা ৬ জানুয়ারি বুধবার বারড হিলজারসের হেড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। খেলার শেষে বারড হিলজারস গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রাণ প্রসাদের সভাপতিত্বে শ্রীমতী সোনি প্রাণ প্রসাদ পুরস্কার বিতরণ করবেন।

পূর্বাঞ্চল ক্রিকেট দল বুধবার বোমবাই যাচ্ছে

দলীপ ট্রফির ফাইনাল খেলার জন্য পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মঙ্গলবার বোমবাই যাত্রার কথা থাকলেও মঙ্গলবারের পরিবর্তে খেলোয়াড়েরা বুধবার যাত্রা করবে বলে সি এ বির সম্পাদক শম্ভু পান জানিয়েছেন। দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দলীপ ট্রফির ফাইনাল বোমবাই-এর ব্রাবোরন স্টেডিয়ামে ৯ থেকে ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

ট্রু-টোন

দুনিয়ার সব চেয়ে বড় চুলের কলপ নির্মাতার তৈরী

পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী চুলের কলপ

চুল পেকেছে ব'লে আপনার যৌবনে বৃদ্ধত্বের ছায়া কেন পড়তে দেবেন? ভাববেন না, এখন চুলকে সহজেই আবার তরুণ করা যায়। ব্যবহার করুন আন্তর্জাতিক গুণমানে তৈরী চুলের কলপ ট্রু-টোন। ট্রু-টোন লাগাতে সহজ আর চুল ক'রে তোলে উজ্জ্বল ও মসৃণ। ট্রু-টোন সমভাবে সব জায়গায় লেগে থাকে, দ্রুত ফল দেয় আর চুলে লাগাবার পর বহু বার মাথা ধুলেও ট্রু-টোন ফিকে পড়ে না বা রঙ বদলায় না। চুলের রঙ এমনি স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে যে কেউ ধরতে পারবে না আপনার চুলে পাক ধরেছে।

ট্রু-টোন হচ্ছে দুনিয়ার সব দেশের সব রকম চুলের ওপর শ্রমসাধ্য গবেষণা ও পরীক্ষার ফলশ্রুতি।

পাওয়া যায় বড় ও মাঝারি দুটি আকারে।

হেলীন কার্টিস
জে. কে. হেলীন কার্টিস লি.-এর তৈরী

ARMS HC 370 Ben

এ হচ্ছে অজয়

ক্লাসের মনিটর, ব্যাটিংএ দারুণ হাত
সব সময় চটপটে চঞ্চল

আসল জিনিষটি ওর চাই!

অজয়ের সবুর সয় না, অজয়ের বলা—আমি বাবার মত বড় হয়ে নিই।
ওর ইচ্ছে, চটপট বড় হবে, সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে, সব কিছুতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠবে সে।
অজয়ের মা তাই তো ওকে রোজ হরলিক্‌স খেতে দেন।
হরলিক্‌সই হ'লো আসল জিনিষ।
হরলিক্‌সের ওপর ওর মায়ের অগাধ বিশ্বাস, তার কারণ হরলিক্‌স বাড়তি পুষ্টি আর প্রয়োজনীয় প্রোটিন যুগিয়ে ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত শরীর গ'ড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে।
খাঁটি গরুর-দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই হরলিক্‌সের এত গুণ।
মায়েরা হরলিক্‌স পেলে আর কিছু চান না। ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্‌স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।
রোজ হরলিক্‌স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।
হরলিক্‌স সত্যিকারের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্‌স' হ'লো আসল জিনিষ

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বুধবার, ২১ পৌষ, ১৩৭৭

দিনের বাণী

তিনি তো কেবল আমাদের বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি; তিনি আমাদের আপন। তিনি যদি আমাদের আপন না হতেন তা হলে সংসারে কেউ আমাদের আপন হত না, তা হলে আপন কথাটার কোনো মানেই থাকত না।

—রবীন্দ্রনাথ

সংবিধান ও ন্যায়

সংবিধান, লিখিতই হউক আর অলিখিতই হউক, কখনও একটা অনড় দলিল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যুগের দাবির সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহাকে চলিতে হয়। নহিলে সংবিধানের বিধান প্রগতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহার পরিবর্তন ঘটানো ছাড়া উপায় থাকে না। সে পরিবর্তন অহেতুক বিলম্বিত হইলে উত্তেজনা তো বটেই, অশান্তি দেখা দেয়। সংবিধান অলিখিত হইলে অবশ্য তাহার হেরফের অনায়াসেই করা যায়। কেননা, সংবিধান পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন সে-ক্ষেত্রে নাই। কিন্তু যেখানে সংবিধান লিখিত সেখানে সুনির্দিষ্ট বিধান লঙ্ঘন করিয়া তো আর তাহার কোনও হেরফের করা যায় না। সাধারণত লিখিত সংবিধানের পরিবর্তন-বিধি জটিল ও কঠিন হয়। উদ্দেশ্যটা সরল—সংবিধান ঘন ঘন বদলানো যাহাতে না যায় তাহারই ব্যবস্থা করা। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে সংবিধান যাহাতে পরিবর্তিত না হয় তাহার জন্যই এই প্রতিবন্ধক। স্বৈরাচারী আক্রমণ হইতে গণতন্ত্রকে বাঁচাইবার রক্ষাকবচ হিসাবেই ওই বিধি।

তাই বলিয়া লিখিত সংবিধানের কোনও ধারার সংশোধন করা যায় না, এমন তো আর নয়। সব লিখিত সংবিধানেরই কিছু কিছু রদবদল হইয়াছে। ভারতবর্ষও বাদ যায় নাই। বরঞ্চ এ দেশে সংশোধনী বিধির কিঞ্চিৎ আধিক্যই ঘটিয়াছে। একবার দুইবার নয়, তেইশবার এ দেশের সংবিধান সংশোধিত হইয়াছে। সে সবই করা হইয়াছে সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। অতএব লিখিত সংবিধান এ দেশেও একটা অনড় দলিলের পর্যায়ে পড়ে না। তা ছাড়া অলিখিত সংবিধানে যেমন কনভেনসান অর্থাৎ রেওয়াজের গুরুত্ব অসামান্য, লিখিত সংবিধানেও কনভেনসানের মূল্য কম নয়। সংবিধান যত বিস্তৃত এবং বিশদই হউক না কেন, সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার তো আর একটা দলিলের সীমিত পরিসরে ধরিয়া রাখা যায় না। কাজেই কনভেনসান বা রেওয়াজ খাড়া না করিলে চলে না। ওই রেওয়াজই সংবিধানের প্রাণস্বরূপ। তাহারই ফলে সংবিধানে নমনীয়তা আসে, সেটি আর অনড় দলিলে পরিণত হয় না। মান্ধাতার আমলের অনুশাসন বলিয়া তাহাকে বাতিল করিয়া দেওয়ার দরকার দেখা দেয় না।

কমনওয়েলথ প্রধান-বিচারপতিদের অধিবেশন উদ্বোধন করিতে গিয়া রাষ্ট্রপতি এ প্রসঙ্গ তুলিলেন কেন? তিনি কি তত্ত্বকথা হিসাবে প্রশ্নটির অবতারণা করিয়াছিলেন, না কি ভারতীয় সংবিধানের অপূর্ণতা সম্পর্কে এটি তাঁহার বক্রোক্তি? কিন্তু সংবিধানে যদি অপূর্ণতা থাকে তাহা হইলে সেটা পূরণ করার দায়িত্ব কি বিচারালয়ের বা বিচারপতিদের? বিচারপতিদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকিবে না, এমন কথা কেহ বলে না। চিরদিনই লোকে বলিয়া আসিয়াছে ন্যায়ের সঙ্গে করুণা মিশানো না থাকিলে সুবিচার হয় না। এ যুগে ওই করুণা সমাজকল্যাণ-সাধনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এ দেশের বিচারপতিরা সমাজকল্যাণ সম্বন্ধে অবহিত নন, এমন অভিযোগ কি আনা চলে? তাঁহারা যদি আইনের আক্ষরিক অর্থই মানিয়া চলিতেন, তাহার গভীরে প্রবেশ না করিতেন, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি বাতিল করা সম্ভব হইত, না যে সমস্ত জনকল্যাণমূলক আইন পাস করা হইয়াছে সেগুলি প্রয়োগ করা যাইত?

রাষ্ট্রপতি কী ভাবিয়া মন্তব্যটা করিয়াছেন জানি না, তবে লোকের এ ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, তাহাতে রাজন্যভাতা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্বন্ধে কটাক্ষ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাক্তন রাজন্যবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তো সুপ্রিম কোর্ট দেখান নাই, তাঁহারা করদ রাজাদের ভাতা বিলোপ যেভাবে হইয়াছে সেটা আইন-সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তাহাতে তাঁহাদের মানবিকতার অভাব সূচিত হয় না, সূচিত হয় আইন ও ন্যায়ের মর্যাদা রাখার প্রয়াস। বিলাতের লর্ড চ্যান্সেলর ঠিকই বলিয়াছেন যেখানে অলিখিত সংবিধান সেখানে বিচারপতিদের যে স্বাধীনতা আছে সে স্বাধীনতা লিখিত সংবিধান থাকিলে তাঁহাদের থাকে না। যদি লিখিত বিধান সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বিচারপতিরা রায় দেন তাহা হইলে তো আইনের শাসন বলিতে কিছু থাকিবে না, আর তা না থাকিলে গণতন্ত্র টিঁকিবে কেমন করিয়া? মৌল অধিকার খর্ব করিবার ক্ষমতা সংসদের নাই বলিয়া যে রায় সুপ্রিম কোর্ট দিয়াছেন তাহাতে মৌল অধিকারের ভিত্তি দৃঢ়ই হইয়াছে, শিথিল হয় নাই। সংসদের সদস্যরা আর যাহাই হউক, রাজনীতিক ছাড়া তো অন্য কিছু নন। মৌল অধিকারকে রাজনীতির জালে জড়ানো কি সঙ্গত?

সিঙ্গাপুর-সম্মেলন

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের দিন আগাইয়া আসিয়াছে। উদ্বোধনের লগ্ন ধার্য হইয়া আছে—১৪ জানুয়ারি। কিন্তু রানীর খাস মহলের বাহিরে এবং এশিয়ায় এই প্রথম বৈঠকের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। বিশ্বের সাদা-কালো একত্রিশটি রাষ্ট্র এই বর্ণাঢ্য ক্লাবের সদস্য। তাঁহাদের মধ্যে সিঙ্গাপুর-জমায়েতে কে আসিবেন, কে গরহাজির থাকিবেন এখনও স্পষ্ট নয়। এমন কী ভারতের প্রধানমন্ত্রীও শেষ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর যাত্রা করিবেন কি না তাহাও নাকি বলা যাইতেছে না। অন্য নিমন্ত্রিতদের কেহ কেহ নাকি শ্রীমতী গান্ধীর উপস্থিতির জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। কেন না, কমনওয়েলথ এবার যথার্থই সংকটে, এবং বৃহৎদের অনুপস্থিতি সংকটকে আরও বাড়াইয়া তুলিতে পারে! সম্মেলনের অগ্রপথিক হিসাবে অন্তত দুইজন প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুরের পথে দিল্লি অবতরণ করিতেছেন। একজন তাঁহাদের মূর্তিমান সমস্যা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড হীথ। অন্যজন কানাডার প্রধানমন্ত্রী শ্রীত্রুদো। ইঁহারাও নিশ্চয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিবেন। তাহার পরও প্রধানমন্ত্রী যদি সিঙ্গাপুরযাত্রার সময় না-পান তবে বুঝিতে হইবে প্রধান কারণ—নির্বাচন। কমনওয়েলথ ভারতের ঘরোয়া রাজনীতিতে আজ স্বভাবতই "সেকালে"র মত আর তত গুরুতর নয়!

এবারকার সিঙ্গাপুর-সম্মেলনের ভবিষ্যৎ নানা কারণে কুয়াশাচ্ছন্ন। কমনওয়েলথ, বিশেষত বহুবর্ণ কমনওয়েলথ ধারণা হিসাবে যত তিলোত্তমাই হোন, অনেক দেশের জনসাধারণের কাছেই তাহার অস্তিত্ব রীতিমত ধোঁয়াটে। এমন কী খাস ব্রিটেনেও। সেখানেও বহু মানুষের কাছেই কমনওয়েলথ সাম্রাজ্যের হাস্যকর বিকল্প। তবু নানা বৈপরীত্যের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান নিজের অস্তিত্বকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। একাধিকবার ঝড়ের মুখে পড়িলেও ইমারত খাড়া রহিয়াছে। কিন্তু এবার ভিতেই নাড়া পড়িয়াছে। উপলক্ষ্য—ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দক্ষিণ-আফ্রিকাকে অস্ত্রবিক্রয়ের উদ্যোগ। ছয় মাস আগে ব্রিটেনে রক্ষণশীলদল গদিয়ান হইয়াছে। তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিতে আগ্রহী। তাহার চেয়েও বড় কথা হীথ-সরকার নাকি দক্ষিণ-আফ্রিকাকে অস্ত্র-সরবরাহে বদ্ধপরিকর। স্বভাবতই এই সংকল্পে এশিয়া-আফ্রিকার দেশসমূহ ক্রুদ্ধ। বস্তুত এ বিষয়ে শ্বেত এবং কৃষ্ণকায় কমনওয়েলথের মধ্যে মতভেদ নাই। হীথের অটোয়া-বক্তৃতার বিরুদ্ধে কনাডা পর্যন্ত আপত্তি জানাইয়াছে। তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন—১৯৫৮ সনের সাইমনসটাউন-চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন দক্ষিণ-আফ্রিকাকে অস্ত্রসরবরাহ করিতে বাধ্য। ব্রিটেনের শ্রমিকদলও ঘোষণা করিয়াছে—এই যুক্তি প্রকাণ্ড এক ধোঁকা মাত্র। সুতরাং, এশিয়া কিংবা আফ্রিকার দেশসমূহের ক্রোধ বোঝা দুঃসাধ্য নয়। আফ্রিকা এবং ক্যারিবিয়ানের অন্তত ষোলটি রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছে—হীথ কথামতো কাজ করিলে তাঁহারা কমনওয়েলথ ত্যাগ করিবেন। সিঙ্গাপুর-সম্মেলন সে-কারণেই আরও গুরুত্বপূর্ণ।

বলা নিষ্প্রয়োজন, দক্ষিণ-আফ্রিকাকে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে আফ্রো-এশিয়ার অন্যতম মুখপাত্র ভারতও সমান আহত। তাছাড়া ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কে সম্প্রতি আরও কিছু ঘটনার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। যথা: কমনমার্কেটের সদস্যপদের জন্য ব্রিটেনের ব্যাকুলতা, ভারত মহাসাগরে ইঙ্গ-আমেরিকান ঘাঁটি-স্থাপনের বাসনা, নবতর বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন—ইত্যাদি। এইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই কমনওয়েথ-ভুক্ত দেশগুলিতে সমান নহে। কিন্তু ভারতের পক্ষে প্রত্যেকটিই জরুরী। ব্রাসেলসে ব্রিটিশ প্রতিনিধি রয়া ডেনমার কমনমার্কেটের ছয় শরিককে নাকি কথা দিয়াছেন আড্ডায় ঢোকার ছাড়পত্র পাইলে ১৯৭৩ হইতে শুরু করিয়া পাঁচ বছরের মধ্যে কমনওয়েলথের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটানো হইবে। ভারত এবং ব্রিটেনের সম্পর্ক শুধু "ঐতিহাসিক" নহে,—এখনও বিশেষভাবে অর্থনৈতিক। আমদানি এবং রপ্তানি দুইক্ষেত্রেই পরস্পর পরস্পরের জীবনে অনেকখানি। সুতরাং, এখানে যদি প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয় তবে কমনওয়েলথেও তাহার প্রতিফলন ঘটিবে বইকী! "ইমিগ্রেসন" বা বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের নামে ব্রিটেন অতঃপর যাহা করিতে চলিয়াছে তাহার জেরও অনেকদূর গড়াইতে পারে। বিশেষত, প্রস্তাবিত এই বিধানের সঙ্গে পূর্ব-আফ্রিকার অসংখ্য ভারতীয় বংশোদ্ভবের ভাগ্য যখন জড়িত।

ভারত মহাসাগরের ডিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে ব্রিটেন এবং আমেরিকার মিলিত সামরিক উদ্যোগও ভারতে একটি বিতর্কিত বিষয়। তবে দরিয়ায় রাশিয়ান তৎপরতার মীমাংসা হিসাবে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে অস্ত্রসাজে সজ্জিত করার যে-যুক্তি শোনা গিয়াছে তাহার চেয়ে এই দ্বীপে "যোগাযোগ কেন্দ্র" স্থাপনের ইচ্ছা—এ দেশেও হয়তো অনেকের কাছে সহজবোধ্য এবং সহজপাচ্য ঠেকিবে। কিন্তু বিরোধের অন্য উপলক্ষ্যগুলি সম্পর্কে মোটেই তাহা বলা যায় না। সুতরাং, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীএডোয়ার্ড হীথ দিল্লিতে এবার অবশ্যই নানা সমস্যার মুখামুখি পড়িবেন। সম্ভবত সেটাই তিনি কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা, তিনি জানেন সিঙ্গাপুরের পথ দিল্লি হইয়াই গিয়াছে। ভারত আর ব্রিটেন—এই দুই দেশের সম্পর্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—ব্রিটেন এবং অবশিষ্ট কমনওয়েলথের সম্পর্ক।

নিদারুণ চিহ্ন

সমুদ্রমন্থনে অমৃত ও হলাহল দুইই উত্থিত হইয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খনন করিয়া অতীত জীবনের যে-সকল স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যেও দেখা যায়, কোনটি সুখকর স্মৃতিচিহ্ন এবং কোনটি দুঃখকর। হয়তো পাওয়া গেল একটি ভগ্নদেহ রঙিন মৃৎপাত্র। কল্পনা করিতে তখন অসুবিধা হইবে না, এবং কল্পনা করিলে ভুলও হইবে না যে, সেই প্রাচীন সংসারের একটি বিহ্বল উৎসবের দিনে এই মৃৎপাত্রটিই আনন্দের পানীয় ধারণ করিয়া বহুজনের পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছিল। একটি ভগ্ন মুকুরের অংশ স্মরণ করাইয়া দিবে, একদিন এই মুকুরে সুযৌবনা রূপসীর মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইত। কিন্তু তেমনই একটি ভগ্ন নরকরোটির অংশ হঠাৎ দেখা দিয়া সন্ধানী প্রত্নতাত্ত্বিকের উৎসুক চোখের উজ্জ্বলতা ক্ষণিকের জন্য নিষ্প্রভ করিয়া দিবে। বস্তুটি হিংস্র আঘাতের চিহ্ন বহন করিতেছে। ইহা অতীতের একটি দুঃখাক্রান্ত ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন। বুঝিতে হয়, সেই অতীতের সবই উৎসব ছিল না, অনেক দীর্ঘশ্বাসও ছিল।

তক্ষশিলার প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের নিকটে মাঠের মধ্যে এক স্থানে প্রোথিত অবস্থায় অনেকগুলি খুলি পাইয়াছিলেন সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভের জনৈক সন্ধিৎসু ঐতিহাসিক। প্রাচীন খুলিগুলির বয়স নির্ণীত হইবার পর শেষে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এগুলি আদিমকালীন মানুষের খুলি নহে, একদল হূনের খুলি। কল্পনাতে সেই অতীতের ঘটনার ছবিটিকে দেখিবার চেষ্টা করিলে চোখে পড়িবে, তাহা যেন অমৃতের পাশে হলাহলের ছবি। স্তূপের চৈত্যগৃহে যখন শান্তি ও প্রীতির প্রদীপ স্নিগ্ধ জ্যোতি বিস্তারিত করিয়া জ্বলিতেছে, তখন তাহারই নিকটে হূনহিংসার কৃষ্ণচ্ছায়া দুরন্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে।

বিশ্ববিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডঃ লেকি পূর্ব-আফ্রিকার শিলাস্তর হইতে মানুষের যে খুলি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই প্রাচীনতম খুলি। কিন্তু কী আশ্চর্য, ডঃ লেকি দেখিয়াছেন যে, এই অতিপ্রাচীন শিলীভূত করোটির উপরে কঠোর আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহা এক নিহত মানুষের খুলি। ব্যাপার দেখিয়া মানুষের কল্পনা একটি নিদারুণ প্রশ্ন সহ্য করিতে গিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিতে পারে। ইহা কি মানবীয় জীবনের আদিম অভিশাপ? শান্তি ও প্রীতির জীবনকে কি অশান্তি ও হিংস্রতার নখরাঘাত চিরকাল অন্বেষণ করিয়া চলিতেছে?

সংবাদে প্রকাশ, ইসরাইলীয় ঐতিহাসিকেরা দুই হাজার বৎসরের পুরাতন একটি নরকঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন। কঙ্কালের হাঁটুতে এক স্থানে তীক্ষ্ণ লৌহফলক প্রোথিত অবস্থায় রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহা জনৈক ক্রুশবিদ্ধ ও নিহত ইহুদীর কঙ্কাল। বলা বাহুল্য, আবিষ্কৃত এই নিদর্শন আজিকার কোন দর্শক-মানুষকে প্রসন্ন করিবে না, বরং দুঃখিত করিবে। মনে হইবে, ইহা যেন দুই হাজার বৎসর আগেকার এক নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণার স্তব্ধ স্মৃতিচিহ্ন, যাহা সেদিনের হিংস্র দণ্ডনীতিরও স্মৃতিচিহ্ন।

প্রত্নতত্ত্বের দোষ ধরিবার কোন যুক্তি নাই। মানুষ জাতি তাহার সংসারকে কোন কালেই সুষ্ঠু শান্তি ও প্রীতি দিয়া গঠন করিতে পারে নাই। প্রত্নতত্ত্ব মানবীয় ইতিহাসের অনেক অমৃতের সহিত অনেক হলাহলের স্মৃতিচিহ্নও আবিষ্কার করিতেছে। হরপ্পাতে আবিষ্কৃত সেদিনের কারুসামগ্রী মানবীয় প্রতিভার ও রুচিরম্য উৎকর্ষের পরিচয় উদ্ঘাটিত করিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা হরপ্পার গজদন্তশিল্পী এক পরিবারের কঙ্কালও পাইয়াছেন। শিশু সহ পরিবারের সকলেই নিহত হইয়াছিল, চারি হাজার বৎসরের পুরাতন কঙ্কাল তাহার চিহ্ন বহন করিতেছে। মহেঞ্জোদাড়োর একটি কূপের ভিতরের সোপানে নিম্নতম ধাপের উপর এক তরুণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। কল্পনা করা হইয়াছে, দস্যু-শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জনপদ যখন আগুনে দগ্ধ হইতেছে, তরুণী তখন নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিবার জন্য কূপের ভিতরে নামিয়াছিল। কিন্তু আর উঠিতে পারে নাই। কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয় না, চারি হাজার বৎসর আগের সেই বিপন্না মহেঞ্জোতরুণী শেষ নিশ্বাস ফেলিবার আগে তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণার সহিত কী আক্ষেপ গুঞ্জরিত করিয়াছিল।

যৎকিঞ্চিৎ

অভাব-অভিযোগ নাই এমন গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে নাই বলিলেও চলে। ভাল রাস্তা নাই, জঙ্গলে সমাকীর্ণ, পানীয় জলের অভাবে ক্লিষ্ট, জল-নিকাশের অব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ—পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রামেরই এমনই দুরবস্থা। এই দুর্দশা ঘুচাইবার দায়িত্ব যে মূলত সরকারের তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে এই সব অব্যবস্থা দূর হইবে, সে ভরসায় থাকিলে কত কাল যে অপেক্ষা করিতে হইবে তাহা কাহারও পক্ষেই বলা সম্ভব নহে। অথচ এই সবের মধ্যে এমন অনেক কাজ আছে যাহা গ্রামবাসীদের সমবেত উদ্যোগেই সম্পাদিত হইতে পারে। যে কাজ নিজেরাই পারা যায় সে কাজের জন্যও সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিয়া দুর্দশা ভোগ করার মধ্যে একটা অগৌরবও আছে।

প্রশংসনীয় উদ্যম

এ বিষয়ে মানকুণ্ডুর নিকটবর্তী আলতাড়া পানপাড়ার যুবকেরা যে উদ্যম ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অন্যান্য গ্রামবাসীদেরও স্ব-স্ব গ্রামের দুরবস্থা ঘুচানোর কাজে অনুপ্রেরিত করা উচিত। এই স্থানের একটি সরু রাস্তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করিয়া কোন কাজ না হওয়াতে স্থানীয় যুবকেরা সেই রাস্তার উন্নয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং গত দুই মাস অবসর সময়ে কাজ করিয়া এই রাস্তার উন্নয়নের কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। স্থানীয় গৃহস্থেরাও তাঁহাদিগকে এ কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আলতাড়ার যুবকেরা রাস্তার উন্নয়নের জন্য যাহা করিয়াছেন, অন্যান্য গ্রামের যুবকেরাও তেমনই তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় রাস্তার উন্নয়ন, জঙ্গল-আবর্জনা পরিষ্কার, জলনিকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি করিয়া নিজ নিজ গ্রামকে স্বচ্ছন্দেই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে পারেন।

রাজধানী রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অন্য রাজ্যের আগেই বা নয় কেন

রণজিৎ রায়

পশ্চিমবঙ্গে একই সঙ্গে লোকসভার ও রাজ্য বিধানসভার জন্য নির্বাচন হবে কিনা—সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার আগে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টতই কিছুটা সময় নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সর্বশক্তিমান রাজনীতিবিষয়ক কমিটি বিষয়টি নিয়ে গত সোমবার আলোচনায় বসেছিলেন। সেখানে সকলেই একমত হয়েছিলেন: দুই নির্বাচন একযোগেই হওয়া উচিত। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশা করা গিয়েছিল; কিন্তু তা নেওয়া হয়নি। বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল; কিন্তু এখনো নির্বাচন কমিশনের মত পাওয়া যায়নি—এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীসেনবর্মা কিন্তু অনেকবার প্রকাশ্যে বলেছেন যে, প্রয়োজন হলে লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের জন্য তিনি প্রস্তুত। অথচ তা করার জন্য কোন অনুরোধ অদ্যাবধি তিনি পাননি।

হাবভাবে মনে হচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার এবং বিধানসভার জন্য নির্বাচন যুগপৎ করতে চান; তবে দেশের অন্যান্য স্থানের লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হওয়াটা তাঁর অভিপ্রেত নয়। মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হলে অন্যত্র নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন কেটে গেলে তবে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই পথই ধরা হবে কিনা তা স্থির করার জন্য মন্ত্রিসভাকে পুনরায় বৈঠকে বসতে হবে।

অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন না হলে তার ফল নব কংগ্রেসের পক্ষে ভালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধী আশা করছেন যে, তিনি লোকসভার নির্বাচনে স্বস্তিজনক গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবেন। এ হিসাব যদি খাটে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম-প্রভাবিত রাজনীতির হাওয়া নব কংগ্রেসের অনুকূলে বইতে পারে।

*

শ্রীমতী গান্ধীর দ্বিধা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হওয়া না-হওয়ার ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলাই বড় কথা নয়; ওটা আসলে রাজনৈতিক টানা-পোড়েনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা যুক্তি অবশ্য খাড়া করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করতে হলে কেন্দ্র এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে পুলিশ আনতে হবে, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে একযোগে নির্বাচনের ব্যবস্থা হলে তা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এ যুক্তি অনুসারে অন্যান্য রাজ্যের আগে পশ্চিমবঙ্গে কেন নির্বাচন করা যাবে না তা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গে জয়লাভ সম্পর্কে রাজ্য নেতারা মধুর চিত্র তুলে ধরলেও শ্রীমতী গান্ধীর মনে সংশয় রয়েছে। চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে সি পি এম-এরই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। সি পি এম তার ফ্রন্ট নিয়ে লড়বে। আদি কংগ্রেস জনসংঘ প্রমুখ দলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসবে; সি পি আইয়ের পক্ষেও বোধ হয় ফ্রন্ট গড়া ছাড়া পথ থাকবে না, আর নব কংগ্রেস বাংলা কংগ্রেস ও পি এস পি-র একাংশের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে বলে আশা করা যায়।

সি পি আই আট-দলের জোটকে নব কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় নিয়ে আসতে পারলেই অবস্থাটা নব কংগ্রেসের পক্ষে সবচেয়ে ভালো হত। কিন্তু সি পি আই নিজেই দ্বিধান্বিত। জাতীয় পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী সে দল পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের সঙ্গে প্রকাশ্যে জোট বাঁধার ব্যাপারে শংকিত। সি পি আই মরীয়া হয়ে বাংলা কংগ্রেসকে সঙ্গে পেতে চাচ্ছে; কিন্তু বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেসকে ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নয়।

অন্যদিকে, নব কংগ্রেসের মনোভাব সি পি আইয়ের পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়। সারা-ভারতব্যাপী সি পি আইয়ের সঙ্গে জোট বাঁধতে নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম একেবারেই অনিচ্ছুক। তিনি বরং পি এস পি-কে সঙ্গে পেতে চান। পি এস পি-র সাম্প্রতিক জাতীয় অধিবেশনে নব কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার অনুকূলে অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন দেখে শ্রীরাম পি এস পি-র প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আজ (বুধবার) শ্রীরাম এবং পি এস পি নেতা শ্রী এন জি গোরে আলোচনায় বসছেন। এর পর আরো বৈঠক হতে পারে। শেষ পর্যন্ত বোঝাপড়া হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। অথচ পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে দু দলে আদৌ মিল নেই। পি এস পি মনে করে: নব কংগ্রেস সোভিয়েত-ঘেঁষা; সেজন্য তার সমালোচনাও করে থাকে। এদিক থেকে সি পি আইয়ের সঙ্গেই নব কংগ্রেসের মিল বেশি। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ইতিমধ্যেই তাঁর দল কমিউনিস্টদের কুক্ষিগত বলে অনেক হৈ-চৈ করেছেন। তাই সি পি আইয়ের সঙ্গে জোট বাঁধার ঝুঁকি নব কংগ্রেস নিতে চায় না। কিন্তু পি এস পি-র সঙ্গে বোঝাপড়ায় এলে সে রকম কোন ঝুঁকি নেওয়ার দরকার হবে না।

*

তবে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলের মত রাজ্যে সি পি আইয়ের সহযোগিতার আকার নব কংগ্রেস পরিহার করতে চাইবে না। উভয়েরই লক্ষ্য সি পি এম-কে কাবু করা; কিন্তু সেটা একা করা সম্ভব নয়। গত সেপটেম্বরে কেরলে সি পি আইয়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার দ্বারা নব কংগ্রেস বিশেষ লাভবান হয়েছিল। সি পি আইয়ের কিছুটা ক্ষতি হয়েছিল বটে; কিন্তু সি পি এমের ক্ষতি অনেক বেশি হওয়ায় সে ক্ষতি দল গায়ে মাখেনি। বিহার, ওড়িশা এবং অন্য দু-একটি রাজ্যেও নব কংগ্রেস সি পি আইয়ের সঙ্গে সহযোগিতায় আসতে ইচ্ছুক। তবে, নব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এগুলি সবই হবে স্থানীয় নির্বাচনী সমঝোতা।

পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরল ছাড়া অন্যত্র সি পি এমের তেমন কোন প্রভাব নেই। সুতরাং সি পি আই এবং নব কংগ্রেসকে হারাতে হলে এই দুই রাজ্যেই সি পি এম-কে তা করতে হবে। কিন্তু দুটি রাজ্যেই সি পি এম অন্যান্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং নির্বাচনে সে দল কতটা কী করবে অনুমান করা কঠিন। সবই নির্ভর করবে কটা ফ্রন্ট হয় এবং যে-সব কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী দেবে না সে-সব কেন্দ্রে আদি কংগ্রেস কী পরিমাণ ভোট পায় তার উপর।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিশ্বাস: ঐসব কেন্দ্রে কংগ্রেস-সমর্থকদের এক বিরাট অংশ আদি কংগ্রেসকেই ভোট দেবে। তাঁর এই হিসাব ঠিক হলে সি পি এমই বোধ হয় সবচেয়ে লাভবান হবে। তবে, নব কংগ্রেসের নেতাদের বিশ্বাস: যে কটা ফ্রন্টই হোক না কেন, আসল লড়াইটা জমবে একদিকে নব কংগ্রেস-বাংলা কংগ্রেস জোট, আর একদিকে সি পি আই-পরিচালিত ফ্রন্টের মধ্যে। মাঝখানে যেসব দল রয়েছে তাদের নেতারা কী করবেন সেটা স্থির করা তাঁদের পক্ষে মোটেই সহজ কাজ হবে না।

*

স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীমিনু মাসানিই বোধ হয় আজ দেশের সবচেয়ে ক্রুদ্ধ রাজনৈতিক নেতা! কংগ্রেসে ভাঙনের পর থেকে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে মহাজোট গঠনের যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছেন তার ফল ফলেছে, অথচ স্বতন্ত্র দলই মহাজোট থেকে বাদ পড়েছে। "শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক জোট গড়ার ব্যাপারে" আদি কংগ্রেসের শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং জনসংঘের শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ীকে প্ররোচিত করার জন্য শ্রীমাসানি বহুদিন ধরে পরিশ্রম করছিলেন। যে কার্যসূচী ও নীতির ভিত্তিতে তিন দলের প্রার্থী দাঁড় করানো হবে তা গত সোমবার রাত্রে ঘোষণা করার কথা ছিল।

অথচ সেদিন সকালেই এস এস পি নেতারা আদি কংগ্রেস ও জনসংঘ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে শ্রীমাসানির স্বপ্ন-সৌধটিকে ধূলিসাৎ করে দেন। শ্রীমাসানি চাচ্ছিলেন কমন প্রোগ্রাম। এস এস পি নির্বাচনের ব্যাপারে তা করতে নারাজ। এস এস পি নেতারা শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও শ্রীবাজপেয়ীকে বললেন,—এস এস পিকে চান, না স্বতন্ত্রকে, সেটা ঠিক করুন। বিহার ও উত্তর প্রদেশে এস এস পি ওঁদের কোয়ালিশনের শরিক। তবে গুজরাট এবং রাজস্থানে স্বতন্ত্র দলের সহযোগিতা কাজে আসতে পারে। আদি কংগ্রেস ও জনসংঘ নেতারা এস এস পি-কেই বেছে নিলেন। শ্রীমাসানি বৈঠক ছেড়ে চলে গেলেন। ক্রোধে চোখ-মুখ লাল। নির্বাচনী অভিযান শুরু হওয়ার আগে স্বতন্ত্র ফিরে আসতেও পারে; তবে তাকে এস এস পি-র শর্তই মেনে নিতে হবে। দেখা যাক কী হয়।

স্বপ্নের রেলগাড়ি

খবরের কাগজের পাতায় ছোট্ট কিছু লাইন: ছোট রেল উঠে গেল।

ছোট্ট খবর। যেন টেলিগ্রামে এক লাইন: ইওর ফাদার এক্সপায়ারড টুডে। জানিনে, এলাকায় ১৮৯৭ সালের কোন বালক এখনও বেঁচে আছেন কি না—যিনি ওই 'স্বপ্নের রেলগাড়ির' প্রথম কু ঝিক ঝিক শুনেছিলেন বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে। বৈষয়িক অসুবিধের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, আটপৌরে জীবনের আনাচে-কানাচে জমে ওঠা অনেক রমণীয় স্মৃতির, অনেক অকারণ সুখদুঃখ স্বপ্ন পুলক বিস্ময়ের যে গভীর-গোপন ইতিহাস—সেখানে বোধ করি আজ একটা মহতী বেদনা বেহালার সুরের মত বাজছেই। ছোট রেলগাড়ির রোমান্টিসিজম শেষ হয়ে বাজছে আজ ট্র্যাজেডির ঘণ্টাধ্বনি। দুধারে ঝুপসি গাছপালার ঘন সবুজ, কাজল জলের পুকুর, আর পাড়াগেঁয়ে ঘর-বাড়ির উঠান ছুঁয়ে-ছুঁয়ে — বাঁকে-বাঁকে শিস বাজিয়ে চেনা হাটুরের এই মিছিলটি যেন এসেছে-গেছে বেলায়-অবেলায়। কত জলকে-আসা গ্রামবধূর চকিত চোখের ঝিলিক খেলেছে। দাওয়ায় বসে হুঁকো হাতে গ্রাম-বুড়োর কাশি থেমেছে চোখ তুলে চেয়েই। কত হাসিতে ভাল থাকা মন্দ থাকার খবর থেকেছে। তা সবই জানে সেই রেলগাড়ির গার্ডবাবু-ড্রাইভার-যাত্রী সাধারণ। ও ছিল সবার আপনজন। ভয়-ভীতি নেই। ছাগল-ছানাটাও জেনেছিল। এ গাড়ি তার ঘরের মানুষদের একজনা।

এবং এইটেই মজা ছোট লাইনের ছোট্ট রেলগাড়ির। মোটর গাড়ি? সে তো ভীষণ পর—অচেনা জন্তুর মত গাঁক গাঁক করে আসে যায়। বড় লাইনের বড় গাড়ি তো বড়বাবু বড়লোক—তার সীমা-চৌহদ্দিও বড়। উঠানের উনুন ছুঁয়ে যাওয়া তার শোভে না। সে ভয়-বিস্ময়-দূরত্বের কোন বিপজ্জনক প্রাণী—সাক্ষাৎ দানো। যাত্রা তার অনেক দূরের পথে—যেখানে সবাই আমার অচেনা। বর্ষার রাতে তার শিসের শব্দ বা সাঁকো পার হওয়া গমগমানি যদি বা স্বপ্নের পুলক জাগায় কিংবা অনেক দূরের আভাস আনে, যেখানে একদিন চলে যেতে ইচ্ছেও করে ঝকমারি ঘরকন্না ফেলে—কিন্তু সে যেন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার মত। আর, ছোট লাইনের ছোট গাড়ি কিনা ঘরের ঠাকুর—গেঁয়োমণ্ডপে লৌকিক দেবতাটি। তার পুজোয়—তার অস্তিত্বে আছে নৈকট্যের যা কিছু মধুময় যা কিছু বেদনাময় তাদেরই আভাস। সে একটা চরিত্র। সে প্রকৃত অর্থেই আমাদের 'স্বপ্নের রেলগাড়ি'। ছোট-ছোট সব স্বপ্নের, ছোট্ট, অবুঝ ইচ্ছের। আমাদের বড় ভালবাসার ছোটমামা সে!

*

বারদুই ওপথে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা আমার আছে। গভীর স্নেহে নিবিড় মমতায় দুপাশ থেকে ঝুঁকে থাকা সজীব সবুজের সারি, যেন উবুড় করা করতলগুলিতে আশীর্বাদ করছে। হাওড়া-আমতা ছোট্ট রেলপথের কোন তুলনা হয় না। যেন রূপকথার দেশে যাবার পথ! আর সেই সবুজ অরণ্যের ঝাঁপির মাঝে রূপকথার দেশে যাবার সুযোগ আমি পাবো না। কেউই পাবে না। যাকে যন্ত্রদানব বলি, যা লোহা লক্কড় দিয়ে তৈরী, অগ্নিভুক প্রাণীর মত ভয়ংকর—সে—হয়তো টেকনোলজির অসংখ্য সন্তানের মধ্যে একমাত্র সেই ছোট রেলগাড়িই প্রকৃতি ও সরলতা, আদিমতা ও সভ্যতার আশ্চর্য সুসমঞ্জস প্রতীক। বৈষয়িক ক্ষতি তো অনেকেই হবে, কিন্তু আর তো শোনা যাবে না শ্যামের বাঁশির মত সেই ভীতু লাজুক চাপা শিসের ধ্বনিটি। হাওড়া আমতা এলাকার গ্রামীণ মানুষের সামনে পড়ে থাকবে এক দীর্ঘ সমাধিরেখা। আর এখনও কতকাল দুপাশ থেকে স্বজনবর্গের শোকাশ্রু আর মমতার মত ঝরে পড়বে গাছের পাতা ও ফুলের পুঞ্জ তাদের মৃত প্রিয়তমের উদ্দেশে।

—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মাত্র ১৫ টাকা উশুল করতে

স্টাফ রিপোর্টার

হাওড়া পৌর এলাকায় আদমশুমারির কাজে নিযুক্ত কর্মীদের পারিশ্রমিক বাবদ প্রাপ্য মাত্র ১৫ টাকা পেতে হিমসিম খেতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। শিক্ষাকালীন সময় সহ মোট আঠারো দিন কাজ করার জন্য সরকারের কাছে এঁদের এই টাকাটা পাওনা হয়। অনেক দরবার করে এ পর্যন্ত তাঁরা পাঁচ টাকা আদায় করতে সক্ষম হন। এবং এই পাঁচ টাকা আদায় করতে অনেকের গাড়ি ভাড়া বাবদ টাকা তিন খরচই হয়ে গিয়েছে বলে কর্মীদের জনৈক মুখপাত্র জানান।

সোমবার নাজিরখানা থেকে ওই দশটা টাকা দেবার কথা ছিল। কিন্তু হাওড়া পৌরসভার স্পেশ্যাল অফিসারের সই না পাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। কর্মীরা উক্ত অফিসারের বাড়ি গিয়ে তাঁর সই করিয়ে আনতেও উদ্যোগী হন। কিন্তু পৌরসভার কেউই নাকি ওই অফিসারের ঠিকানা দিতে পারেননি। ও'রা জানান, ওই অফিসারের ঠিকানা তাঁদের জানা নেই। গত ৩০ নবেম্বর এই আদমশুমারির প্রাথমিক কাজ শেষ হয়।

ডি ভি সি জল ছাড়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়নি

স্টাফ রিপোর্টার

ডি ভি সির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি সংবাদপত্রে এই মর্মে খবর বেরিয়েছে যে, ডি ভি সি ৩১ মার্চ থেকে তাদের জলাধারসমূহ থেকে জল ছাড়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই খবর ঠিক নয়। ডি ভি সি এরূপ কোন নির্দেশ দেন নি। বর্তমানে স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য জলাধারগুলিতে প্রচুর জল আছে।

ডি ভি সির জেনারেল ম্যানেজার রাজ্যের সেচ দফতরের চীফ ইনজিনিয়ারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, পঞ্চ বর্ষা সরকার মেরামতের কাজের জন্য মার্চ থেকে খাল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ডি ভি সির খাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। রাজ্য সরকারের সেচ দফতরের চাহিদা অনুসারে ডি ভি সি পাঞ্চেত ও মাইথনের জলাধার থেকে জল ছাড়েন।

হরিয়ানা এস ভি ডি-র সহকারী নেতার পদত্যাগ

রোটাক, ৫ জানুয়ারি—শ্রীচাঁদ রাম এম-এল-এ হরিয়ানা এস ভি ডি-র সহকারী নেতার পদ ত্যাগ করেছেন।

শ্রী রাম আজ এখানে এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি তাঁর পদত্যাগের কারণ পরে জানাবেন। —পি টি আই

সম্পাদক সমীপেষু

বাঙালী আজ যে-সব দিকে এগিয়ে

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

আজকাল পথেঘাটে, ট্রামেবাসে, চা-এর আড্ডায় প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়—বাঙালীর রাজনৈতিক সচেতনতা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জনগণের চেয়ে নাকি অনেক বেশী। যে যুগে বাঙালী সব ব্যাপারে পিছিয়ে পড়ছে সে যুগে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্বের কোনও খবর কানে এলে একজন বাঙালী হিসাবে আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে আনন্দিত হওয়ার চেয়ে হতাশ হই বেশী। রাজনৈতিক সচেতনতা শব্দটির প্রকৃত অর্থ যে কি আবার নতুন করে বোঝাবার চেষ্টা করি। বাংলা দেশে আজ প্রতিনিয়ত যা ঘটছে তার সঙ্গে যথার্থ রাজনীতির কোনও সম্পর্ক আছে কি না বুঝে ওঠাই দায়। যেমন ধরুন, একজন নিরস্ত্র পথচারীকে ৮।১০ জন সশস্ত্র লোক একযোগে নির্মমভাবে পিটিয়ে মারল। শতশত লোক এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল এবং একজনও প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলো না। সংবাদপত্রে এ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ফলাও করে ছাপা হ'ল। পুলিশ মহল একটা রাজনৈতিক দলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাদের কর্তব্য শেষ করল। এবার ভেবে দেখুন, কি দারুণ রাজনৈতিক সচেতনতা। যেখানে মনুষ্যত্বের নীতি চরমভাবে পঙ্গু হয়ে রইল সেখানে রাজনীতির দামামা হ'ল সোচ্চার।

আবার দেখুন, জনজীবনকে বিপর্যস্ত করার জন্য ২০।২৫ জন নেতা নামধারী ব্যক্তি বসে ঠিক করলেন—"হরতাল ডাকা হোক"। অমনি তাঁদের সেই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হ'ল সমগ্র বাংলার মানুষের ওপর। এতে করে সাধারণ মানুষের যে কি ভীষণ দুর্ভোগ হতে পারে সে চিন্তা তাঁরা তো করলই না। উপরন্তু জনগণও এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে সাহস করল না। কারণ, তারা ভালই জানে যে এর প্রতিবাদ করলেই জীবন সংশয়। হরতালে ফল যে কী হ'ল তা তো আমরা অহরহই দেখছি। তবুও হরতাল ডাকা হচ্ছে এবং হবে। নচেৎ নেতৃত্বই যে থাকে না। বছরের মধ্যে ৩।৪টা হরতাল এখানে লেগেই আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ একটুও কমেছে কি? অন্যান্য রাজ্যের লোকেদের কাছে বাঙালীর সফল হরতালের কৃতিত্বের খবর বড় বড় করে জাহির করা হ'ল। এটাকে অবশ্যই বাঙালীর রাজনৈতিক সচেতনতার একটা বড় প্রমাণ বলে ধরা যায় না কি?

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। ট্রামেবাসে-ট্রেনে ঠিকমত ভাড়া দেওয়াটা আপনারা সকলেই জানেন একটা সভ্যসমাজ স্বীকৃত রীতি। অতি প্রগতিশীল বাঙালী সমাজের একটা বড় অংশ মনে করে এটা অতি সেকেলে রীতি। তাই তাদের কাছে ভাড়া চাওয়াটা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচায়ক। ভাড়া না দিয়ে গাড়ি তারা চড়বেই। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ভাড়া চাইলেই সদলবলে তাকে বেপরোয়া পিটতে হবে। প্রতিবাদ করলেই আপনি শ্রেণীশত্রু—অতএব খতম। ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজ্যে এ ধরনের রাজনীতি-সচেতন মানুষ আপনি এত ব্যাপকহারে দেখেছেন কি?

চলে আসুন স্কুলে। পরীক্ষা চলছে। এটা পণ্ড করতে হবে। কারণ, এ শিক্ষা ব্যবস্থা নাকি বুর্জোয়া ধরনের। পরীক্ষা পণ্ড করার হোতারূপে এগিয়ে এল পাড়ার গুটিকয়েক দাগী ছেলে। ২।১টা বোমা ছুঁড়ে পরীক্ষা পণ্ড করে দিয়ে এঁরা বীরবিক্রমে ফিরে গেলেন। রাজনৈতিক সচেতনতার এত বড় নজীর আর কোথায়ই বা মিলবে!

তারপর চলে আসুন যে কোনও এক সরকারী অফিসে। সেখানে হাজিরার নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত আধ ঘণ্টা পরেও আপনি যা উপস্থিতি দেখবেন তাতে শিউরে ওঠবারই কথা। কিন্তু রাজনীতি-সচেতন বাঙালী এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। নির্দিষ্ট সময় হাজিরা দেওয়া তাদের বিবেচনায় প্রতিক্রিয়াশীলতা। এই সব অফিসে আপনি ডান-বাম-উগ্র-নরম সব পন্থীই পাবেন, পাবেন না শুধু প্রকৃত কর্মী। কেননা, এদের বিবেচনায় যারা প্রকৃত কর্মী তাদের স্থান এখানে নয়। এদের বিবেচনায় অফিসে হাজিরা দেওয়াটাই এরা কাজ বলে মনে করে। অফিসের কাজ, এদের বিবেচনায়, কাজই নয়। যদি অফিসের কাজ করতেই হয়, তবে তারজন্য 'উপরি চাই'। অথচ এসব জায়গায় কর্মী হিসাবে যাদের নাম তালিকাভুক্ত তারাই আজ বাংলা দেশের রাজনৈতিক সচেতনতার মধ্যমণি। বাংলার মানুষের রাজনৈতিক চেতনা নাকি এদের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এত সবের পরেও আপনি যদি বাঙালীর রাজনৈতিক সচেতনতা দেখতে না পান তাহলে আপনাকে নিন্দুক ছাড়া আর কি-ই বা বলতে পারি বলুন। —শ্রীঅনন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশতলা, (২৪ পরগণা)।

নির্বাচন : নানা চোখে

লোকসভার অবসানে নূতন নির্বাচনের আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন প্রসঙ্গ সহজেই এসে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন এই স্থলে উপেক্ষা করা সহজ হবে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোন রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসনকে বেশীদিন চলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ জনগণের সরকার দেশের শাসনভার থেকে বঞ্চিত হন। সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভব তারই ব্যবস্থা করা উচিত।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজ্য ও রাজনীতি এক ভীষণ সংকটময় অবস্থার মধ্যে যাচ্ছে। আশা করি বিনাদ্বিধায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এই সহজ সত্য কথাটা স্বীকার করবেন। অবধারিতভাবে সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গের দৈনন্দিনজীবনে দু'একটা খুন, লুঠতরাজ, হাঙ্গামা, বোমা কিংবা ছুরি মারার ঘটনা থাকবেই। বলা বাহুল্য যে, কোন নির্বাচন তা' সে যতই সামান্য হোক উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। সাধারণ নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই আবেগ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করবে। আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যদি না বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তবে অনেক রক্তের স্রোত বইবে। অনেক মা-বোন স্ত্রী তাদের ছেলে-ভাই-স্বামীকে হারাবে।

নির্বাচনকে কোন গণতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি কখনই বন্ধ করতে চাইবে না, কিন্তু সরকারকে সেই নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে দেশের নির্বাচনে প্রত্যেকটি ভোটদাতা সুষ্ঠু ও স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে, অন্যথায় 'ভোটরঙ্গ' ছাড়া সে আর কিছুই হবে না। —শ্রীলালমোহন দত্ত, নৈহাটী।

(২)

সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম বাংলার বিধানসভার নির্বাচনের সম্ভাবনা কম। এই বাবদে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। কলকাতার রাস্তায় তার সরব ও সচল প্রতিবাদ দেখব। নেতারা যাই করুন না কেন, সাধারণ লোকজন এই সংবাদে খুশী।

কেউ যদি খুন করে তাহলে তার শাস্তি হয়। সে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোকে তার থেকে রেহাই দেওয়ার রীতি কেমন বিসদৃশ ঠেকে। পশ্চিম বাংলায় প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল খুনে দিয়ে হাত রাঙিয়েছে। কিন্তু তাদের শাস্তির ব্যবস্থা দূরে থাক তাদের বাহবা দেওয়া হচ্ছে। নইলে দলগুলোকে অবাধে নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে কেন? ব্যক্তিবিশেষ খুন করলে সেটা অপরাধ আর রাজনৈতিক দল করলে সেটা রাজনীতি! রাজনৈতিক দল কোনো অন্যায় করতে পারে না—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বুঝি দলগুলো রক্তাক্ত বিপ্লব, ঝুটো স্বাধীনতা ইত্যাদির ধুয়া তুলে দেশের অপমান করছে? —নীতিন সিকদার, কলকাতা—৬।

বিকেডি রাজ্য ভিত্তিতে আতাঁত করবে

বিকেডি স্থির করেছেন যে, নব কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও সি পি আই ছাড়া রাজ্য পর্যায়ে সকল জাতীয় ও গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী আতাঁত করবে। আজ (মঙ্গলবার) পাটনায় সারা ভারত ভারতীয় ক্রান্তি দলের সম্পাদক শ্রী এস কে সিংহ ওই ঘোষণা করেন। তিনি বলেন এ ব্যাপারে দলের জাতীয় পরিষদের নির্দেশ খুবই সুস্পষ্ট। এ খবর পি টি আই-এর।

বিশিষ্টদের মধ্যে প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন এবার কেরলের তেলিচেরি থেকে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর বাড়িও তেলিচেরিতে। বাতিল লোকসভায় তিনি মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ছিলেন। নয়াদিল্লি থেকে ইউ এন আই ওই খবর দিয়েছেন। আর পি টি আই জানাচ্ছেন, লোকসভার স্পিকার শ্রী জি এস ধিলন এবার নির্দল প্রার্থী হিসাবে তাঁর পুরাতন কেন্দ্র (অমৃতসর জেলার তারণ কেন্দ্র) নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিংও পানজাব থেকে লোকসভায় নির্বাচনপ্রার্থী হচ্ছেন।

নিঃ ভাঃ হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীব্রিজনারায়ণ ব্রিজেশ সোমবার আমেদাবাদে বলেছেন যে তাঁর দল লোকসভার আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ৬০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এর মধ্যে গুজরাট থেকে প্রার্থী দেওয়া হবে পাঁচটি কেন্দ্রে।

বিহারে লোকসভা আসন ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মঙ্গলবার পাটনায় এস এস পি এবং আদি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের আলোচনা হয়। তাঁরা কোন কেন্দ্রে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আসন বণ্টনের ব্যাপারটি জানুয়ারির মধ্যে শেষ হবে বলে আদি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরামরাজ প্রসাদ জানান। রাজ্য জনসঙ্ঘের সঙ্গেও শীঘ্র অনুরূপ আলোচনা হবে। এ খবর ইউ এন আই-এর পি টি আই জানাচ্ছেন: সারা ভারত মুসলিম লিগ বিহারে ১৫টি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে দলের বিহার শাখার সহ সভাপতি শ্রীমইন আনসারি জানিয়েছেন। সি পি আই বিহারের ৫৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১১টি আসনে প্রার্থী দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁরা আরও ৭টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভাবছেন, দলের বিহার রাজ্য পরিষদ ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। খবর পাটনা অফিসের। পি টি আই-এর খবরে বলা হয়েছে, সি পি এম বিহারে মাত্র ৩টি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কেরল কংগ্রেসের শ্রী কে এম জরজ মঙ্গলবার ত্রিবান্দ্রমে জানান, অন্য দলের সঙ্গে বোঝাপড়ার স্বার্থে তাঁর দল ৫টির বদলে ৪টি লোকসভা আসনে প্রার্থী দিতে রাজি আছে। এইদিন সকালে কেরল নব কংগ্রেস ফ্রন্টের অন্য শরিকদের সঙ্গে আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনা করেন। ৮ তারিখে এরনাকুলামে আবার বৈঠক বসবে।

হরিয়ানা নবকংগ্রেস রাজ্যের ৯টি লোকসভা আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পানজাব নব কংগ্রেসও এই রাজ্যের সব ক'টি (১৩) লোকসভা আসনে প্রার্থী দেবার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউ এন আই জানাচ্ছেন, দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমারম মঙ্গলবার বলেন, অকালি দলের সঙ্গে তাঁরা কোনরকম নির্বাচনী বোঝাপড়ায় আসবেন না। তাঁরা লোকসভার স্পিকার ধিলনকে সমর্থন করবেন।

মহারাষ্ট্রে নব কংগ্রেস ও রিপাবলিকান পারটি অব ইনডিয়া (গাইকোয়াড গোষ্ঠি) একত্রে লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে বোমবাই থেকে পি টি আই জানাচ্ছেন। মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে দুই দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হয়।

তামিলনাড়ুতে রিপাবলিকান পারটি অব ইনডিয়া (গাইকোয়াড গোষ্ঠি) আদি কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করার মনস্থ করে বলে মাদরাজ থেকে পি টি আই জানাচ্ছেন।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও শ্রীপাতিলের অভিমত

বোমবাই, ৫ জানুয়ারি—আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং শ্রী এস কে পাতিল আজ বলেছেন যে, তাঁদের বিশ্বাস স্বতন্ত্র দল আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও এস এস পি'র জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রনটে যোগদান করবে।

এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এই আশ্বাস প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় ক্রান্তি দল "সম্ভবতঃ পি এস পি'র কিছু সদস্য" এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অন্যান্য দল লোকসভা নির্বাচনের সময় নব গঠিত ফ্রন্টের সঙ্গে যোগদান করবে।

শ্রীপাতিল বলেন, স্বতন্ত্র দলের জোটভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজাজীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে এবং স্বতন্ত্র দলের জাতীয় কর্ম পরিষদের সভার দিনও জানিয়ে আসা হয়েছে।

রাজস্থানে নব কংগ্রেস বিরোধী ৪ দলের জোট

জয়পুর, ৫ জানুয়ারি—রাজস্থানের ৪টি বিরোধী দল, যথা স্বতন্ত্র, জনসংঘ আদি কংগ্রেস ও বি কে ডি আজ রাজ্যে একজোট হয়ে লোকসভার নির্বাচনে নব কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামীকাল ওই জোটের সঙ্গে এস এস পি দলেরও আলোচনা হবে।
—ইউ পি আই

তেলেঙ্গানা সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধী

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

বলা হয়েছে যে, লোকসভার মধ্যবর্তী-কালীন নির্বাচনে সমিতির মনোনীত প্রার্থীরা তাদের দলের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রস্তাবে এই হিসাবে পরোক্ষভাবে প্রধানমন্ত্রীর মূলনীতিগুলি মোটামুটি সমর্থন করা হয়েছে।

গতকাল রাত্রিতে প্রবল উত্তেজনার মধ্যে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির কার্য-নির্বাহক কমিটির বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সাব-কমিটির রিপোরট বিবেচিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর মীমাংসার সূত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে এই সাব-কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল। সমিতির অধিকাংশ সদস্য এই ব্যাপারে যেরূপ জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ করেছেন, সাব কমিটির রিপোরটে তা অনুমোদন করা হয়নি।

সাব কমিটির রিপোরট সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয় তারই পরি-প্রেক্ষিতে অতঃপর চারজন সদস্যকে এই সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব রচনার ভার দেওয়া হয়।

যখন তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠক হচ্ছিল সেই সময় "বিভেদপন্থী" শত শত যুবক বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন। তাঁরা মাঝে মাঝেই স্লোগান দিচ্ছিলেন যে, শাসক কংগ্রেস দলের কাছে "আত্মসমর্পণ" করা চলবে না।

তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির সভাপতি ডঃ এম চেন্না রেড্ডি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ফিরে এসেছেন। তিনি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং বিস্তারিতভাবে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি স্বয়ং মীমাংসার পক্ষেও যেমন কিছু বলেননি তেমনই মীমাংসার বিরোধিতাও করেননি।

প্রকাশ, তিনি মধ্যবর্তিকালীন নির্বাচনের সুদূরপ্রসারী তৎপর্য বুঝিয়ে বলেছেন এবং প্রজা সমিতিকে এই তাৎপর্য উপলব্ধি করতে অনুরোধ করেছেন।
—ইউ এন আই

ডঃ চেন্না রেড্ডির প্রস্তাব

হায়দরাবাদ, ৫ জানুয়ারি—তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির সভাপতি ডঃ এম চেন্না রেড্ডি আজ শাসক কংগ্রেস দলের (নব কংগ্রেস) ওয়ারকিং কমিটিকে এই অনুরোধ করেছেন যে, ওয়ারকিং কমিটি যেন এই কথা ঘোষণা করেন যে, যদি তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির প্রার্থীরা তেলেঙ্গানা অঞ্চলে লোকসভার সদস্য নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহলে স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন করা হবে।

এখন থেকে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল

নিজস্ব সংবাদদাতা

হায়দরাবাদ, ৫ জানুয়ারি—তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি এবার পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলরূপে আত্মপ্রকাশ করল। কাল রাতে তাদের এই ঘোষণার পর দলের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এই ঘোষণার পর সমিতির সভ্যদের নব কংগ্রেস ও অন্য দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির ৩০ ঘণ্টা ধরে বৈঠকের পর তেলেঙ্গানা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সূত্রটি বাতিল করে দেওয়া হয়।

প্রজা সমিতি এই অঞ্চলের ১৪টি লোকসভা আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

দুর্গাপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজের নতুন অধ্যক্ষ শ্রীবীরেশ্বর মৈত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর, ৫ জানুয়ারি—কল্যাণীর রিভার রিসারচ ইনসটিটিউ-টের ডিরেকটর শ্রীবীরেশ্বর মৈত্র দুর্গাপুরে রিজিওনাল ইনজিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। আগামী ১১ জানুয়ারি ইনজিনিয়ারিং কলেজ খোলার কথা। অন্যান্যবার এই কলেজে প্রথম বর্ষে অন্ততপক্ষে ২০০ ছাত্র ভরতি হয়। এ বছর সেখানে ৮০ জন ছাত্রকে ভরতি হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তার মধ্যে আবার ২০ জন ছাত্র ভরতি হয়নি।

জন কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহার

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান এবং রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিং দেওকেও তাঁদের দলের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

এর পর প্রধান সমেত জন-কংগ্রেস দলের চারজন মন্ত্রী তাঁদের পদত্যাগ পত্রে সই করেন এবং পদত্যাগ পত্র সঙ্গে সঙ্গে একজন বার্তাবাহকের মারফত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিং দেও-এর কাছে পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু জনকংগ্রেস দলের আর-একজন মন্ত্রী শ্রীমনোমোহন টুডু পদত্যাগপত্রে সই করেননি। তিনি যে এখন ঠিক কোথায় আছেন, তাও সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়নি।

১৩৯ জন সদস্য সম্বলিত ওড়িশা বিধানসভায় স্বতন্ত্র দলের পরিচালিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার যে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল, জনকংগ্রেস দল কোয়ালিশন ত্যাগ করায় তাঁদের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হয়।

এখন যাকিছু করবার, তা রাজ্যপালই করবেন। তাঁকেই এখন স্থির করতে হবে যে, শ্রী সিং দেও-এর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন কি না।

ওড়িশার স্বতন্ত্র-জনকংগ্রেস দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ৪৬ মাস ধরে শাসনকার্য চালিয়ে আসছেন।

গতকালই জনকংগ্রেস দলের রাজ্য কমিটির বৈঠক শুরু হয়েছিল। আজ সকালে এই সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক-ভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর জন কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্র মোহান্তি সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, কেন্দু পাতার ব্যাপার নিয়ে জন কংগ্রেস দল কোয়া-লিশন মন্ত্রিসভা ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছে।

শ্রী মোহান্তি আরও বলেন যে, জন কংগ্রেস দলের প্রস্তাবে অবিলম্বে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার এবং এই রাজ্যে লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

বিকল্প সরকার গঠনের দাবি

আজই ওড়িশার চারটি বিরোধী দল একটি বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। বিরোধী দলনেতা উৎকল কংগ্রেসের শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছেন যে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ভেঙে গেলে তিনি বিকল্প সরকার গঠন করতে পারবেন। উৎকল কংগ্রেস, পি এস পি, নব কংগ্রেস ও সি পি আই দলের নেতৃবৃন্দ আজ সন্ধ্যার দিকে জন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়কের সঙ্গে দেখা করে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে কথা-বার্তা বলেন। আগামীকালও আলোচনা হবে।

কোন দলে কতজন

১৪০টি আসনবিশিষ্ট ওড়িশা বিধানসভায় কোন দলের সদস্য সংখ্যা কত: স্বতন্ত্র—৫০; উৎকল কংগ্রেস—২০; জন কংগ্রেস—২২; পি এস পি—২১; সি পি আই—৭; নব কংগ্রেস—৭; আদি কংগ্রেস—২; এস এস পি—২; সি পি এম—১; নির্দল—৪ এবং একটি আসন শূন্য।

সি পি আই-এর দাবি

ওড়িশা বিধানসভায় সি পি আই দলের নেতা শ্রীগঙ্গাধর পাইকরায় গতকাল বিকালে রাজভবনে রাজ্যপাল ডঃ আনসারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছে একখানি স্মারকপত্র দাখিল করেন।

এই স্মারকপত্রে সিং দেও মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য দাবি করা হয়েছে। শ্রীপাইকরায় আরও দাবি করেন যে, বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার পর এই মন্ত্রিসভাকে যেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসাবেও কাজ চালিয়ে যেতে দেওয়া না হয়।
—পি টি আই, ইউ এন আই

তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেব না

ভুবনেশ্বর অফিস জানাচ্ছেন: ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন সিংদেও জন-কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জানার পর আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রতি জন-কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহারের পর তিনি পদত্যাগ করবেন না ঐ পদেই বহাল থাকবেন সে সম্পর্কে 'তাড়াহুড়া' করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। তিনি স্বতন্ত্র-জন-কংগ্রেস যুক্ত পরিষদ দলের এখনও নেতা আছেন। দুই দলের যৌথসভায় তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতরাং দুই দল মিলিত হয়ে যৌথভাবে যতক্ষণ না সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ততক্ষণ তিনি নেতার কাজ চালিয়ে যাবেন।

শ্রীসিংদেও বলেন যে তিনি এই ব্যাপারে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের মতামত জানার চেষ্টা করছেন এবং কয়েক-দিনের মধ্যেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন।

শ্রী সিংদেও স্বীকার করেন যে, জন কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহারের ফলে মন্ত্রিসভার সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

স্বতন্ত্র দলের কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠক

ইউ এন আই-এর খবর: ওড়িশা স্বতন্ত্র দলের কার্যনির্বাহক কমিটির এক বৈঠকে আজ রাজ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। দলের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন সিংদেও জন কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহৃত হওয়ার দরুন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, মুধোলকর কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে নেওয়াতেই জনকংগ্রেস কোয়ালিশন ত্যাগ করেছে। কেন্দুপাতা সংক্রান্ত প্রশ্নটি বাজে অজুহাত।

নিজলিঙ্গাপ্পার উদ্বেগ

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের তারিখ স্থির করার ব্যাপারে বিলম্বের জন্য আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বোমবাই থেকে ইউ এন আই এ খবর দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী রাজনীতি যেখানে ছিল সেখানেই আছে

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

আবার আট পারটির মনোভাব নিয়েও বাংলা কংগ্রেসের কোনও কোনও নেতা চিন্তিত। তাঁরা এখনও মনে করেন, সি পি এমের পরাজয় সুনিশ্চিত করতে হলে আট পারটির সকলের সঙ্গে না হলেও কয়েকটি বড় দলের সঙ্গে অন্তত অলিখিত একটা রফা প্রয়োজন। কিন্তু ফরওয়ারড ব্লক এবং এস ইউ সি এ ব্যাপারে যে অনমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছেন তাতে বাংলা কংগ্রেসের অনেকে বেশ চিন্তিত।

বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের ব্যাপারে আট পারটির সবাই আগ্রহী। কিন্তু শর্ত, বাংলা কংগ্রেসকে তাহলে নব কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করতে হবে। বাংলা কংগ্রেস তাতে রাজি নন। আট পারটির কেউ কেউ গোপনে নব কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেস দুই জোটের সঙ্গেই রফায় উৎসাহী। কিন্তু ফরওয়ারড ব্লক এবং এস ইউ সির তাতে ঘোরতর আপত্তি।

আট পারটির শরিকদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

প্রধানত এই দুই দলের চাপেই আট পারটি ঘোষণা করেছেন তাঁরা ২৮০টি বিধানসভা এবং ৪০টি লোক-সভা আসনেই প্রার্থী দেবেন। যে যাঁর দাবিও পেশ করেছেন। মঙ্গলবার আসন রফা নিয়ে আট পারটির শরিকদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনা হয়েছে।

ছয় পারটি জোট অর্থাৎ ইউ এল এফের নেতা সি পি এম এখন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নিজস্ব সভা নিয়ে ব্যস্ত। তাঁরা ১০ জানুয়ারির আগে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার ব্যাপারে কিছু করতে পারবেন বলেও মনে হয় না। তাছাড়া, সি পি এম প্রতিপক্ষের নানা গ্রুপের আলাপ আলোচনার ফলাফল দেখতেও আগ্রহী।

সি পি এম কি এস এস পির সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী? শ্রীমধু লিমায়া সি পি এমের সঙ্গে কথা বলতে চান। কিন্তু শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, "যে এস এস পি আদি কংগ্রেস ও জন-সংঘের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাঁদের সঙ্গে কোনও কথা বলতে আমরা রাজি নই।"

এস এস পি কি সর্বভারতীয় জোটের প্যাটারনে এখানেও আদি কংগ্রেসের সঙ্গে যাবে? মনে হয়, না।

জনসংঘ এবং আদি কংগ্রেসের সম্পর্ক পশ্চিমবঙ্গে কী হবে? প্রকাশ্যে বোধ হয় কিছুই হবে না। তবে, গোপনে আদি কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে জনসংঘকে ৩টি লোকসভা আসন এবং ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্র ছেড়ে দিতেও পারেন।

জ্যোতিবাবু বরানগরে দাঁড়ালে সি পি আই প্রার্থী দিতে চায়

স্টাফ রিপোরটার জানাচ্ছেন, সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বরাহ-নগরে দাঁড়ালে সি পি আই তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে চান। তবে আট পারটির অন্য শরিকরা চান, ওই আসনে সম্মিলিতভাবে কোনও প্রার্থী মনোনয়ন করা হোক।

ইতিমধ্যে কোন সমঝোতা না হলে তমলুকে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়-কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও আট পারটি প্রার্থী দিতে পারে। সি পি আই ওই আসনটি চেয়েছেন। মহিষা-দলে শ্রীসুশীল ধাড়ার বিরুদ্ধেও সি পি আই প্রার্থী দেবেন।

আরামবাগের লোকসভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেসের ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র এবং বিধানসভা কেন্দ্রে শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে ফরোয়ারড ব্লকের প্রার্থী দেওয়া হবে বলে মোটামুটি ঠিক। লোকসভায় শ্রীশম্ভু ঘোষ দাঁড়াতে পারেন।

সোস্যালিসট পারটি, মুসলিম লীগ আট পারটিতে আসতে চায়

নব গঠিত সোস্যালিসট পারটি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম লীগ আট পারটি জোটে যোগ দিতে চান। তবে আট পারটি এখনও এ সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন নি। ইতিমধ্যে ওই দুটি দলই তাঁদের আসন দাবির তালিকা আট পারটির কাছে দিয়েছেন। আগামী বৃহস্পতিবার আট পারটির বৈঠকে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

লীগ চেয়েছেন বিধানসভায় ৪৬টি এবং লোকসভায় ১০টি আসন। সোস্যালিসট পারটি ২০টি বিধানসভার এবং ২টি লোকসভার আসন চেয়েছেন। ইনডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে ১০ জানুয়ারি, বাঙ্গালোরে। ওই বৈঠকেই তাঁদের নির্বাচনী নীতি ঠিক করা হবে।

স্বতন্ত্র পারটি পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিদ্রোহী পি এস পি'র সম্পাদক শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে একই দিনে লোকসভা এবং বিধান-সভার নির্বাচন দাবি করেছেন।

শ্রী ভট্টাচার্য এদিন বলেন, আট পারটির পূর্ব সিদ্ধান্ত পালটাবার কোন দাবি তাঁরা তোলেন নি। পি এস পি বরাবরই নব কংগ্রেস, আদি কংগ্রেস এবং সি পি এম-এর সঙ্গে কোন রকম আঁতাত বা সমঝোতায় সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে তাঁরা আট পারটি ও বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে একটা সমঝোতা চান।

সিটু লোকসভা, বিধানসভার একসঙ্গে নির্বাচন চায়

সোমবার কলকাতায় সিটুর কর্ম-কর্তাদের এক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন একই সঙ্গে করার দাবি জানানো হয়। শ্রীএ টি বর্ণদিভে সভাপতিত্ব করেন।

বৈঠকে কেরলের মেনন সরকারের বেতন বৃদ্ধি নীতির সমালোচনা করা হয় এবং বেতন বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্তের প্রতি অভিনন্দন জানানো হয়।

নির্বাচন—পশ্চিমবঙ্গে কবে?

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

মহলে একটা বিষয়ে সবাই একমত। সেটা এই যে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হতে গেলে প্রচুর পুলিস চাই। শুধু লোকসভা নির্বাচন (পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভায় আসন সংখ্যা ৪০) হলে রাজ্য কর্তৃপক্ষ মোটামুটি প্রত্যয়ের সঙ্গে নির্বাচনী ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু বিধানসভা (অর্থাৎ ২৮০টি আসন) নির্বাচন হলে আয়োজনের ব্যাপকতা এবং সমস্যা দুইই অনেকগুণ বাড়বে।

শুধু তাই নয়। বিধানসভা নির্বাচন হলে নির্বাচনী সভা-সমাবেশের সংখ্যা বাড়বে। প্রতিটি সভায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাইরে থেকে প্রচুর পুলিশ আমদানি ছাড়া গত্যন্তর নেই। অন্যত্র নির্বাচনের সময় এটা সম্ভব নয়। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পরে করতে হবে বলে পূর্বোক্ত মহলের ধারণা।

কিন্তু সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা—বিধানসভা নির্বাচন পরে কিন্তু একত্রে হলে ক্ষতি কী? সরকারের আইন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, লোকসভা নির্বাচন একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে সেরে ফেলতেই হবে। বিশেষ এলাকায় লোকসভা নির্বাচন মুলতুবি রাখতে গেলে বিশেষ কারণ থাকা চাই। যেমন লাদক শীতকালে বরফ-বন্দী থাকে বলে শীতকালে সেখানে নির্বাচন হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এরকম অনিবার্য কারণ দেখাতে সরকার রাজি আছেন কি?

আপাতত ঠিক আছে যে, দেশে লোকসভা নির্বাচন হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মারচ। পরে অবশ্য এই তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হবে। দরকার হলে নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণের কাল তিন-চারদিন বাড়াতে পারেন কিন্তু তার বেশি নয়। কারণ, নতুন লোকসভা তলব, নতুন সরকার গঠন, আগামী বাজেট পেশ এবং অনুমোদন—এই সবের জন্য সময় হিসাব করে কমিশনকে চলতে হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব অফিসার এখানে এসেছিলেন তাঁদের ধারণা, ওই রাজ্যে দুই নির্বাচন একসঙ্গে হবে। আর তা হবে মারচের প্রথম সপ্তাহে এবং তিনদিন ধরে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

অবাধ ও ন্যায়সংগত—যতদূর সম্ভব। বিশেষ সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন: পঃ বঙ্গের মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত আজ সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন। তিনি ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী বি আর গুপ্ত জানিয়ে গিয়েছেন যে, কেন্দ্র চাইলে রাজ্যে দুই নির্বাচন একত্রে হবে এবং রাজ্য সরকার দেখবেন যে তা যেন যতদূর সম্ভব অবাধ ও ন্যায়সংগত হয়।

দুই নির্বাচন একত্রে হলে রাজ্যের ২৯ হাজার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কম করে ৫৮ হাজার পুলিস (গড়ে কেন্দ্র পিছু ২জন) এবং অন্যান্য কর্মচারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজ্যপাল সব দলের নেতাদের একটি বৈঠকে ডাকতে পারেন (অবশ্য নির্বাচন হচ্ছে তবেই)। তাতে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে সম্ভাব্য নকশাল হামলা নিরোধে বিভিন্ন দলের স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েনের একটি প্রস্তাব বিবেচিত হতে পারে। স্বরাষ্ট্র দফতরের নাকি ধারণা এইরকম যে, নকশাল হামলা মোকাবিলায় একমাত্র সি পি এম ছাড়া কোনদলই এ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে নি।

রীতা ফরিয়ার আজ বিয়ে

ডাবলিন, ৪ জানুয়ারি—প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী এবং বর্তমানে একজন চিকিৎসক, শ্রীমতী রীতা ফরিয়া আগামীকাল এখানকার এক ক্যাথলিক গীর্জায় শ্রীডেভিড আনর্টন পাওয়েল নামে একজন সুপুরুষ আইরিশ ডাক্তারকে বিয়ে করছেন।

তাঁরা ১৯৬৭ সালে এখানে প্রথম মিলিত হন। এই বছরই রীতা বিশ্ব-সুন্দরী খেতাব অর্জন করেছিলেন।

আয়ারল্যান্ডে স্বল্পকালীন মধু-যামিনী কাটাবার পর নব দম্পতী মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। সেখানে ডাঃ পাওয়েল চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সমাপ্ত করবেন। তাঁরা পরে ডাবলিনের বাসিন্দা হবেন।
—এ পি

নকশালবাড়িতে ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন

ন্যাশনাল ফ্রন্ট অব ইনডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস-এর দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন আগামী ১০ ও ১১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীধীরেন নন্দী ওই সংবাদ দিয়ে জানিয়েছেন ৫০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

ভুট্টোর বিবৃতির প্রতিবাদে পাক নেতার পদত্যাগ

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি—ঢাকার দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাকের সংবাদে জানা গিয়েছে পাকিস্তান পিপলস পারটির পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ারম্যান মৌলানা নূরে-উজ-জামান শ্রী জেড এ ভুট্টোর একটি 'দায়িত্ব হীন' বিবৃতির প্রতিবাদে দল থেকে পদত্যাগ করেছেন।

মৌলানা শ্রীভুট্টোকে সমঝসাপূর্ণ বিবৃতি দিতে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক আবহাওয়াকে মেঘাচ্ছন্ন না করে তুলতে পরামর্শ দিয়েছেন। এবং আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছেন।
—ইউ এন আই

৯ ও ১০ জানুয়ারি পঃ বঙ্গে নব কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা স্থির হবে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি—নব কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সংসদীয় পর্ষদের আগামী ৯ জানুয়ারির বৈঠকে আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার আসনে দলের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তভাবে স্থির হবে। ১০ জানুয়ারির বৈঠকে স্থির হবে বিধান-সভার আসনে দলের প্রার্থী তালিকা। দলের সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করে এইসব প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করবেন।

নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি হবে আজ

আগামীকাল বুধবারে দলের ওয়ারকিং কমিটির বৈঠক বসছে। এই বৈঠকে দলের নির্বাচনী ইশতেহারের খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

নব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজগ-জীবন রাম সাংবাদিকদের জানান যে, গৃহীত হওয়ার পরই ইশতেহারটি প্রকাশ করা হতে পারে।

বোমবাই ও পাটনা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব এবং দশ দফা কর্ম-সূচীকে ভিত্তি করেই এই ইশতেহার রচনা করা হবে। ইশতেহারে দলের সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহ কার্যকর করার জন্য জনগণের রায় চাওয়া হবে। রাজন্যভাতা ও প্রাক্তন রাজন্যবর্গের সুযোগ সুবিধা বিলোপের প্রশ্নটি ইশতেহারে যথোচিত গুরুত্ব পাবে।

কেন্দ্রীয় সংসদীয় পর্ষদের আগামীকালের বৈঠকে নিম্নলিখিত রাজ্যের লোকসভার আসনে দলের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হবে।

বন্ধনীর মধ্যে আসন সংখ্যা উল্লিখিত): কেরল (১৯), তামিলনাড়ু (৩৯), হরিয়ানা (৯), জম্মু ও কাশ্মীর (৬), হিমাচল প্রদেশ (৬), পণ্ডিচেরি (১), লাক্ষাদ্বীপ (১) এবং আন্দামান (১)।

৭ জানুয়ারি বৈঠকে যে সব রাজ্যের লোকসভার আসনে দলের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হবে: মহীশূর (২৭), আসাম (১৪), ত্রিপুরা (২), মনিপুর (২), চণ্ডীগড় (১), গোয়া (২), মহারাষ্ট্র (৪) বোমবাই (৫), পানজাব (১৩), গুজরাট (২৪), দাদরা ও নগর হাভেলি (১)।

তিনটি রাজ্যের লোকসভার আসনে দলের প্রার্থী তালিকা স্থির হবে ৮ জানুয়ারি: উত্তর প্রদেশ (৮৫), বিহার (৫৩) ও ওড়িশা (২০)।

এ ছাড়া পশ্চিমবাংলা ও অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলসমূহের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হবে ৯ ও ১০ জানুয়ারি।

সর্বভারতীয় স্তরে নির্বাচনী আঁতাত নয়

লোকসভার আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে নব কংগ্রেস সর্বভারতীয় স্তরে কোন দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত বা আসন রফা করছে না।

দলের সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম আজ এখানে সাংবাদিকদের কাছে যা বলেন তা থেকেই ওটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁর দল অবশ্য রাজ্য স্তরে আসন রফা করতে পারে।

পি টি আই জানাচ্ছেন নব কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির বৈঠক আজ এখানে বসছে। বৈঠকে দলের নির্বাচনী ইস্তাহার সম্ভবত চূড়ান্ত করা হবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির কুফল

অসলো, ৫ জানুয়ারি—জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহারের নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া মাঝে মাঝে শোনা যায়। সম্প্রতি জনৈকা মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাবার পর রক্ত জমাট বেঁধে মারা যান। উক্ত ভদ্রমহিলার স্বামী মিউনিসি-প্যাল কোরটে ঐ বড়ির জারমান উৎপাদকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের এক মামলা দায়ের করেছেন। গত সোমবার এখানে মামলার শুনানী শুরু হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপে প্রথম এই ধরনের মামলা হল।
—এ পি

নব কংগ্রেসের সঙ্গে পি এস পি বোঝাপড়ার চেষ্টা করবে

—শ্রী গোরে

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি—প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের চেয়ারম্যান শ্রী এন জি গোরে আজ এখানে বলেন, দেখা যাচ্ছে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করতে পারবে না।

শ্রীগোরে বলেন, তিনি তাঁর দলের নেতাদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী বোঝাপড়া সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। কোন কোন রাজ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সম্মতি নিয়ে নব কংগ্রেস ও পি এস পির মধ্যে বোঝাপড়া হয়েছে। তিনি বলেন সর্বভারতীয় পর্যায়ে বোঝাপড়া করা তাঁর দলের লক্ষ্য।
—ইউ এন আই

তির্যক

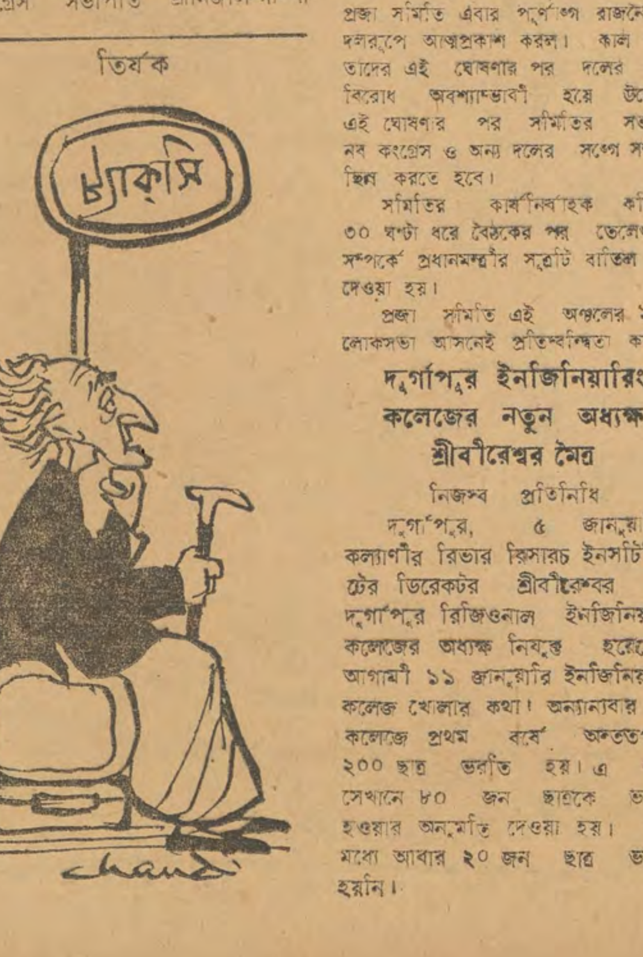

HINDUSTHAN STANDARD

Who's behind the news

up at ASSAM

Padmashri
Nalini Bala Devi

and down in ORISSA?

Padmabhusan
Dr. Pranakrushna Parija

Hindusthan Standard tells all in a weekly note book.

HINDUSTHAN STANDARD is where the news is

অন্যান্য চিত্রগৃহে

পূরবী — ৪৬-২৩৩২ — ১॥, ৪॥, ৭॥ — উমঙ্গ

রাধাশ্রী — (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩৩০৩ — ১॥, ৪॥, ৭॥

বিশ্বরূপা — ফোন — ৫৫-৩২৬২ — বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় — শনিবার ও রবিবার ২॥টা ও ৬টায় — বেগম মেরী বিশ্বাস

জনসম্বর্ধিত ৪র্থ সপ্তাহ! — অরুণ রায়চৌধুরী নিবেদিত — রূপসী — রাধা ● পূর্ণ ● এলোরা

মেরা নাম জোকার — প্রতিদ্বন্দ্বী — দক্ষযজ্ঞ — বাবা বদল

খোসলা কমিশনে রাজারাম দীক্ষিতের সাক্ষ্য দান

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি—মণিপুরের এডভোকেট শ্রীরাজারাম দীক্ষিত আজ বলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে খোসলা কমিশনের কাজকর্ম লক্ষ্য করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন 'গোপন সূত্রে' তিনি নেতাজীর এই নির্দেশ পেয়েছে।

শ্রীদীক্ষিত নিজেকে বিপ্লবী বলে দাবি করেন। তিনি বলেন দেশ বিভাগের পর দুবার তিনি নেতাজীকে দেখেছেন। একবার মণিপুরে আর একবার বোম্বাইতে।

তিনি বলেন নেতাজীর সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ আছে।

কমিশন আজ আরও চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এঁদের নাম শ্রীউত্তমচাঁদ শর্মা, শ্রীরিজেন্দ্র স্বরূপ, ...

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে]

সর্বোদয় শান্তিপদযাত্রা: সকাল সাড়ে ৭টায় মহাজাতি সদন থেকে আরম্ভ হয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ইডেন হাসপাতাল রোড, কলেজ স্ট্রীট, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, আচার্য প্রফুল্ল রায় রোড ও লেনিন সরণি, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়**: সাড়ে ৬টায় গোল পারক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতি বক্তৃতা। বক্তা: রামচন্দ্র অধিকারী। **বিড়লা একাডেমি অব ফাইন আর্টস**: সাড়ে ৬টায় বাংলায় মহাভারত সম্বন্ধে আলোচনা। অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী। **বিড়লা শিল্প সংগ্রহশালা**: ৪টায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। **ভারতীয় জনসংঘ**: কলকাতা নগর সমিতির আহ্বানে নগরের জেলা, মণ্ডল ও নগর পদাধিকারীদের জরুরী সভা। ৭টায় ৬, মুরলী ধর লেনে। **অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদ**: ৬টায় মুরলীধর গারলস কলেজে বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী। সভাপতি—অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ। সকাল সাড়ে ৬টায় কেওড়াতলায় পুষ্পার্ঘ অর্পণ। ...

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন এম পি-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার দুপুরে প্রাক্তন এম পি, অধ্যাপক সমর গুহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তাঁকে একদল ছাত্রের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক।

বি পি এস এফ-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ঢুকে সি আর পির হামলার ঘটনায় অধ্যাপক গুহ নিন্দা করেন নি। বরং সি আর পি তুলে নেবার দাবির বিরোধিতা করেছেন। লোকসভায় তিনি আটক আইনের সমর্থনে বক্তৃতা দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনেরও তিনি বিরোধী। তাই বি পি এস এফ তাঁর বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভের ডাক দেয়।

পরে অরবিন্দ ভবনের সামনে এক ...

আঞ্চলিক বাহিনীর প্রাক্তন সভ্যদের কুচকাওয়াজ অনুশীলন

আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি হিসাবে আগামী ১০, ১৭ ও ২৪ জানুয়ারি আঞ্চলিক বাহিনীর প্রাক্তন সভ্যদের কুচকাওয়াজ অনুশীলন হবে টি এ প্যাভেলিয়নে। সভ্যদের প্যাভেলিয়নে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান হয়েছে।

পরিত্যক্ত গুদাম থেকে প্রচুর চা উদ্ধার

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার মুচিপাড়া পুলিশ গোমেস লেনে একটি পরিত্যক্ত গুদাম থেকে ৬০ হাজার টাকার চা উদ্ধার করে। এটা চোরাই বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

খড়গপুর ইনডিয়ান ইনসটিটিউটের সমাবর্তন উৎসব

আজ বুধবার বেলা সাড়ে দশটায় ইনস্টিটিউটের ষষ্ঠ বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এতে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন অধ্যাপক এম এস থ্যাকার।

সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা কমছে না

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি—আজ এক প্রেসনোটে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা হ্রাস করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৮ বছর থেকে কমিয়ে ৫৫ বছর করা হচ্ছে, এই মর্মে একটি গুজব কয়েক দিন ধরে ছড়ায়। এই গুজবের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সরকার এক প্রেসনোট প্রকাশ করে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এ-রকম কোন প্রস্তাব তাঁরা বিবেচনা করছেন না।

—ইউ এন আই

বিশ্ববিদ্যালয় কাউনসিলের থেকে মার্কশিট বিলি

লরি থেকে পড়ে বালকের মৃত্যু

২৭ পরগণা জেলা শাসকের অফিসের সামনে মহিলা বিক্ষোভ

আজ থেকে অফিসাররা দুপুরের টিফিনের টাকা জমা দেবেন

শিব সেনা-নকশালপন্থী সমর্থক সংঘর্ষ, পুলিশের গুলি

জাপানে নেতাজীর নামে রাস্তা

লক্ষাধিক টাকার মোটর যন্ত্রাংশ উদ্ধার

বসুমতী সংবাদ দিবস

কলেজ শিক্ষক সমিতির ডাক

৯ জানুয়ারি 'শোক দিবস'

নববর্ষে নিকসনের আশা

শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন করে পর্যালোচনা দরকার

স্টেট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কর্মী সমিতি

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

৫-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত দৈনিক খেলার ফলাফল

একটি প্রথম পুরস্কার – ৬,০০০ টাকা

টিকিট নং E-002304

প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি পুরস্কার

1. E-012029	2. M-084934	3. E-055326	4. N-083547
5. I-024759	6. O-060915	7. H-036893	8. M-014159
9. I-051744	10. O-022732	11. C-035998	12. B-075616
13. G-095616	14. M-069868	15. D-061758	16. O-037515
17. C-064809	18. B-054426	19. L-027455	20. M-015684

দ্রষ্টব্য: এই ডিরেক্টরেট টিকিট নং কোনরূপ ভুল ছাপা হওয়ার জন্য দায়ী হইবেন না।

ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ, চণ্ডীগড়

ক্লোজারের নোটিস

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি—

...

আদেশ অনুসারে

বি. আইভানসেভিক

ম্যানেজার

কলিকাতা, ৫ই জানুয়ারি, ১৯৭১

(সি ৫৮২২)

FOOD CORPORATION OF INDIA

চীনাবাদামের ভোজ্য কোর্স মীল সরবরাহের জন্য টেণ্ডার

১-২-১৯৭১ হইতে ৩১-৩-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দ্রাবণ নিষ্কাশিত ৩,০০০ টন চীনাবাদামের ভোজ্য কোর্স মীল সরবরাহের জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

অফেরতযোগ্য ১৫ টাকা (পনের টাকা) আদায় দিলে সিনিয়র ডেপুটি ম্যানেজার (বালাহার), ফুড করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া, ১ বাহাদুর শাহ্ জাফর মার্গ, নয়াদিল্লী—১-এর নিকট কিংবা জোনাল ম্যানেজার, ফুড করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া, দিনশা ওয়াচা রোড, মিস্ত্রী ভবন, বম্বে-এর নিকট কিংবা জোনাল ম্যানেজার, ফুড করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া, ১/১৪৪ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-এর নিকট কিংবা জোনাল ম্যানেজার, ফুড করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া, ১০ মিডলটন রো, কলিকাতা—১৬-এর নিকট টেণ্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) পাওয়া যাইবে।

বায়না হিসাবে টেণ্ডারে প্রদত্ত মূল্যের ২% পরিমিত অর্থ অথবা ৫,০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) (যাহাই কম হইবে) ফুড করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার অনুকূলে কাটা স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া বা কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের ডিপোজিট-অ্যাট-কল রসিদ বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের আকারে টেণ্ডারের সঙ্গে আদায় দিতে হইবে।

যথাযথভাবে পূরণ করা টেণ্ডার ফরম যে সীলকরা খামের ভিতর পুরিয়া দিতে হইবে, তাহার উপর "দ্রাবণ নিষ্কাশিত চীনাবাদামের ভোজ্য কোর্স মীল সরবরাহের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে এবং উহা ১৫ জানুয়ারী, ... পৌঁছা চাই। টেণ্ডার ১৬ জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১১টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতা বা তাঁহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সমক্ষে খোলা হইবে। অসম্পূর্ণ টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না।

সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে প্রস্তাব গ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ পাওয়ার ৫ দিনের মধ্যে নির্দেশিত মত জামীন জমা দিতে হইবে।

ফলাফল

মোদি সঙ্গীত খাজানা ২১নং

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭০ তারিখে কলকাতা বিবিধ ভারতীতে প্রচারিত।

শ্রোতাদের পছন্দ অনুসারে নির্ভুল তালিকা:

১। সাচাই — ২। অভিলাষা — ৩। হামজোলি — ৪। সুশীলা — ৫। মেরে হামসফর — ৬। দিদার — ৭। পরমারিশ

২০০ টাকা পুরস্কারের জন্যে ৪টি নির্ভুল সমাধান পাওয়া গেছে। প্রত্যেক বিজয়ী ৫০ টাকা করে পাবেন।

বিজয়ীদের নাম

১। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, ৩৮ পরমার রোড, পোঃ অঃ ভদ্রকালী, জেলা হুগলি (পঃ বঃ)

২। মহম্মদ সবীর, ১এ, স্যাণ্ডেল স্ট্রীট, কলকাতা-১৬

৩। শ্রী এন পোদ্দার, পোদ্দার ভবন, রিজেণ্ট প্লেস, কলকাতা-৪০

৪। এন এইচ রেমা, পিতা এন ডি হরিহরণ, ৬ ঠাকুরবাড়ি রোড, কলকাতা-২৬

প্রতি শনিবার দুপুরে ১২-৩০টায় মোদি সঙ্গীত খাজানা শুনুন এবং ২০০ টাকা জিতুন।

উদ্যোক্তা:

মোদি স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিলস কোং লিঃ

INTERADS

দুটি নভ্যালেট : কিছু চরিত্র

রূপসী বিহঙ্গিনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। কলকাতা ১২। পাঁচ টাকা।
ওই ছায়া : বিমল কর। আনন্দধারা প্রকাশন। কলকাতা ৯। ৫.০০ টাকা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছোট উপন্যাস বা নভ্যালেটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। তার পিছনে বড় কারণ বোধ হয় বাংলা বইয়ের পাঠকদের রুচির পরিবর্তন। ক্ষীণাঙ্গ নভালেটের চেয়ে তারা বোধ হয় স্ফীত উপন্যাসই বেশী পছন্দ করেন এবং সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণেও প্রকাশকদের পক্ষে বড় বই ছাপা ছোট বইয়ের চেয়ে লাভজনক বলে মনে হয়।

কিন্তু সৎসাহিত্য যে শুধুমাত্র পৃষ্ঠাসংখ্যার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বিষয়বস্তুর গভীরতার ওপর তার উদাহরণ পশ্চিমী সাহিত্যে ভূরি ভূরি রয়েছে। বিস্তৃত পটভূমি ও বহু চরিত্রের ভিড় না হলে ও লেখক শুধুমাত্র একটি বা দুটি চরিত্রের ওপর তার দৃষ্টি নিবন্ধ রাখলে নভ্যালেটই আঙ্গিক হিসাবে প্রশস্ত। বলা বাহুল্য বহু বাংলা ঔপন্যাসিক একথা মনে না রেখে অতি কথন দোষে তাদের বৃহৎ কলেবর উপন্যাসগুলিকে দুষ্ট করে ফেলেন।

আলোচ্য নভ্যালেট দুটিতে আশ্চর্যভাবে বাচনিক সংযম রক্ষা করা হয়েছে অথচ কোথাও তার জন্য কাহিনীর গতি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েনি। বিশেষ করে তারাশঙ্করের রূপসী বিহঙ্গিনীর নভ্যালেট দুটির গল্পাংশ নাটকীয় উত্তেজনা-সমৃদ্ধ এবং রসসম্পৃক্ত। রূপসী বিহঙ্গিনী ও প্রত্যাখ্যান এই দুটি নভ্যালেট এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তারাশঙ্করের গল্প বলার একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে। সফল চিত্র নাট্যকারের মত কখনও ফ্ল্যাশ ব্যাকে, কখনও টুকরো টুকরো দৃশ্য জুড়ে তিনি রূপসী নটী সুচন্দ্রার জীবনকাহিনী শুনিয়েছেন। রূপসী নটী সুচন্দ্রা পুরুষের প্রেম ভালবাসা সমস্ত কিছুর উপর বিশ্বাস হারিয়েছিল। অবশেষে তরুণ ব্রহ্মচারী ঠাকুরের কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে গিয়েও করতে পারেনি, কারণ অবচেতন মনে তার মনে হয়েছিল এখানেও সে ঠকবে। ভক্তির বদলে ঘৃণা জেগেছিল তার মনে। সে অকস্মাৎ ক্ষুর দিয়ে গুরুকে হত্যা করেছিল। সুচন্দ্রার এই হত্যা পিপাসার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করেই এই কাহিনী গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় কাহিনী প্রত্যাখ্যানও আর এক বঞ্চিত নারী হৃদয়ের কাহিনী। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে গ্রামে অন্তরীণ ডেটিনু সুকুমার গ্রামের মেয়ে গীতাকে স্বদেশীতে অনুপ্রাণিত করেছিল। গীতার স্বদেশ চেতনার মূলে ছিল সুকুমারের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন প্রেম।

তারাশঙ্কর এ কাহিনীতেও প্রত্যাখ্যাতা সামান্যা নারীকেও বিজয়িনী করেছেন। সুকুমারের দেওয়া সম্পত্তি গীতা প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিমল করের শুধু ছায়াতে প্রথম গ্রন্থের মত গল্পের ঠাসবুনানি নেই। কাহিনীটি গড়ে উঠেছে বাংলা দেশ থেকে দূরে এক অখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাসে নাম যার বাণপ্রস্থ ভবন। এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই বৃদ্ধ সংসারে নানানভাবে ঘা খাওয়া মানুষ। এর মধ্যে আছে অর্ধ-পক্ষাঘাতগ্রস্তা মহিলা ইন্দু; ছেলে ও ছেলের বউয়ের উপর রাগ করে স্বেচ্ছাবানপ্রস্থ নিয়েছেন যিনি সেই শৈলবাবু ও তাঁর স্ত্রী; সধবা প্রভা যিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, 'সংসারের ঝেঁটিয়ে ফেলা ময়লা' আছেন বিধবা কুমুদমাসী, বিপত্নীক সুরেশবাবু, সহায়হীন বিলাসবাবু যার একমাত্র মেয়ে, বিয়ে করে বাবার খোঁজ খবরও নেয় না, এমনি আরও অনেক চরিত্র।

বাস্তবিক বানপ্রস্থের চরিত্রগুলি জীবনের এক অসহায় অপ্রতিরোধ্য ঘটনার টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত। আধুনিক পোশাকী সভ্যতা ও সমাজের অন্তরালে তিল তিল করে জমা ক্লেদ। রেবতী এদের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য জীবন ও যৌবনের তাজা স্পর্শ নিয়ে এসেছিল। যাঁরা গ্রন্থের মধ্যে বৃত্তাকার ঘটনা খুঁজতে যাবেন তাঁদের কাছে ওই ছায়া বোরিং লাগতে পারে, কিন্তু বিমলবাবুর চরিত্র-চিত্রণ নিখুঁত ও বাস্তবানুগ।

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য

ব্রহ্মসূত্র (৩য় সং) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কল-২০ (৫.০০)

উপনিষদের বাক্যসকল বিচার করে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে ব্যাসদেব যে-সকল সিদ্ধান্ত করেছেন, সেগুলি ব্রহ্মসূত্রে সন্নিবিষ্ট। ব্যাসদেবের অপর নাম বাদরায়ণ। ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত বলে সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু তাঁকে প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মাধবাচার্য প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখেছেন। এই সকল ভাষ্যের মধ্যে শঙ্কর ভাষ্য রামানুজ ভাষ্য সর্বপ্রধান। ব্রহ্মসূত্রে যে দর্শন প্রতিপাদন করা হয়েছে তা বেদান্তদর্শন নামে প্রসিদ্ধ।

আলোচ্য গ্রন্থে মূল সূত্রগুলি, সে-সবের বাংলা অনুবাদ এবং শঙ্কর ভাষ্য ও রামানুজ ভাষ্যের সারমর্ম দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থ পাঠ করলে ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ, ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ, জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া, মৃত্যুর পর জীবের গতি, মোক্ষলাভ করবার সাধনা, মোক্ষলাভ করলে জীবের কিরূপ অবস্থা হয় এইসকল বিষয়ে শঙ্কর, রামানুজ এবং ব্যাসদেবের মত জানা যায়। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল। গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ হওয়াতে বোঝা যায়, এটি লোকপ্রিয় হয়েছে।

পত্র-পত্রিকা

বড়দের মত শিশুরাও চলচ্চিত্রে উৎসাহী। তাদের সেই উৎসাহকে শিক্ষা ও আনন্দ দু' কাজেই কি করে লাগানো যায় তা নিয়ে যাঁরা ভাবছেন শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ তাদের অন্যতম। পর্ষৎ কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত **শিক্ষামূলক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৭০ স্মরণী পত্রিকাটি** (শৈল চক্রবর্তী প্রভৃতি ৫বি, ৮ রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলকাতা) নানা কারণে ছোটদের আকর্ষণ করবে। শিশু চলচ্চিত্র-বিষয়ক কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা ছাড়াও এতে আছে অনেকগুলি বিদেশী ছবির গল্প, যার সবগুলিই ভাল গল্প।

শ্লোক (শিপ্রা ঘোষ, এল পি ১৯৭ শ্রীমাপল্লী, কল-৬০) কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক আলোচনার ত্রৈমাসিক। এর ৭ম বিশেষ সংকলন ৭৭ সংখ্যায় আলোচনার চেয়ে কবিতাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এ সংখ্যার কয়েকটি কবিতাই ভাল কবিতা।

নব নালন্দা আয়োজিত শিক্ষামূলক প্রদর্শনী

গত ২০ ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতায় নব নালন্দা স্কুল আয়োজিত শিক্ষামূলক প্রদর্শনীতে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির কতকগুলি অভিনব উদাহরণ দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে। জারমান ও প্রিপারেটরি ক্লাশগুলির নানা রকমের 'প্রজেকট', প্রাইমারি ক্লাশগুলির জন্য তৈরী ছোটদের গল্পের সচিত্র চার্ট এবং স্বাস্থ্যবিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞানের চার্ট ও মডেল, এবং উচ্চমানের জন্য তৈরী ভূগোল ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের চার্টগুলি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের বহুদিনকার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। এছাড়া, ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবি, হাতের কাজ ও সেলাইয়ের কাজ রীতিমতো দর্শনীয়। স্কুলের কার্যকলাপ সংক্রান্ত ফটোগ্রাফ প্রদর্শনীটিও খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

ভেটেরিনারি কলেজে ছাত্র ধর্মঘট

গত ২৯ ডিসেম্বর বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজের ছাত্র-নেতা সইফুদ্দিন চৌধুরী ও অপর একজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করার প্রতিবাদে ও নিউহোস্টেলের ছাত্রদের ওপর সমাজবিরোধীদের আক্রমণের অভিযোগে সোমবার কলেজে ধর্মঘট হয়। ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের যুক্ত সমাবেশে বক্তৃতা করেন দ্বিপেন পাণ্ডে, সইফুদ্দিন চৌধুরী ও সুধাময় ব্যানারজি এবং ওই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল কলেজ এলাকা ঘুরে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি জানায়।

দিনপঞ্জিকা

আজ দশমী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ২১ পৌষ ১৩৭৭ (১৬ পৌষ ১৮৯২ শক), ৬ জানুয়ারি, ১৯৭১, ৮ জেলকদ। দশমী রাত্রি ঘঃ ৬।৫৩ মিঃ পর্যন্ত। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ২।৫৭ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২২।৫ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২।২১ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ২১ পৌষ ১৩৭৭ (১৬ পৌষ ১৮৯২ শক), ৬ জানুয়ারি ১৯৭১, ৮ জেলকদ। দশমী রাত্রি ঘঃ ৮।৪৮।৫৮ সেঃ পর্যন্ত। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৪।৫০।৫৬ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২৩।২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১।২ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাঁটা আরম্ভ	
বুধবার	৫-৫১	৬-৯	১০-১৭	১০-১২

স্মরণীয় চরিত্র : সুন্দর বিশ্লেষণ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রকাশন বিভাগ তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার, নয়াদিল্লি। ৬.৫০
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। শ্রীদাস। অশোক প্রকাশন, কলকাতা-১২। ৮.০০

চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তি জীবনে যেমন কিছু নাটকীয়তার পরিচয় আছে তেমনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের চমকও আমাদের কাছে কোন অংশে কম নয়। মাত্র ছ' বছরের রাজনীতিতে সারা দেশে তিনি যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যাবে না। এই আলোড়ন সম্ভব হয়েছিল তাঁর অকৃত্রিম আদর্শের জন্য। "দারিদ্রের প্রতি সহজাত সহানুভূতি থাকার জন্য তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, স্বরাজের অর্থ হবে ভারতীয় জনগণের সমৃদ্ধতর ও উন্নততর জীবন—শুধুমাত্র সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত অধিকার অর্জন করা নয়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তিনি নিয়ে আসেন কবির আবেগ ও আইনজীবীর বিশ্লেষণী মন। তাঁর সেবা ও ত্যাগ যে সারা দেশের জনগণের চিত্ত জয় করবে তাতে আর আশ্চর্য কি!"

দেশবন্ধুর আদর্শের কথা নতুন করে চিন্তা করবার আমাদের প্রয়োজন ফুরোয় নি। এই আশ্চর্য চরিত্রকে মনে করিয়ে দেওয়া জন্য তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত দুটি বই-ই পাঠকদের সমাদর পাবে সন্দেহ নেই। তথ্যের দিক থেকে দুটি বই-ই পূর্ণাঙ্গ। ডঃ দাশগুপ্ত দেশবন্ধুর পিতৃ পরিচয় ও পরিবেশ থেকে শুরু করে দার্জিলিং-এর 'শেষের ক'দিন' দিয়ে বই শেষ করেছেন। চিত্তরঞ্জনের পাঠ্য জীবন, তাঁর কাব্য প্রতিভা, আইন ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে কী করে তিনি পুরোপুরি রাজনীতিতে নামলেন, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, মহাত্মা গান্ধীর সাহচর্য, তথ্য হিসেবে কোন কিছুই এ বই থেকে বাদ পড়েনি। তাঁর বিবরণ আরও অন্তরঙ্গ হয়েছে এই জন্য যে দেশবন্ধুর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। 'শেষের ক'দিন'-এ প্রতিদিনের বিবরণে তিনি যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে একটি বিশ্বস্ত চরিত্রের অনেক কাছাকাছি আসা যায়।

শ্রীদাসকে অবশ্য নির্ভর করতে হয়েছে বিভিন্ন বই-এর ওপর। তাঁর লক্ষ্য, "এই পুস্তকে আমি চিত্তরঞ্জন চরিত্রকে খণ্ড খণ্ড করে না দেখিয়ে তাকে একটি সমগ্র অবিচ্ছিন্ন প্রাণের বিপুল উচ্ছ্বাসরূপে দেখাতে চেষ্টা করেছি।" লেখকের সে চেষ্টা সফল হয়েছে, স্বীকার করতে হয়। শ্রীদাস স্বভাবতই বিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়েছেন। দেশবন্ধুর কোন কবিতা কি প্রেরণা থেকে লেখা তা যেমন তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন তেমনি পারিবারিক জীবন থেকেও দেশবন্ধুর চরিত্রের ওপর নতুন কোন আলোকপাত করা যায় কি না, সে চেষ্টারও তিনি বিরত থাকেন নি। বিয়ের সময়ে চিত্তরঞ্জনকে যে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলতে হয়েছিল 'আই অ্যাম নট এ হিন্দু', তিনি যে কীর্তন শুনতে ভালবাসতেন চরিত্রটিকে বোঝার জন্য এইসব খুঁটিনাটি বিষয়কেও বাদ পড়তে দেননি। 'দেশবন্ধু' নাম কোথা থেকে এল, যে তাঁর সন্ধানের অবশ্যই তারিফ করতে হয়। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি শ্রীদাসের বইকে মূল্যবান করেছে।

আরও বই

খ্যাত এবং অল্পখ্যাত তার সঙ্গে এক কি দুটি নতুন নামের কবি—সংখ্যায় দশজন, তাঁদের নিয়ে **কবিকণ্ঠ** (সাহিত্য প্রয়াসী, ৪৫ যাদব দাস লেন, হাওড়া-২। ৩.০০) কাব্য সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ। উদাম প্রশংসার। বিচ্ছিন্নভাবে নয়, একই গ্রন্থে নামী অনামী কবিদের কাব্য-ভাবনা ও কাব্যবোধকে পাশাপাশি রেখে বলা যায়, বাংলা কবিতা কোন লক্ষ্যের পথে দৌড়চ্ছে। সুনীল দাস ও সুখরঞ্জন ব্যানারজি সম্পাদিত এ-গ্রন্থটি তার চমৎকার উদাহরণ দিতে পেরেছে। গোবিন্দ মুখারজি, দিলীপ দাশগুপ্ত, নির্মল ধর, পরমেশ মজুমদার, বরুণ ঘোষ, শৈলেন শেঠ, সমীর ব্যানারজি, সুভাষ ব্যানারজি, সুখরঞ্জন মুখারজি ও সুনীল দাস এই দশজন কবির শ্রেষ্ঠতম রচনাগুলি এখানে গ্রন্থভুক্ত। প্রত্যেক কবির একাধিক কবিতা এতে স্থান পেয়েছে।

মানস গুহের সুবৃহৎ উপন্যাস **রঙ্গিনী দুহিনা** (করুণা প্রকাশনী, ১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ১০.০০)-র পট অবশ্য সুদূর দিগন্তের বনাঞ্চল নয়, কিন্তু এত কাছের স্বর্গে যে এমন মধুর স্বপ্নিল পরিবেশ সম্ভব তাই বা ক'জনের জানা? রঙ্গিনী দুহিনার ভাষাতে রয়েছে সে-জগতের কালো গন্ধ।

কানাই বেরার কাব্যগ্রন্থ **বাগদত্তা সময়ের মোম** (শতাব্দী প্রকাশনী, দীঘা রোড, কাঁথি। ৩.০০) কবির ৫৪টি কবিতার সংকলন গ্রন্থ। বিমলচন্দ্র বেদজ্ঞের **সিন্ধুতল** (লীলা দেবী, ১৯।৩৯ মল রোড, কলকাতা-২৮। ৪.০০) কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ছন্দ-বৈচিত্র্যে, ভাব-ব্যঞ্জনা ও সরস প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে সরল। বিজন আচার্যের **জগন্নাথের রথ** (শরৎ বুক হাউস, ১৮।বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ১.০০) কাব্যগ্রন্থের ১৫টি কবিতাই রাজনৈতিক মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। এই কবির আর একটি কাব্যগ্রন্থ **ধুতুরা ও যুঁই** (শরৎ বুক হাউস, ১৮।বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ১২৫.)-এ কবির ২০টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর অধিকাংশই প্রেমচেতনায় উদ্বুদ্ধ।

শোভা চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন **অঞ্জলি** (ডি এম লাইব্রেরী, কল-৬। ২.০০)-এর প্রধান আকর্ষণ এর সারল্য। ভাবকে বিন্দুমাত্র জটিল না করে সুললিত ছন্দে তিনি তাদের ধরে রেখেছেন। কবিতাগুলি—বিশেষ করে প্রেমের কবিতাগুলি সহজেই পাঠক মন স্পর্শ করে। **দীপনদীপা** সেন (দিলীপকুমার সাহার (করুণা স্মৃতি প্রকাশনী, কল-৫৪। ৭.০০) কবিতার সংকলন। বেশীর ভাগ কবিতাই আবেগ আশ্রিত।

অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রোহী কবি নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর **বিধাতার অদ্ভুতপূর্ব সৃষ্টি** (প্রকাশক নয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য, ১ রমানাথ পাল রোড, কল-২৩) গ্রন্থে। তাঁর আলোচনার অন্তরঙ্গতা সহজেই পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে।

বেতার বার্তা

বুধবার—৬ জানুয়ারি

১ম অধিঃ—৬-০০ সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ প্রণব ঘোষ—গীটার (শিলিগুড়ি : বন্দেমাতরম্, সংগীত); ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবৃদ্ধ সংগীত : খেয়াল ও তবলা—এম আর গৌতম—হামীর বিলাবল ও নর্ছাম টোড়ি—নিখিল ঘোষ—চৌতাল ও তিনতাল; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ মাধুরী চট্টোঃ—ভজন; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ অমল নাগ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-০০ আইভি বর্মণ—লোকগীতি; ৮-১৫ অলোক বাগচী—নজরুলগীতি; ৮-৩০ ...শ্যামলকুমার চট্টোঃ—সেতার; ৯-০০ বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ অশ্রুকণা ঘোষ—ঠুংরি; ৯-৪৫ জয়ন্তী লাহিড়ী—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-০০ কমল মল্লিক—সরোদ; ১০-৩০ অশ্রুকণা ঘোষ—খেয়াল; ১১-০০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—সময় সঙ্কেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১-০০ মহম্মদ দবীর খাঁ—বীণা; ১-৩০ সুগম সংগীত—সুজাতা চক্রঃ, কে এল অগ্নিহোত্রী ও সমবেতকণ্ঠে; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (অষ্টম শ্রেণী); ২-৪৫ স্বপ্না ঘোষ—গীত (শরটওয়েভ); ২-৫০ প্রণব ঘোষ—গীটার; ৩-০০ দক্ষিণারঞ্জন চক্রঃ—লোকগীতি; ৩-১৫ পূর্ণিমা রহমন—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫-০০ সময় সঙ্কেত, জয়ন্তী লাহিড়ী—খেয়াল; ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর; ৬-০০ প্রণব ঘোষ—গীটার; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; বিচিত্রানুষ্ঠান—শঙ্করাচার্য : যাত্রা, রচনা—প্রমোদ দত্ত; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮-০০ সাহিত্যবাসর; ৮-৩০ পূর্ণিমা রহমন—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৪৫ বাংলা কথিকা—সমাজ পরিবর্তনে নতুন শক্তি (১) : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, অলোক বাগচী—অতুলপ্রসাদের গান (শরটওয়েভে); ৯-০০ শ্যামলকুমার চট্টোঃ—সেতার; ৯-৩০ অনুরোধের আসর; ১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা, ১০-০৫ বাং সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা, আইভি বর্মণ—লোকগীতি (শরটওয়েভ); ১০-৩০ অমল নাগ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৪৫ মাধুরী চট্টোঃ—আধুনিক; ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ। ৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১-০০ সময় সংকেত, রেজিনলাট ডিকসন (অরগান) সং; ১-৪০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে পঠিত ইংরেজী সংবাদ, ৩-০০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৬-০০ ইংরেজী সংবাদ; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং), ৬-১০ মহম্মদ দবীর খাঁ—ধ্রুপদ, তানকেশ্রী ও ধামার; ৬-৩০ দক্ষিণারঞ্জন চক্রঃ—রাগপ্রধান ও ভজন; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০০ দিব্যকান্তি মিত্র—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং), সং; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ, ৭-৫০ স্বপ্না ঘোষ—ভজন; ৮-০০ হিন্দী কার্যক্রম; ৮-৩০ কমল মল্লিক—সরোদ; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রম কথিকা (দিল্লি থেকে); ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত সং; ১০-৩৫ অশ্রুকণা ঘোষ—খেয়াল; ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি; অন্যান্য অনুষ্ঠান কলকাতা ক-এর অনুরূপ।

আবাদিতে 'অনামী গোষ্ঠী'

মাদরাজের আবাদিতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'অনামী গোষ্ঠী' সদস্যদের বাংলা সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা বাংলা সাহিত্য, সংগীত এবং নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক চর্চায় বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনে 'অনামী সংঘ' একটি সংগীতালেখ্য বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দবাজার পত্রিকা

[শনিবার ২২শে পৌষ ১৩৪০ ইং ৬-১-৩৪]

করাচীতে হিমশীতল বায়ু প্রবাহ

শীতে জমিয়া ৬ জনের মৃত্যু

করাচী, ৫ই জানুয়ারী

করাচীর উপর দিয়া প্রচণ্ড হিমশীতল বায়ুপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে এবং তাপমান যন্ত্রের পারদ স্বাভাবিক তাপরেখার অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। কতকগুলি পাইপ ফাটিয়া গিয়াছে এবং 'সংসার সমাচার' পত্রে প্রকাশ যে, হাব নদীর নিকট ৬ ব্যক্তি জমিয়া মারা গিয়াছে।

—ইউনাইটেড প্রেস

*

কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ

চার দিবসব্যাপী খেলা আরম্ভ

গত শুক্রবার সর্ব ইংলণ্ডীয় দলের সহিত ভারতীয় দলের আন্তর্জাতিক খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় সাধারণের ছুটি থাকায় অন্যান্য দিবস অপেক্ষা অধিক জনসমাগম হইয়াছিল। প্রথমটা সেরূপ ভীড় হয় নাই। কিন্তু শেষের দিকে দেখা যায় যে প্রায় সমস্ত আসনই ভর্তি হইয়া গিয়াছে। অন্যূন প্রায় ১৮।১৯ হাজার লোক খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন। ক্রীড়ামোদী মাত্রেই মাঠে উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট বাহাদুর গোড়ার দিকে আসিতে পারেন নাই। তিনি জলযোগের সময় হইতে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

ইংলণ্ডীয় দল সর্বাগ্রে ব্যাট করিতে থাকেন। তাঁহারা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দলের 'বোলিংয়ে' সাবধানতার সহিত খেলেন। ইংলণ্ডীয় দল গতকল্য (শুক্রবার) যেরূপভাবে সঙ্কুচিত ভাবে 'ব্যাট' করিয়াছিলেন ভারতের কোন প্রান্তে তাঁহাদের এই-রূপভাবে উৎকণ্ঠিত হইতে দেখা যায় নাই।

মুস্তাক আলি, অমরনাথ, বিজয় মার্চেণ্ট, সি এস নাইডু ও মেজর নাইডু প্রভৃতি 'ফিল্ডিংয়ে' সকলকে বিমোহিত করিয়াছেন।...

এম সি সি দল ৫ জন আউট হইয়া ২৫৭ রান করিয়াছেন। জার্ডিন আউট হন নাই।...

দেখতে যেমন সুন্দর...
স্পর্শেও তেমনি
কোমল ও উষ্ণ—
সিমপ্লেক্স
উলেন ব্ল্যাংকেট
Simplex WOOLLEN MILLS, BOMBAY-1.
Pearl-294
এজেণ্ট : মেসার্স শেঠ ট্রেডিং কোং
১৬০ যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭

বিনা অস্ত্রোপচারে অর্শ থেকে আরাম পাবার জন্যে হ্যাডেনসা ব্যবহার করুন!

অর্শের যন্ত্রণা? প্রচণ্ড চুলকানি? জ্বালা ও রক্ত পড়া? সত্যিকারের চিকিৎসায় আর দেরী করবেন না। অবহেলা করলে অবস্থা আরও কঠিন হ'য়ে উঠবে এবং অস্ত্রোপচার না করে উপায় থাকবে না। সময়মত হ্যাডেনসা ব্যবহার করে আরাম পাবেন—১০৮টি দেশে ডাক্তাররা অর্শরোগের চিকিৎসায় এই বিশিষ্ট জার্মান মলমের নির্দেশ দেন। হ্যাডেনসা দ্রুত কাজ করে, ব্যথা ও চুলকানি দূর করতে সাহায্য করে এবং মলত্যাগের কালে যন্ত্রণার লাঘব করে। এছাড়া, হ্যাডেনসার শক্তিশালী উপাদানগুলি সুস্থ ক'রে তুলতে সহায়তা করে, 'হিমরয়ড'-এর সঙ্কোচন ঘটায় এবং নতুন 'টিসু' গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মনে রাখবেন, সময়মত হ্যাডেনসা ব্যবহার করলে অর্শপীড়ায় আর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না। হ্যাডেনসা-তে কোন মাদক-দ্রব্য নেই।
মূল জার্মান ফরমুলা অনুসারে ভারতে প্রস্তুতকারক :
দি ভল্লার কোম্পানী
৩০১, থাম্বু চেট্টি স্ট্রীট, মাদ্রাজ-১।
প্রত্যেক বড় ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।
BJ DOL-2 BEN

আবার লেক্স্-এর জয়জয়কার
পর পর দুবার মনদ্ (বিশ্ব) নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ

ব্রাসেল্‌স্ এর বিশ্ব প্রতিযোগিতায় লেক্স্-এর ব্রোঞ্জ পদক লাভ এই সেদিনের ঘটনা। এরই মধ্যে রটারডামের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক জয় করে লেক্স্ এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে তার শ্রেষ্ঠতা ও গুণমানের পরিচয় দিয়েছে।
লেক্স্ জয়ী হয়েছে তার তামাকের জাত আর গুণমানের জোরে; ব্লেণ্ডিং আর মনোহারী প্যাকিং-এর উৎকর্ষে। আপনিও আজ থেকে লেক্স্ ধরুন।
সর্বোচ্চ দাম ৪৮ পয়সায় ১০টি, ৫ পয়সায় ১টি (স্থানীয় কর অতিরিক্ত)
সবার সেরা তামাকে গড়া...না খুব মিঠে না খুব কড়া...

LC-3/70 BEN

শিরোরোগের মহৌষধ

যুগল মূর্তি ত্রিগুণ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৩৪ ফোন ৪৫-৩৩০৮

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

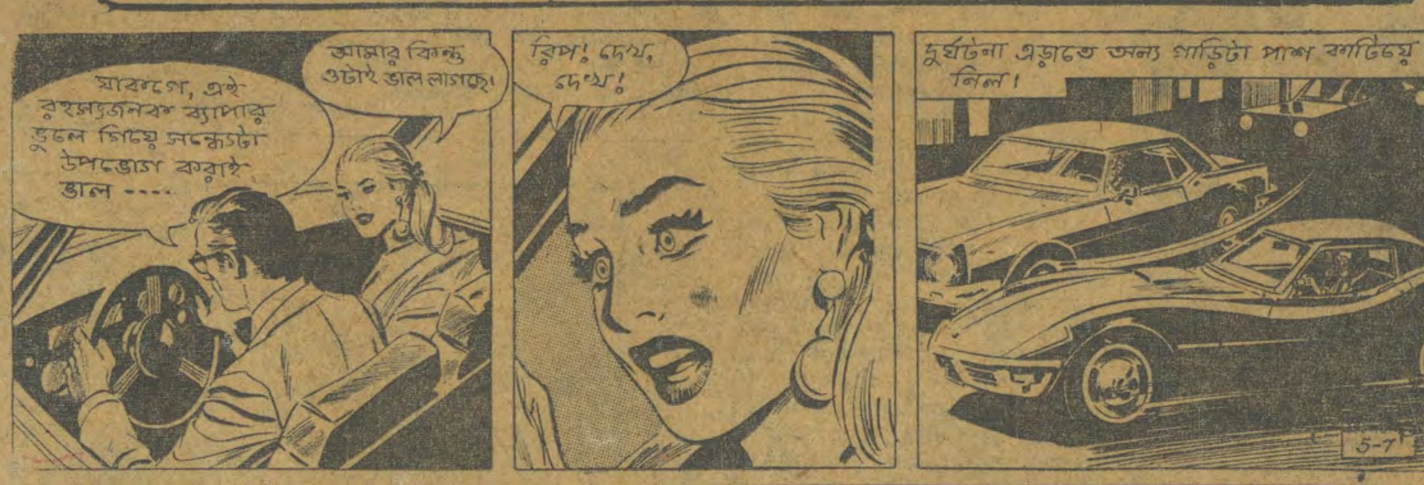

বনানী কার্য্যালয় (কলি-৫৬)এর

বনানী দশন

দাঁত ও মাড়ি শক্ত ও সুস্থ রাখিতে উৎকৃষ্ট কবিরাজী দাঁতের মাজন।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে 'যেমন ক্যামেরা ঘোরে' নামে এক ফটোগ্রাফ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন পূর্ব ভারত পেশাদার ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশন। প্রদর্শনীতে মোট ১০০টি বিভিন্ন ধরনের আলোকচিত্র দেখানো হচ্ছে।

ছবিগুলিকে গুণানুসারে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও হয়েছে। দর্শকদের মতামত নিয়েই এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

গত ২৮ ডিসেম্বর প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। সমিতির সভাপতি শ্রীমনো মিত্র বলেন, তাঁদের এই প্রদর্শনী জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে।

প্রদর্শনীটি আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রত্যহ বিকাল ৩টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

সুড়ঙ্গ কেটে জেল থেকে পলায়নের চেষ্টার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সতর্কতা ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার

সোমবার মেদিনীপুর জেলা শাসক জানান, মেদিনীপুর জেলে আটক নকশালপন্থী বন্দীদের সুড়ঙ্গ খুড়ে পলায়নের চেষ্টা সম্পর্কে উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে জেলা শাসক বলেন, মেদিনীপুরের ডেবরা থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত নকশালপন্থীদের 'লং মারচ' শুরু করার সঙ্কল্পের কথা তাঁরাও শুনেছেন। কিন্তু সে রকম কোন আভাস পাওয়া যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গে জরুরী অবস্থা ঘোষণার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার

শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। এস এস পি নেতা ডঃ ভূপাল বসু সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী, বিপ্লবী ও গণতন্ত্রে আস্থাশীল কয়েকটি সংস্থা নিয়ে গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক কনফারেনস-এর কার্যনির্বাহক কমিটির চেয়ারম্যানরূপে ডঃ বসু এদিনকার সাংবাদিক বৈঠকে ওই বক্তব্য রাখেন। এই বৈঠকে কমিটির সম্পাদকদ্বয় অধ্যাপক নির্মল মজুমদার ও শ্রীশক্তি সরকার, পশ্চিমবঙ্গ চাষী সংঘ সম্পাদক শ্রীপ্রশান্ত দাস, পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক ফোরামের সম্পাদক শ্রীদীনেশ মজুমদার প্রমুখও বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ডিরেকটরেট অব ডেয়ারি ডেভেলপমেণ্ট
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

বিজ্ঞপ্তি

দুধের মাহ জানুয়ারি, ১৯৭১-এর জন্য অগ্রিম মূল্য পূর্বে বিজ্ঞাপিত মত ৬-১-৭১ তারিখ হইতে গৃহীত হইবে। অগ্রিম জমার নগদ অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রাহকগণের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করিতে এবং মিল্ক কমিশনারের যথারীতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক যে সময় পর্যন্ত ঐ অর্থ সংগৃহীত না হয়, সেই সময় পর্যন্ত ডিপোতে অবস্থান করিতে ডিপো কর্মিগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ঐ ব্যক্তি প্রদত্ত অর্থের জন্য যথোপযুক্ত রসিদ দিবেন।

গ্রাহকগণকে ও ডিপো কর্মিগণকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

এজন্য যে অসুবিধা হইবে, তাহার নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে।

স্বাঃ এ, কে, মিত্র
মিল্ক কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ

ডবলিউ বি/আই পি আর ৭৪(১২)/৭১

কানাড়া ব্যাংক

প্রিন্সেপ স্ট্রীট—কলিকাতা—শাখা

১-১-১৯৭১ তারিখ হইতে টেলিফোন নম্বর নিম্নোক্তমতো পরিবর্তিত হইয়াছে ঃ

পুরাতন নম্বর		নূতন নম্বর
২৩-২৪৫৫	অফিস	২৩-৭৩৫৪
২৩-০৫৪৯	ম্যানেজারের ব্যক্তিগত	২৩-৭৩৫৫

অনুগ্রহপূর্বক এই নূতন নম্বর লক্ষ্য করুন।

কানাড়া ব্যাংক
হেড অফিস ঃ বাঙ্গালোর-২

চেয়ারম্যানের কাসটিং ভোটে পৌর কর্মীদের যাতায়াত ভাতা মঞ্জুর

স্টাফ রিপোর্টার

মঙ্গলবার অর্থকমিটির বৈঠকে চেয়ারম্যানের বাড়তি কাসটিং ভোটে কয়েক শ্রেণীর পৌরকর্মীর জন্য মাসিক পনের টাকা যাতায়াত ভাতা দেওয়ার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

বড় নলকূপ চালক, ব্লক সরকার, টিকাদার, জলের ক্লোরিনেটর ও মেট মিলিয়ে প্রায় এক হাজার কর্মী এ সুযোগ পাবেন। এ নিয়ে অর্থ-কমিটিতে পৌর নীতি নির্ধারক কমিটিতে অনেক বাদানুবাদ হয়ে গিয়েছে ইতিপূর্বে। শেষ পর্যন্ত গত শনিবার কয়েকজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ওই কর্মীদের মূল দাবি পঁচিশ টাকার বদলে পনের টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। মঙ্গলবার প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিক ভাবে অর্থ-কমিটিতে যখন এল কমিটির বারজন সদস্যের মধ্যে তখন মাত্র চেয়ারম্যান সহ চারজন উপস্থিত। শ্রীবিমান মিত্র ওই প্রস্তাবের বদলে অন্য একটি প্রস্তাব রাখলেন হঠাৎ। তাতে ঊর্ধ্বে পাঁচ শ টাকা পর্যন্ত যাঁরা বেতন পান সকলকেই পঁচিশ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়।

শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত শ্রী মিত্রের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। বিরোধিতা করেন শ্রীকমলাপতি রায় এবং চেয়ারম্যান শ্রীশচীন সেন। পাল্লা দুদিকেই সমান। চেয়ারম্যান তখন তাঁর বাড়তি কাসটিং ভোট দিলেন। শ্রী মিত্রের প্রস্তাব নাকচ হল। এর পর কয়েক শ্রেণীর কর্মীকে পনের টাকা ভাতা দেওয়ার প্রস্তাবটি এলেও একই অবস্থা এবং আবার চেয়ারম্যান কাসটিং ভোট দিয়ে তা অনুমোদন করান।

ইউনিটের দর

বোমবাই, ৫ জানুয়ারি—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০˙ টাকা ৮৫ পয়সা এবং ১০˙ টাকা ৪৫ পয়সা বহাল থাকবে। —পি টি আই

সোনা ও রূপা

৫ জানুয়ারি—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিলঃ—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম)	১৮৭˙
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ, ১০ গ্রাম)	১৭৭˙
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৫৯˙
ঐ—খুচরা („)	৫৬৩।৫০

এখন সেখানে ॥ ১

বাড়িটার নাম ছিল বড় বাড়ি। ফটোটা তোলা হয়েছে মূল বড় বাড়ির দোতলা থেকে। ধূসর দরজা দিয়ে যে বাড়ির ইঙ্গিত রয়েছে সেটাও বড় বাড়িরই অংশ। অন্দর মহল আর কাছারি বাড়ি। বৃন্দাবন বসাক মশাই যখন অন্দর মহল থেকে কাছারি যেতেন তখন সারা পথ কারপেট-ঢালা থাকত। পরে কাছারি বাড়িতে হল হিন্দু স্কুল। হিন্দু স্কুল পরে তাদের পটলডাঙায় নতুন বাড়িতে চলে গেল। তখন এ বাড়িতে হল নতুন স্কুল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা এখানেই পড়ত। এমনকি রবীন্দ্রনাথও পাঁচ বছর বয়সে কান্নার জোরে এই স্কুলেই ভরতি হলেন। মাস্টার মশাই বলেছিলেন 'এখন স্কুলে যাবার জন্য যত কাঁদছ পরে না-যাবার জন্য তার চেয়ে বেশি কাঁদতে হবে।' স্কুলের বাঁধন কবির ভাল লাগেনি, কিন্তু গৌর আঢ্যের স্কুল ক্রমশই বড় হল। এখন সেখানে সেই স্কুলই আছে কিন্তু মূল বাড়িটার অবস্থা মহেনজোদাড়োর চেয়েও করুণ। বড়বাড়ির সেই কারপেট-ঢালা সরু পথ কেটে বয়ে গেছে বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট।

লেখা : জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ ছবি : অলক মিত্র

ধানকাটা নিয়ে এবার সংঘর্ষ কম

স্টাফ রিপোর্টার

নবেমবর ও ডিসেমবর মাসে এই রাজ্যে ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছে প্রায় এক হাজার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে ফসলের ভাগ নিয়েই সংঘর্ষ ঘটে। রাজ্য সরকার ৩১ ডিসেমবর পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে যে রিপোরট পেয়েছেন তাতে প্রকাশ, সবচেয়ে বেশি হাঙ্গামা হয়েছে মেদিনীপুর জেলায়—৭২৮টি। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে এই সময় প্রায় আড়াই হাজার সংঘর্ষ হয়েছিল। এ বছর স্পষ্টই সংঘর্ষ কম।

রাজ্যের ভূমি রাজস্ব বিভাগের জনৈক মুখপাত্র মঙ্গলবার জানান, এবার সংঘর্ষের আশংকায় আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

শেয়ার বাজার তেজী চলছে

৫ জানুয়ারি— কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই তেজীভাব চলছে। কাজকারবারের পরিমাণ সন্তোষ-জনক। বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেলঃ—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি ঃ বিড়লা জুট ২০।৮০ ২০।৮৫; বরাকর কোল ১১।২৫ ১২।৪০; ডানলপ ইনডিয়া ৩৬।৩০ ৩৭।৯০; ইনড কেবল ১৫।৪০; গেসট-কিন উইলিয়ম ২৬।৭০ ২৬।৭৫; হিন্দ মোটর ১৪।৬২ ১৫।২৫; ইনড আল্যুঃ ৩৪।৩০ ৩৪।৬০; ইনড কপার ৩।৯৯; জয়শ্রী টি ইনড ১৭।৬২ ১৭।৫০; ইনডিয়ান আয়রন ১৪।২০ ১৩।৫৫; জে কে কটন ১১।৬৫; কেশোরাম ইনড ১৫।৬৫ ১৫।৮৫; ওড়িশা সিমেনট ১৮।৯৫ ১৮।৯০; রোটাস ইনড ৬।৯৩ ৭˙; টেকসঃ মেসিঃ ১০।৪০ ১০।৭৫; ওরিয়েনট পেপার ৩৭।৯০ ৩৭।৮০।

চট ও থলের বাজার আরও মন্দা

৫ জানুয়ারি—আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজারে আরও মন্দাভাব দেখা দেয়। মিল বিক্রির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে বিদেশী লেনদেনের পরিমাণ নগণ্য। নিচে দর দেওয়া গেলঃ—

	জানুঃ	জাঃ-মাঃ	এঃ-জুঃ
৪০-৭½	৬৭˙	৬৭।৫০	৬৬।২৫
৪০-১০	৮৫।২৫	৮৬।২৫	৮৫।৫০
বি-টুইল	২৭৮˙	২৭৮˙	২৭৮˙

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

আইন আদালত

শ্রী টি পি মুখারজিকে হত্যার চেষ্টার দায়ে তিনজন অভিযুক্ত

বিচারপতি শ্রীটি পি মুখারজিকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ধৃত তপন দত্ত, বিশ্বনাথ এবং প্রশান্ত মুখারজিকে আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিসট্রেট শ্রীএস এন সোমের আদালতে হাজির করা হয়েছিল। ম্যাজিসট্রেট আসামীদের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন এবং ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৯ ডিসেমবর সকাল প্রায় ৬-৪৫মিঃ-এর সময় বিচারপতি শ্রীমুখারজি যখন রবীন্দ্র সরোবরে প্রাতঃ ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় তিনজন যুবক ছোরা প্রভৃতি নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

আসামী তরফের অ্যাডভোকেটরা বলেন, আসামীদের বিরুদ্ধে এ যাবৎ সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি, অথচ দীর্ঘদিন তাদের হাজতে আটক রাখা হয়েছে। এটা অযৌক্তিক বলে তাঁরা মনে করেন।

হেনা গাঙ্গুলির সহচরকে আবার গ্রেফতারের আদেশ

হিরন্ময় গাঙ্গুলি ওরফে হেনা গাঙ্গুলির সহচর বলে বর্ণিত সোমনাথ ব্যানারজিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৪ ও ৩০৭।৩৪ এবং অস্ত্র আইন অনুযায়ী অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ২৪ পরগনার অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীএস কে দত্ত যে আদেশ দেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাই-কোরটে আপীল করা হয়। বিচারপতি শ্রীআর এন দত্ত এবং বিচারপতি শ্রীকে কে মিত্র এই আপীল মঞ্জুর করেছেন।

বিচারপতিদ্বয় বিবাদী সোমনাথ ব্যানারজিকে আবার গ্রেফতার করার আদেশ দিয়েছেন, তবে ২৪ পরগনার জেলা ম্যাজিসট্রেট তাঁকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন।

চুরির দায়ে বৃটিশ নাগরিক

মধ্য কলকাতায় শ্রীএ সি শীলের বাড়ি থেকে ৩৫,০০০˙ টাকা দামের অলঙ্কার, ক্যামেরা প্রভৃতি চুরির অভি-যোগে ধৃত বৃটিশ নাগরিক কলিন হেওয়ারথ হাঙ্গন ওরফে ডিং ডংকে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রীএ এন মুখারজির আদালতে হাজির করা হয়েছিল। ম্যাজিসট্রেট আসামীকে জেল হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

তিন মহিলা সাইক্লিস্ট আজ ফিরছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি

একসপ্লোরারস ক্লাবের তিন মহিলা সাইক্লিস্ট—মিনতি চ্যাটারজি, অরুণা বিশ্বাস ও শুক্লা দত্ত আজ বুধবার বিকাল সাড়ে চারটায় দারজিলিং মেলে কলকাতায় ফিরবেন। গত ৫ ডিসেমবর তাঁরা কলকাতা থেকে সাইকেলে শিলং রওনা হন ও ২৫ ডিসেমবর সেখানে পৌঁছান।

বারাকপুরে শোকসভায় 'হত্যার রাজনীতির' বিরুদ্ধে ধিক্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি

রবিবার বারাকপুর রেল স্টেশন ময়দানে বিশিষ্ট সি পি আই নেতা সুরেন ধরচৌধুরী স্মরণে আহূত এক নাগরিক শোক সভায় বিভিন্ন বক্তা 'সি পি এম-এর হত্যার রাজনীতির' বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ তারাশঙ্কর ঘোষ।

সভার প্রারম্ভে রক্ত পতাকা-শোভিত কয়েকটি দীর্ঘ মিছিল এসে যোগ দেয়। সভা চলাকালীন তে-রঙ্গা পতাকা হাতে একটি বৃহৎ শোভাযাত্রা এসে সমাবেশে সম্মিলিত হয়।

কংগ্রেস (নব) নেতা শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা বলেন, আমাদের সকলের বাঁচার অধিকার আছে—সোমনাথ-বাবুর, আমার, সি আর পি পরিবেষ্টিত জ্যোতিবাবু, হরেকৃষ্ণ বাবুদেরও। কিন্তু একটা রাজনৈতিক দল অন্যের লাশের উপরে ফুলে ফেঁপে উঠবে, এ অকল্পনীয়।

সমাবেশে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন এম পি মহঃ ইলিয়াস।

সমাজ সেবা ও বিভিন্ন দেশ

গত শনিবার রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউটের বিবেকানন্দ হলে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে সমাজসেবা কার্যসূচীর এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেন ফিনডলে কলেজের (ইউ এস এ) ভিজিটিং প্রফেসর ডঃ পরিমল দাশ। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

ইউ এস এ, কানাডা, সুইডেন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে যৌথ-জীবনের দিক থেকে গৃহ, পারিবারিক জীবন, বৃদ্ধদের হোম প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর কার্যসূচির কথা ডঃ দাশ বলেন এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের সমাজকল্যাণকর কার্যসূচির কথারও উল্লেখ করেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ, মাদক-দ্রব্য গ্রহণ, যুবকদের 'ড্রাগস হ্যাবিটস'-এর এক ভয়াবহ বিবরণ তিনি দেন এবং কিভাবে এসব কুঅভ্যাস দূর করবার কথা চলছে সে কথাও তিনি বলেন। ইউ এস এ-র বিভিন্ন স্টেটে, বিশেষ-ভাবে নিউ ইয়রক সিটির 'কমিউনিটি অ্যাকসন কমিটির বিভিন্ন কার্যকলাপ যেমন শিক্ষা, শিশুমঙ্গল, আইন সংক্রান্ত ব্যাপার প্রভৃতির বিবরণ তিনি দেন।

ফরোয়ারড ব্লক নেতা শ্রীক্ষেমেশ ভট্টাচার্য, শ্রীঅজিত গাংগুলি, শ্রীনরেন শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন।

নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ ও গঠনে মজবুত
বহুদিন কাজের উপযোগী

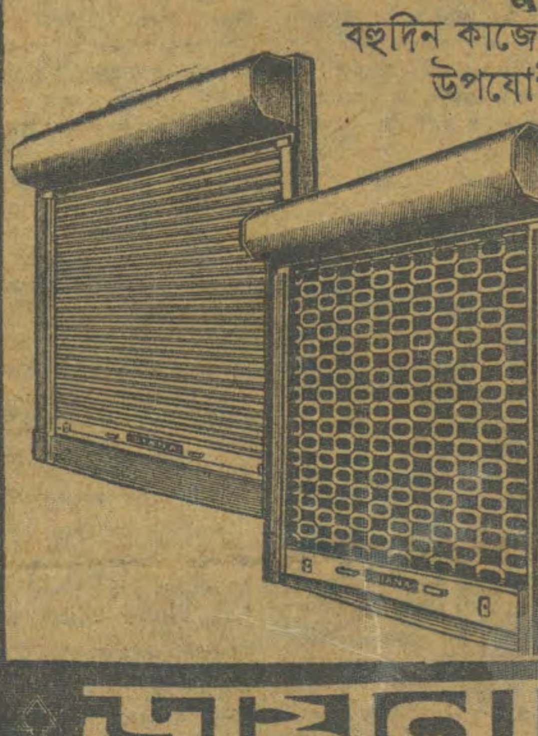

ডায়না
রোলিং সাটার্স ও গ্রিলস্

ডায়না রোলিং সাটার্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস,
অফিস : ৮ ট্রিকেন হাউস, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৩৮৭১/২
ফ্যাক্টরী : ১৫৭এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৪-৩১৭৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিক্ষা অধিকার

প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নিয়মাবলী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের পাঠ্যপুস্তকাবলী সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের বা অভিভাবকদের কোন বই দেওয়া বা বিক্রয় করা হবে না। ছাত্রছাত্রী/অভিভাবকদের তাই অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন পুস্তক পাঠানো হয়েছে এবং আগামী ১১ই জানুয়ারী (১৯৭১) এবং কলকাতায় ১৮ই জানুয়ারী থেকে বই দেওয়া শুরু হবে।

সহজপাঠ (১ম ও ২য় ভাগ) ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বাংলা বই 'সহজপাঠ' ১ম ও ২য় ভাগ এবং নেপালী পাঠ্যপুস্তক 'নয়া সাঁও অক্ষর' ও 'নেপালী সাহিত্য' ২য় ভাগ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য অনুমোদিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কাছে দেওয়া হবে। এই বইগুলি হবে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি। বৎসরান্তে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা এই বইগুলি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রাখবেন।

যে সব ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে পড়ে এবং আগামী বছর যাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার কথা, কেবল সেই প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই সহজপাঠ ১ম ভাগ বা নয়া সাঁও অক্ষর পেতে পারে।

কোন অননুমোদিত বিদ্যালয়ে এই সব বই দেওয়া হবে না।

অন্যান্য পুস্তক ঃ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকাবলীর মূল্য প্রত্যেক পুস্তকে ছাপানো আছে। নেপালী পুস্তকসমূহের মূল্য বাংলা পুস্তকসমূহের অনুরূপ। অভিভাবক ও প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকারা এই সব বই কেনার সময় কোনক্রমেই যেন নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত না দেন। বই কেনার সময় অন্য কোন অতিরিক্ত বই, সহায়িকা বা মানের বই কেনার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পুস্তক সংগ্রহের আনুষঙ্গিক খরচের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়কে মোট মূল্যের শতকরা দশভাগ কমিশন দেওয়া হবে।

পুস্তক সংগ্রহ কেন্দ্র

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকারা নিম্নোক্ত কেন্দ্রসমূহ থেকে বই সংগ্রহ করবেন:—

কলকাতার বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে ঃ

(১) বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাই স্কুল—কলকাতা-২০, (২) সাখওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেণ্ট গার্লস স্কুল—কলকাতা-১৬, (৩) গভর্নমেণ্ট মালটিপারপাস স্কুল ফর গার্লস—হেষ্টিংস হাউস, কলকাতা-২৭, (৪) খিদিরপুর একাডেমী—কলকাতা-২৩, (৫) যাদবপুর হাই স্কুল ফর বয়েজ—কলকাতা-৩২, (৬) সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা-১২, (৭) বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা-৬, (৮) গভর্নমেণ্ট স্পনসার্ড স্কুল, বাগমারী, কলকাতা-৫৪, (৯) স্টেট সেনট্রাল লাইব্রেরী, বি. টি. রোড, কলকাতা-২।

হাওড়া সহরে ঃ

(১) হাওড়া জেলা স্কুল, (২) বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, (৩) দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন, (৪) এ. এস হাইস্কুল, সালকিয়া।

এছাড়া প্রত্যেক জিলা সহরে ২টি করে পুস্তক সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে ঃ

প্রত্যেক সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে সমাজশিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিকের পরিচালনায় একটি করে পুস্তক সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এ সকল অঞ্চলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকারা আগে থাকতে তাঁদের কাছ থেকে পুস্তক সংগ্রহের নিয়মাবলী জেনে নেবেন। পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অসুবিধা ঘটলে নিজ নিজ জেলার জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকের সংগে যোগাযোগ করবেন।

অনুমোদিত কেন্দ্র ছাড়া আর কোন জায়গা বা লোকের কাছ থেকে নতুন বই কিনবেন না। সব সময় নির্ধারিত মূল্যে পুস্তক কিনবেন এবং কোন ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত দাম দেবেন না।

সুলভ মূল্যে পুস্তক বিক্রয়ের সরকারী প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলুন

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৫(৪)/৭১

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি !

জনপ্রিয় কুক্‌মী গুঁড়া মশলার সহৃদয় ক্রেতাসাধারণ ও পৃষ্ঠপোষকগণ

নকল হইতে সাবধান

কুক্‌মী গুঁড়া মশলার সর্বাধিক বিক্রী ও সুনামে ঈর্ষান্বিত হইয়া কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী কুক্‌মী নামের অনুরূপ নাম ও প্যাকেটের লেবেল নকল করিয়া অতি নিকৃষ্ট মানের গুঁড়া মশলা বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। খরিদ্দার মহোদয়গণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, জনপ্রিয় কুক্‌মী গুঁড়া মশলা ক্রয়ের সময় তাঁহারা যেন লেবেলের উপর শুধু কুক্‌মী লেখা পরীক্ষা করিয়া কেনেন। আমাদের গুঁড়া মশলার প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নেই—জনপ্রিয় কুক্‌মীই আমাদের একমাত্র ব্র্যাণ্ড যার পেছনে রয়েছে ১২৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

কুক্‌মী
ভারতের সেরা
গুঁড়া মশলা

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

বাঙ্গলার বৃহত্তম কারখানায় কুক্‌মী গুঁড়া মশলা প্রস্তুতের কাজ নতুন পদ্ধতিতে পুরা দমে চলছে। ইহা শিশু ও রোগীর খাদ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়।

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, (তিন তলা) কলিকাতা-৭. মিল—কাশীপুর, ফোন—৩৩০৯৯৫ কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।